অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের
BANGLADARSHAN.COM
শ্রেষ্ঠ কবিতা

উৎসর্গ

পটভূমিকা অন্ধকার আপন স্বত্ব অধিকার
রাখুক, আমি শরীর নোয়াবো না,
একটি মাত্র রাখাল যাক, এ মাঠ একলা প'ড়ে থাক
নীরবে, আমি এ মাঠ ছাড়বো না।
মরণমদমাতাল ডোম সবি করুক উপশম
শ্মশানে, আমি জীবন ছাড়বো না,
গঙ্গাজলে উঠুক পাপ সূর্য হোক অপ্রতাপ
সকালে, আমি কিরণ বিকাবো না।
ভগবানের গুপ্তচর মৃত্যু এসে বাঁধুক ঘর
ছন্দে, আমি কবিতা ছাড়বো না,
অপ্রসর সমুদ্রকে শামুক দেখুক প্রেমের চোখে,
বিমাতা মাটি তার কাছে যাবো না।
ধরিত্রীর নীবিবন্ধে জগৎ যদি মহানন্দে
অন্ধ, আমি প্রহরী যন্ত্রণা,
মানুষ গেলে নামের খনি, আমার পরে এই ধরণী
সঙ্গোপনে অলোকরঞ্জনা॥

BANGLADARSHAN.COM

বুধুয়ার পাখি

জানো এটা কার বাড়ি ? শহুরে বাবুরা ছিলো কাল,
ভীষণ শ্যাওলা এসে আজ তার জানালা দেয়াল
ঢেকে গেছে, যেন ওর ভয়ানক বেড়ে গেছে দেনা,
তাই কোনো পাখিও বসে না !
এর চেয়ে আমাদের কুঁড়েঘর ঢের ভালো, ঢের
দলে-দলে নীল পাখি নিকোনো নরম উঠোনের
ধান খায়, ধান খেয়ে যাবে-
বুধুয়া অবাক হয়ে ভাবে।

এবার রিখিয়া ছেড়ে বাবুডির মাঠে
বুধুয়া অবাক হয়ে হাঁটে,
দেহাতি পথের নাম ভুলে
হঠাৎ পাহাড়ে উঠে পাহাড়ের মতো মুখ তুলে
ভাবে : ওটা কার বাড়ি, কার অতো নীল,
আমার ঘরের চেয়ে আরো ভালো, আরো
নিকোনো উঠোন তার, পাখিবসা বিরাট পাঁচিল !
ওখানে আমিও যাবো, কে আমায় নিয়ে যেতে পারো ?

BANGLADARSHAN.COM

এইভাবে প্রতিদিন বুধুয়ার ডাকে
কানায় কানায় আলো পথের কলসে ভরা থাকে,
ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি আসে, কেউ তার দিদি, কেউ মাসি,
রুপোলি ডানায় যারা নিয়ে যায় বুধুয়ার হাসি॥

দেবযান

গাঁয়ের মহিম আর চড়কের মেলায় যাবে না,
কিনতে চাইবে না আর খেলনায় সাজানো সারা মেলা,
-তোমরা কি জানো কবে দু-আনায় সব যাবে কেনা ?-
বলবে না তারিণীকাকা ভারি ঝক্কি এটার ঝামেলা।

গাঁয়ের মহিম আর মেলার দু-দিন শেষ হলে
খুঁজবে না পায়ের ছাপ কঙ্কালিতলার এই ঘাসে ;
গল্প ঢের শুনেছে সে, এবার মাকেই গল্প বলে
তাক লাগিয়েছে : কবে দেখেছিলো মেলার সার্কাসে
ভীমের মতন বীর, ভিতু এক জড়সড় বাঘ।
আরেক তাঁবুর নিচে সকলেই ম্যাজিক-লণ্ঠন
দেখেছিলো, সে দ্যাখেনি। তারিণীকাকার 'পরে রাগ
মার কাছে বলে ওর প্রাণে ঘুম নামলো যখন,
মাকে রেখে একা ও যে কঙ্কালিতলার অন্ধকার
পার হলো হাতে নিয়ে চাঁদের হলুদ হ্যাধরিকেন ;
আশ্চর্য দোকানী এক মাঝরাতে দোকানপসার
খুলে ওর দুই হাতে সব খেলনা সাজিয়ে দিলেন॥

BANGLADARSHAN.COM

নামখোদাই

এই যে ঘুমনিবিড় মাঠ, মুখরা এই নদী
আমাকে অনায়াসেই ভোলে যদি,
এখানে গত একুশে আশ্বিন
শীর্ণ এক টিলায় সারাদিন
বাটালি দিয়ে যত্নে গাঁথলাম
ক্ষণপ্রাণ আমার ছোটো নাম।
এবারে এসে হঠাৎ দেখি নেই সে-নাম নেই,
শুকনো নদী ঢাকলো মুখ আমার সামনেই,
রুগ্ন মাঠে ঘাসের হাটে নামের দাম নেই।

সহসা শুনি অনেক দূরে অনেক সাঁওতালি
মদের পর মাদলে মাতে খালি।
পা টিপে-টিপে সেখানে গিয়ে যখুনি দাঁড়ালাম,
এগিয়ে এসো শুধালো : 'তোর নাম ?'
তাদের বুকে এ-নাম বুনে বলেছি : 'ভুলবিনে'-
আমাকে আমি ভুলেছি এই একুশে আশ্বিনে !

BANGLADARSHAN.COM

অন্ধ বাউল

আয় তাকে মন করবি চুরি,
সে আছে কোথায় কেউ জানে না-
অথবা সে যেন অধরা সুবাস
হাওয়ায় ছড়ানো হাস্নুহেনা !
কী বললি মন, হাস্নুহেনা সে ?
অতিরঞ্জন স্বভাব তোর,
উপমা খোঁজার অলীক বিলাসে
মেলে না অচিন বৃন্তডোর।
বরং আমার পরামর্শ নে :
তার দিকে আর চাসনে তুই,
তবে সে হয়তো ধারাবর্ষণে
অমল প্রেমের সজল জুঁই,
তোর হাতে রেখে তোরই হাত ধরে
চিরদিন যাবে দূর প্রান্তরে।

BANGLADARSHAN.COM

না, না, কাজ নেই, আয় বরঞ্চ
তার স্বার্থের স্বর্গপুরী
থেকে তাকে আমি ছিনিয়ে, মঞ্চ
সাজাই তাকেই নায়িকা করে ;
কী বললি মন, তাহলেও বুঝি
ঘৃণায় হবে সে আগুনঝুরি ?

অন্বেষণের অন্ধ আয়না
ছুঁড়ে ফেলে ঘরে আয় রে আয়,
তাকে খুঁজে আর কেউ তো যায় না !
তোর কেন তবে একার দায় ?
অন্যক কাননে যাস্‌নে রে চোর,
নিজেকেই আয় করবি চুরি,

যাকে চেয়েছিস গোপনে সে তোর
বুকের আকাশে থির বিজুরী !

BANGLADARSHAN.COM

আমার ঠাকুমা

বীতনিদ্র পিতামহ ছিয়াশীর কোঠা ছুঁয়েছেন
এইতো দু-মাস আগে। বলিষ্ঠ হাতের ব্য বহারে
বিস্মিত প্রকৃতি ; কিন্তু অশান্ত মুখের লেনদেন
সকলকে পীড়িত করে, বিশেষত সঙ্গিনীর কাছে
সে মুখ নিষ্ঠুর, তীব্র- দুর্বিষহ বিশেষণ ছুঁড়ে
তাকে নির্যাতন করে- কিংবা যদি আনাচে-কানাচে
ভুলের নজীর মেলে, তাহলে তো কথার প্রহারে
তিন প্রহরের পূর্বে যতিচিহ্ন পড়বে না রোদ্দুরে।
একঠায় দাঁড়িয়ে পায়ে ক্লান্তি নামে মনেও হবে না,
এদিকে বাক্যে র বাণ বন্যা র মতন মেতে উঠে
ভর্ৎসনা ছড়াবে। আর এইভাবে অনর্গল ফেনা
নিকটে নিক্ষিপ্ত হবে বারোমাস শুষ্ক ওষ্ঠপুটে।

BANGLADARSHAN.COM

বহুদিন থেকে এঁরা দুজনেই শহরবিদ্বেষী ;
সাঁওতাল পরগণার গ্রামে উদ্বোধিত যুগলহৃদয়
অপার্থিব সুখ খোঁজে। পরস্পরবিরোধী উভয়
সংশয়িত প্রাণ কবে কোন পথে পরস্পরমুখী
হতে পারে, সে হিসেব মনে মনে করি। কম বেশি
ভুল হয়, জানি তবু বহু নিচে কোনো ফল্গুস্রোতে
মিশেছে ওঁদের সত্তা ঢেউ হয়ে, তার সে-সন্ধান
সপ্রমাণ দিতে পারে কে এঁদের ? কে নেবে সে ঝুঁকি,
এখনো মেলে না কূল এ-চিন্তার ; ধর্মের জগতে
দুজনের একই পথ, মর্মের জগতে এত একা
নিজেকে ভাবেন বলে ব্যপক্তিগত সুখদুঃখে প্রাণ
অহর্নিশ কুণ্ঠাগত। কখনো শান্তির নেই দেখা।

বিক্ষুব্ধ শিরায় ছাওয়া ঠাকুমার শীর্ণ হাত কাঁপে
সারাদিন, তাদেরো তো লক্ষ্যহ কাজ। ভোর থেকে রাত
দেখেছি সমস্তক্ষণ ব্যতস্ত তারা। সূর্যের উত্তাপে

যেটুকু মহার্ঘ মেলে, যথেষ্ট তা নয়। জপমালা
আবর্তিত সর্বক্ষণ, দুবেলা আহ্নিক, হরিনাম,
গীতা চণ্ডী রামায়ণপাঠ, সূর্যপ্রণামের পালা,
ব্রতউদ্‌যাপন, আর, সবশেষে স্বামীর সমীপে
বোঝাপড়া। ঠাকুমার সব আকাঙ্ক্ষার পরিণাম
হারায় দিনের বৃত্তে। পরিশ্রমে ক্রমশ দু-হাত,
দু-চোখ বিশ্রাম চায়, প্রার্থনায় নিয়োজিত হয়ে
কাম্যড়ফল মেলে কই ? এর চেয়ে নির্বাণের দ্বীপে
মুক্তি যদি নেওয়া যেত, সান্ত্বনার সমুদ্রবলয়ে !

তার ঢের দেরি আছে, তিয়াত্তর অতিক্রান্ত, তবু
অতৃপ্ত বাসনা। বলো, পৌত্রের বিবাহ দেখে যেতে
কে না চায় ? তাই আরো দীর্ঘ অপেক্ষায় জবুথবু
হতে হবে। হোন দাদু বিরূপাক্ষ। তবু চুপিচুপি
শতায়ু হবেন তিনি কামনার মোম জ্বেলে-জ্বেলে।
সাঁওতাল পরগণার গ্রাম মন্ত্রমুগ্ধ, রাত্রির সঙ্কেতে
ভয় নেই, ঠাকুমার হাত কাঁপে, হাতে কাঁপে কুপী,
বাড়ির বারান্দা কাঁপে সে-আলোয়, বাঁশবনের গায়
জড়োসড়ো পাতা কাঁপে, কাঁপে বনভূমি। তাকে ফেলে
কুপীর করুণ আলো অগ্রসর। হয়তো-বা ভূমা
যে এখনো দূরগম্যঅ, তাকে খুঁজে নেবে। নিরুপায়
প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যেন বড়ো একা আমার ঠাকুমা॥

BANGLADARSHAN.COM

কল্যাণেশ্বরীর হাট

প্রসন্ন প্রদীপ জ্বেলে ব'সে আছে ঝম্‌রুর প্রণয়ী ;
দু-চোখে খুশির শিখা অনির্বাণ- দূরের ঝম্‌রুকে
নিশ্চিত পেয়েছে বুঝি ; তার সেই ধ্রুব জ্যোতির্ময়ী
সেও যেন কালোচুলে আর কালোমুখে
কী আলো জ্বালিয়ে আজ প্রেমিকের প্রত্য য়ের কাছে
প্রগাঢ় নিষ্ঠায় ব'সে আছে।

ঝম্‌রুর ঝুড়ির চুড়ি হাটের মানুষ ভালবাসে
একথা কল্যা্ণেশ্বরী জানে,
এবারো কিনেছে তারা সেই চুড়ি গভীর বিশ্বাসে,
তাকে প্রদক্ষিণ ক'রে হাটের মানুষ ফিরে আসে
একটি বিন্দুর দিকে বৃত্তের একাগ্র অভিযানে।
ঝম্‌রুর প্রণয়ী সেই দুর্লভ সুযোগে বেঁচে গেছে ;
অনেক তরমুজ আজ দুই হাতে বিক্রয় করেছে।

BANGLADARSHAN.COM

ওদিকে একটি শিশু কিছুতেই বালুর গম্বুজে
উত্তীর্ণ হলো না, তার মন
বালির মন্দিরে কোনো দেবতাকে ক'রে অন্বেষণ
অবশেষে ব্যির্থতায় ছিলো মাথা গুঁজে,
আচম্বিতে এইবার ধূলি থেকে উঠে
অবাক ঝম্‌রুর দিকে ঝুমঝুমি বাজিয়ে এলো ছুটে।

অথচ যে-বিস্মরণী বটের ছায়ায়
এ-হাটের প্রাণকন্যা ব'সে আছে আলোর মতন,
কে যেন সহসা তাকে ছুঁয়ে গিয়ে চকিতে মিলায়-
ঝম্‌রুর প্রণয়ী দ্যাখে বেলাশেষে হঠাৎ কখন
কে নিয়েছে চুরি ক'রে সবগুলি পরশরতন,
বটের পাতায় তাই সকল প্রতিষ্ঠা ঝরে যায় !

কে নিয়েছে চুরি করে ? এ হাটের জ্যো তি
দু হাতে নিভিয়ে দিয়ে সরে গেছে নেপথ্যে আবার ?
সেকথা জানে না স্তব্ধ কল্যাছণেশ্বরীর অন্ধকার,
জানে না আনম্র ঝম্‌রু যার হাতে হাটের নিয়তি॥

BANGLADARSHAN.COM

অপূর্ণ

দ্বিতীয় ভুবন রচনার অধিকার
দিয়েছো আমার হাতে-
এই ভেবে আমি যতো খেয়াপারাপার
করেছি গভীর রাতে,
প্রতিবার তরী কান্নায় শুরু হয়
কান্নায় ডোবে জলে,
হাসিমুখে তবু কেন হে বিশ্বময়
তোমার তরণী চলে ?

তারপর তীরে ফিরে আসি নিরালায়,
মূর্খনেশায় ভাবি,
দূর থেকে তুমি আসবে অধীর পায়ে
বলবে : 'আমার দেশে
তোর সেই খেয়া উজানে গিয়েছে ভেসে,
ফিরিয়ে আনতে যাবি ?'

উত্তর দেবো ; সেই তরী তুমি নাও,
ছিন্ন সে-পাল তুলে,
আজ তুমি শুধু একবার পাড়ি দাও
এ-নদীর কালো চুলে ;
দেখি কোন্ ফুলে প্রফুল্ল করো তার
শোকার্ত শর্বরী,
এই পারে আমি বাসী ফুল তুলি আর
বালির পসরা করি !

দিনের ছেলে মুকুল রাখে, রাতের মেয়ে ফল,
দুয়ার থেকে দুহাতে এসে সবার আয়োজন
হয়েছে তবু অন্তহীন তুহিন সমতল-
আরতি ক'রে এখুনি আঁকো তৃতীয় আয়তন ;

BANGLADARSHAN.COM

যে-আলো ছেঁড়ে ইন্দ্রজাল আপাতদৃষ্টির,
ছায়ার নিচে খদ্যোতের ধ্যানের ধূপে জ্বলে,
ভরসাভীরু আঙুল দিয়ে স্তিমিত ব্রততীর
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লিখে চলে,
ভিক্ষুণীর সাধন বোনে বৃক্ষবেদী তলে-
তিমিরদূতী সে-আলো নামে প্রদীপনেভা ঘরে,
প্রতীক্ষায় পঞ্চতপা অথচ পরাজিতা
যে-মেয়ে জাগে ক্ষমার মতো সজলসুস্মিতা,
মৃত্যুময়ী নদীর মতো সাগরে আয়ু ধরে,
তমসাতীরে দাঁড়িয়ে সেই শতাব্দীর সীতা-
দুয়ার খোলো ভোরের অভিমানী,
রাতের ঘরে এসেছে তোর ইমনকল্যাণী !

BANGLADARSHAN.COM

বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে

সুগত, এ-জন্মে আমি কেউ না তোমার।

আজ তবু সন্ধ্যা য় যখন
জাতিস্মর জ্যোৎস্নার ঝালরে
তোমার হাসির মন্ত্র নীরব ঝিনায় ঝ'রে পড়ে,
আমারও নির্বেদ ঘিরে পূর্ণিমার তিলপর্ণিকার
অগুরু গন্ধের বৃষ্টি- মনে হলো এখানে আবার
তোমার সময় থেকে বহুদূর শতাব্দীর তীরে
জয়শ্রীজীবন পাবো ফিরে,
ফিরে পাবো পরশরতন।

মাঠের পিঞ্চর ভেঙে কখন সহসা
কে অনন্যা্ উঠে এলো, দীপ্তি যার অহল্যা র চেয়ে
উত্তীর্ণ হয়েছে আরো দুর্বিষহ ধৈর্যের তমসা,
গৌরীর চেয়েও যার রুচিরাক্ষমালা
প্রতিজ্ঞার প্রতিভায় জ্বালা-
এবার আমায় দেখে ভ্রূকুটির ভস্মরেণু ছেয়ে
দু-চোখে শুধালো :
'কী নাম তোমার বলো, হোমাগ্নিশিখায় তাকে জ্বালো।'
দূরে সরে গিয়ে আমি ভীরুকণ্ঠে উত্তর দিলাম :
'এ জন্মে জানি না-তবু আর-জন্মে আনন্দ ছিলাম।'

শুনে সে-নারীর মুখে সকল স্থৈর্যের আরাধনা
ভেঙে গিয়ে জ্ব'লে উঠলো ভ্রূযুগবিলগ্ন অগ্নিকণা :
'তুমি সে-আনন্দ বুঝি একদা বুদ্ধের অনুগামী ?
প্রভুর প্রয়াণ হ'লে তোমারই তো শোক
শপথের রূপান্তরে জ্বলেছিলো অভয়, অশোক,
স্মিতমুখে বলেছিলে যুগে যুগে জন্ম-জরা-জ্বালা
পার হয়ে নিয়ে যাবে প্রভুর মৈত্রীর ঝরামালা,

BANGLADARSHAN.COM

দুয়ারে-দুয়ারে গিয়ে ম্রিয়মাণ মানুষের ব্রত
করপুটে তুলে নিয়ে হবে তুমি নূতন সুগত ;
আমি সে-আকাঙ্ক্ষা শুনে ফল্গুনিবেদনে
বক্ষের দেউলতলে সাজিয়েছি তোমার প্রণামী,
সে-ভিক্ষু এখন তুমি পথে-পথে ভিক্ষুকের মতো
বীতব্রত ঘুরে-ঘুরে কী পেয়েছো জীর্ণ এ-জীবনে ?’
এতগুলি কথা ব’লে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
বৈশাখী নিদাঘে তার শ্রাবণের ঢল নেমে আসে,
জলের একতারা বাজে ত্রিতাপতৃষ্ণার ডালে-ডালে
প্রাণের প্রান্তরে শুকনো আলে।

তারপর চলে যেতে যেতে
তাকালো বিষণ্ণচোখে দরিদ্রধূসর ধানক্ষেতে
বৃষ্টির বাসনা যেন কৃষাণীর দু-নয়নে কালো-
বিপুল বিস্ময়ে শুধালাম :
‘ব’লে যাও কী তোমার নাম ?’
আবার ভ্রূযুগে তার ভ্রূকুটির আগুন ঘনালো :
‘এ-জন্মে জানি না- তবু আর-জন্মে সুজাতা ছিলাম।’

BANGLADARSHAN.COM

যে যাকেই ডাক দিক, মনে হয় আমাকে ডাকছে

কে আমায় পিণ্টু ব’লে দৌড়ে গেলো মাঠে,
ঘুড়ি ওড়াবার কাজে ডাক দিয়ে আমার দুই হাতে
ভর দিল, সে-ঘুড়ি ওড়াতে
শিখিয়ে লুকিয়ে গেলো আকাশের মস্ত বড়ো ছাতে।

কে আমায় হঠাৎ মা ব’লে
ডেকে-ডেকে একভিড় রাস্তার ভিতরে জ্ব’লে-জ্ব’লে
খিদেয় ঘুমিয়ে পড়লো, সে আমার কোলে
মুখ গুঁজে তারপর স্বপ্নের কিনারে মুখ তোলে।
অনুরাধা অনুরাধা ডাক দিয়ে আমাকে
কে যেন চীৎকার ক’রে কেঁদে উঠলো এ-পথের বাঁকে,
অধর রাখতে ও যে চেয়েছিলো অধরের ফাঁকে,
বধিরা বৃদ্ধার মতো মুখ ফেরাইনি তার ডাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

মায়ের জন্মদিনে

আনম্র প্রণতি আঁকি।
উঁচুনিচু জীবনের টিলা
যতোদূর দেখা যায়, অথবা না যায়,
সবার শিখর জুড়ে স্বাভিমুখী আরতি সাজায়
যৌবনবাউল সূর্য, উৎসলীনা সবিতার লীলা
দেখবে ব'লে পূর্বাচল প্রতীক্ষার আগুনে রাঙায়।

তখন যতোই কেন আমি
হতে চাই প্রাত্যিহিক বিস্মৃতির তিমিরে বেনামী,
রশ্মির অসির ঘায়ে তুষারের সমস্ত অছিলা
লজ্জায় লুটিয়ে পড়ে সাবিত্রী সে-সবিতার পায়ে।

সারাদিন ভুলে থাকি, তবু সেই স্রোত বেয়ে সারাদিনই নামি :
উজানী উল্লাসে যেন ছোটো নুড়ি জলপথ ঘুরি,
তুমি সে-ঝর্নারই বৃক্ষ, আমি যার শীর্ণ জলঝুরি ;
আমি যার বোধিবৃন্তমূলে
বারেবারে ফিরে আসি ঢেউ তুলে-তুলে।

সেই বোধি ভুলি যদি, তবে কারো কুটিল চাতুরী
বিষকন্যা কাছে আনে- সে আমি আমি না,
সে-মায়া সরাতে দূরে আমি তাই আহত আঙুলে
আনম্র প্রণতি আঁকি নিরুদ্ধ দুয়ার খুলে-খুলে :
আমার আকাশ তুমি, বারোমাস আমার আঙিনা।
তোমার নীলিমা থেকে পূর্ণিমার অজস্র ধারায়
হঠাৎ কখন দেখি দূরের পাহাড়ে
সব গ্লানি মুছে গিয়ে গান হয়ে যায়,
হাওয়ার তানপুরা বাজে, সেই সুর জলের সেতারে
ভেঙে গিয়ে নদী যেন সাগরের জীবন্ময়ী মৃত্যু তে হারায়-

BANGLADARSHAN.COM

হিমন্ত জড়তা মুছে হে আমার প্রাণবন্ত আনন্দপ্রতিমা
পাহাড়ে-পাহাড়ে জাগো চূড়ার লাবণ্যপ তুমি ধ্যা নধবলিমা।

আমিও আল্‌পনা আঁকি কল্পনার বাঁকে-বাঁকে ফিরে
আনন্দ ছড়াই নদীনীরে
অথচ তখনো দেখি মানুষের স্তব্ধ শাদা হাড়
প্রতিবেশী পরিখায় আরো-এক স্তম্ভিত পাহাড়
গ'ড়ে তোলে, ভরে তোলে শ্বাপদের হোমের সমিধ-
চিতার তৃষ্ণায় জ্বলে শতাব্দীর প্রেমিক শহীদ।
এইভাবে ধ্রুবব্রতী সব প্রতিজ্ঞার
প্রদীপ স্তিমিত হয়, আর যতো প্রেতের সুহৃদ্‌
মলিন মৌতাতে মাতে নির্লজ্জ নেশায় তাকে ঘিরে।

আমার চেতনা তাই বেদনারই এক নামান্তর :
আমারি জীবনমন্ত্রে জীবন্মৃত এই যে প্রান্তর
সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলার ফুল্ল সুষমায়
কাল যদি ভরে ওঠে, তবে তার নিহিত ভাস্বর
যে-অমৃত সে তো তুমি, আজো যার অপার ক্ষমায়
পৃথিবীকে বুকে টানি।
দিকে-দিকে মরণের চর,
মহেশ্বর জাগি আমি, অতন্দ্রিত পদ্মবীজমালা
এখনো গৌরীর হাতে, আমি তার বিষণ্ণ নিরালা
দু-হাতে অঞ্জলি ক'রে আমারি আকাশে দিই, তুমি যার উদ্ভাসিত ঊষা :
তামসী আমার গৌরী, তাকে দাও আলোর শুশ্রূষা॥

BANGLADARSHAN.COM

নির্জন দিনপঞ্জী

৩রা বৈশাখ সকাল॥

আকাশ জেনেছে, মাটিও শুনেছে আমি-যে করেছি আত্মগোপন !
আমি আজ তাই প্রবাসী আকাশে
হাওয়ায় হাওয়ায় ঘাসে আর ঘাসে
নিজের মনের নিরালা বৃক্ষ করব রোপণ ;
পিছনের যারা পিছনেই থাক,
শুনব না আর কারো পিছুডাক-
সাড়া না দেবার শপথ নাহয় না হোক শোভন।

গোধূলি॥

ট্রেন থামলো শিমূলতলায়,
নামলাম নিজেকে নিয়ে। প্রশ্নাতুর স্টেশনমাস্টার :
‘অমুকবাবু তো আপনি ? সেন-সাহেব আত্মীয় আপনার ?
তাহলে আপনার সঙ্গে আমারো তো গলায়-গলায়,
আপত্তি-ওজর নয়, হতে হবে অতিথি আমার।’
ঈষৎ সৌজন্যে কেঁপে-কেঁপে
জানালাম অতীব সংক্ষেপে :
‘অশেষ কৃতজ্ঞ, কিন্তু বলুন তো পান্থশালা এখানে কোথায় ?’

রাত্রি॥

ছুটি মাত্র দুটি দিন, তারপর শহরের ঋণ
তিলে-তিলে আমাকেও শুধে দিতে হবে ;
হে মৃত্তিকা, হে আকাশ শেষবার কথা রাখো তবে,
আমার দু-হাতে দাও দুটি দিন প্রতিশ্রুতিলীন :
একটি ভাস্বর হোক, যে আমার বিপুল বৈভবে
নীরবে উত্তীর্ণ করে- আরেকটি অঙ্গারমলিন
হোক, তাতে ক্ষতি নেই, আমার অতন্দ্র কোনো প্রতীক্ষার পূর্ণ প্রণিপাতে

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয়ের সহচর সময়ের হাতে
সে-অঙ্গার অবশেষে হীরক হবেই।

৪ঠা বৈশাখ, ভোর॥

এই সকালের আড়ালে কি কোনো তামসী রাতের

অন্ধকারের প্রস্তুতি নেই ?
নির্জন থেকে জন্ম যে-সব সোনালিমায়ার কুহেলিকাদের
এ-সকাল মাতে তাদের সঙ্গে প্রদক্ষিণেই।

শ্বেতকরবীর বুক জুড়ে ওই একটি শালিক
বসে আছে যেন ঐন্দ্রজালিক।

আর তাই বুঝি ঈর্ষাপ্রখর প্রজাপতিটার
মাতাল পালকে হাওয়া ছুঁয়ে যায় চপল গীটার-
আমারো চিন্তা আমারো অঙ্গ
হোক তবে আজ হাওয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ।
সেই হাওয়া ফের ছোট্ট দীঘির
শাপ্‌লায় গড়ে নিলাজ খুশির নিপুণ শিবির,
আবার হঠাৎ আড়ালে বাজায় জলতরঙ্গ,
সেই সুর নিয়ে ছিনিমিনি খেলে
রোদ্দুর আঁকে জলছবি নয়, জীবনের ছবি জলের ইজেলে-
হোক তবে আজ আমারো চিত্ত আমারো অঙ্গ
জলের সঙ্গে আলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ।

নিরালা নিখিল, সব-কিছু দাও,
মৃত্যু র সুরা, জীয়নসুধাও,
আর তারপরে দ্বিগুণ অর্ঘ্যঙ অর্চনা নাও।

দুপুর॥

সারাদিন আমি এক দুর্বিষহ রহস্যের পাশে
দাঁড়িয়ে রয়েছি একা। যে আমাকে দূরের প্রবাসে
নির্বাসন দিয়ে সুখী, দীপ্ত সেই রহস্যময়ীর

BANGLADARSHAN.COM

চেয়ে বুঝি এ-রহস্য আরো গাঢ় অতল গভীর,
এবার আমাকে তাই কিছুতেই মুক্তি দেবে না সে,
আমি তার নদী আর সে আমার নম্রনদীতীর ;
নম্র সে, নিষ্ঠুর তবু আমাকে সর্বদা ঘিরে রাখে,
আমি যদি যেতে চাই দূরতর সাগরের ডাকে,
আমার অনন্ত গতি সীমন্তে সিঁদুর ক'রে আঁকে।

ওখানে আশ্চর্য এক দরদী নদীর
বুকের দর্পণে দোলে পুরাতন দ্বাদশমন্দির।
আমারো হৃদয় এক নদী,
আমার জীবন তবে এখনো হলো না কেন মন্দিরের মত মহাবোধি ?

মন্দিরের পাশে এক মাঠ,
দিগ্বলয় হতে আরো আরো দীর্ঘ মনে হয় যাকে,
হাট বসেছিল কাল, আজ তার বিষণ্ণ বিরাট
শূন্যস বুকে ঘুরে মরে একা একটি মা হারা বাছুর,
সমস্ত দুপুর
খুঁজেছে সে মাকে,
তারপর শুয়ে আছে বটের ছায়ায় মৌন রৌদ্রভারাতুর।

বিকেল॥

উদাসীন মেঘে মেঘে ফুটে আছে থোকা-থোকা
আরক্তকরবী :
সমস্ত আকাশ যেন গগনেন্দ্র ঠাকুরের ছবি।
ধানকলে কাজ সেরে এইবার ঘরে ফেরে
সাঁওতালি মেয়েরা ঝাঁকে-ঝাঁকে,
দাদারিয়া গানে-গানে সে-করবী তুলে আনে
খোঁপার ফণায় গুঁজে রাখে।
ভিড় থেকে স'রে আসি প্রবাসী আকাশে,
তবু কেন তার মুখ ভিড় ক'রে আসে ?
আরো দূরে পাহাড়চূড়ায়

BANGLADARSHAN.COM

দুই চোখ ডানা ক'রে মেলি,
ওখানে কে ব'সে আছে ? আমারি বেদনা যেন চন্দনরাঙানো লালচেলি,
ওই তো রাজর্ষি সূর্য দিনশেষে শরীর জুড়ায়,
মৃত্যুরতে মরে না, সে যে নব সবিতার তেজে
দীপ্তি পায় দিন-থেকে দিন,
আমার বেদনা তবে এখনো হলো না কেন সূর্যের মতন সমাসীন ?

সন্ধ্যা॥

কে ছড়ালো এই দুঃসহ মহানিশি ?
বিনিদ্র চোখ, নীরন্ধ্র নির্জনে
বাসনার বুড়ী ডাইনী গেল না সুদূর নির্বাসনে ?
অশান্ত মন। দিগন্তে তবু অপূর্ব উদাসীন
আপন আলোর পালঙ্কে লীন সুপ্ত সপ্ত ঋষি !

৫ই সকাল॥

BANGLADARSHAN.COM

গত রাত্রি গেছে যন্ত্রণায়,
বিগত শোকের শিল্পী আকাশের কোনায় কোনায়
সোনার মাধুরী ছিঁড়ে শ্রাবণের মেঘের মতন
কুটিল কাজল আঁকলো। হে নির্বাক, ওগো নিরঞ্জন,
তোমার প্রতিভূ যেন এইবারে ভৈরবী শোনায়।

দুপুর॥

মাঠে-মাঠে ওই ঝুমুর ছন্দে কাঁপছে চাষীর জীবনশৈলী,
ওরে মন, কেন গেলিনে সেখানে, নিজের মনের গোপনে রইলি ?
ভুলে গেলি কেন কথা ছিলো তোর সবার সঙ্গে অঝোরে মিলবো :
সেই-তো আমার স্বর্গসাধন, সেই-তো আমার জীবনশিল্প।

বিকেল॥

অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী আমরা দুজন-
একজন কোন্ এক দূর গাঁয়ে সতীশের পিসি,
আমাকে ভেবেছে তার পরম সুজন,

অতএব মেনেছে সালিশী :
সকলেই চেনে তার ভিটা,
সন্নিহিত ইঁদারার পাশের জমিটা
একান্ত নিজস্ব তার- পাড়ার সবাই সেটা জানে,
অথচ পিসির সঙ্গে সতীশের কলহ সেখানে !
কোলে-পিঠে গড়ে-তোলা সে-ই কিনা হিংসার প্রতীক ?
সুতরাং সে-জমির কোন জন আসল শরিক ?

অন্যাজনা সাতাত্তর বছরের বুড়ি,
যেন এক প্রাণবৃক্ষ জীবনে-জীবনে শতঝুরি
ছড়িয়ে এখন ভাবে গুটিয়ে নিলেই ঠিক হতো,
কারণ আজন্ম তার পুজো আর ব্রত
ব্যর্থ ক'রে ভগবান একমাত্র বয়স্ক ছেলেকে
নিজের স্বর্গের স্বার্থে নিয়েছেন ডেকে ;
যখন ওপারে গেল একষট্টি বয়স ছিলো তার,
বিধাতার কাছে গেছে, বুঝিয়েছে এ-গাঁয়ের লোক,
কি ক'রে ভুলবে সে তবু একে-একে একষট্টি বছরের শোক
শিরায়-শিরায় যার সাতাত্তর বছরের ভার ?

আমি তাকে কী বোঝাই ; তাকে আমি বলিনি কিছুই,
সে যখন ফিরে গেল নিরালা নীলিমা জুড়ে
আমার শোকের পাশাপাশি,
তার সেই শোক রেখে আসি,
অপার আনন্দ নিয়ে তারপর দুজনারে ছুঁই।
এই রাত্রি গাঢ় হোক তারপর দুটি শোক
খুঁজে নিক বীতশোক বীণ-
হে নির্বাক নিরঞ্জন তারপর এ-জীবন
ক'রে দাও সূর্যসমাসান।

সেই সান্ত্বনা হয় যেন ধ্রুব :
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।

BANGLADARSHAN.COM

ছুটি শেষের রাত্রি॥

আবার সেই ম্লান শহর, কালো গলি,
স্তিমিত গান, ওখানে যেন কোন অসুখ
দু-হাতে এসে ফেলেছে ঢেকে দিনের মুখ ;
কলকাতায় ফিরে চলি।
তবু নিলাম দুটি দিনের দুঃখসুখ,
নিরিবিলির ছায়ানিবিড় কথাকলি,
চূর্ণ হোক কলকাতার কালো গলি :
বযথ্যার কুঁড়ি গানের ফুলে ফুটে উঠুক॥

BANGLADARSHAN.COM

পটভূমি

গ্রাম থেকে এসেছে সোজা যে-ছেলেটি নিমাই-সন্ন্যা সে
নিমাই সেজেছে পরশু, বৌকে সঙ্গে নিয়ে এই প্রথম
কলকাতায় এলো, কিন্তু বধূটির রকমসকম
গাঁয়েরই মেয়ের মতো- এই দেখে ময়দানের ঘাসে
অবিকল ঘাস হ'য়ে গেছে সেই নকল নিমাই।
সামনে এসে বিচলিত ছেলেটির মুখপানে চাই,
আবার নেহাৎ যেন ভুল ক'রে ফেলেছি ভুলোমনে
এইভাবে স'রে এসে যাই ঠিক পিছনে-পিছনে ;
সন্ত্রস্ত অর্থাৎ সেই সপ্রতিভ ছেলেটি এদিকে
চৌরাস্তা পেরিয়ে গিয়ে সামলে নিলো সাটিনের শার্ট,
ফুটপাতে দাঁড়িয়ে ভাবে যাত্রায় নেবে না আর পার্ট।
ট্র্যাফিকের ঢেউয়ে ঘূর্ণী থম্‌কানো গাঁয়ের মেয়েটিকে
সচেতন ক'রে গেলো দোতলা বাড়ির মতো গাড়ি,
ওধারে পৌঁছেই তার মুখ থেকে মিলিয়ে গেলো হাসি,
আর পিছু-পিছু নয়, এইবার প্রায় পাশাপাশি
দাঁড়িয়ে শুনেছি স্পষ্ট বলে সেই নারী :
'শুনছো ! তুমি যা-ই বলো, আমাদের গাঁ অনেক ভালো,
এ যেন কেমনতরো, কেন জানি ভয়-ভয় করে ;
ও যেন কেমনতরো সারি-সারি ভয়-ভয় আলো,
পায়ে পড়ি, ফিরে চলো আমাদের গাঁয়ের শহরে-'
এই ব'লে নিঅনের সহস্র মশাল দেখে ডরে
পটের ছবির মতো মেয়েটি হঠাৎ সুগোছালো
বেণীর সুষমা ভেঙে বিদেশী বোঝাই কালীঘাটে
ঝড়ের সাহস নিয়ে হাঁটে !

BANGLADARSHAN.COM

বন্ধুরা বিদ্রূপ করে

বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি ব'লে ;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হ'লে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো ?

চারিদিকে অন্ধকার, দেখতেও চায় না ওরা কিছু,
কী-যেন দূরের শব্দে মাঝে-মাঝে সামনে গিয়ে পিছু
ফিরে এসে বলে ওরা শোনেনি দূরের শব্দ কোনো।

ওরা কেউ কারো নয়, ওরা ঘরে-ঘরে
মৃত্যুউর অপেক্ষা নিয়ে প্রতিদিন মরে।
আমি যে কোথায় যাবো, কখন...কোথায়...
এই ভেবে আমারো বেলা অবেলায় যায় ডুবে যায়।

এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে
না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাসে দুই পায়ে দ'লে
চ'লে যাও, তাহলে ঈশ্বর
বন্ধুরা তোমায় যেন ব্য ঙ্গ করে নিরীশ্বর ব'লে॥

BANGLADARSHAN.COM

মানুষ

আমার ঘরের আলো আমার টগরগাছের ডগায়
বাঁকা হয়ে পড়লো, শুধু চাপা মুখের ওপর
একটু আলো, আর সমস্ত শরীর অন্ধকার ;
আঘোমটা অকুণ্ঠ গলায় হঠাৎ ব'লে উঠলো :
'দাও আরেকটু আলো আমার চিবুকে দাও, আমার
বুকে আমার বুকের নিচে- না, না আমার কাছে
এসো না, ঐ দু-হাত দিয়ে আমার চিবুক তুমি
ছুঁয়ো না, এই মলিনবুকে তোমার ভীরু দু-হাত
রেখো না। ঐ দ্যাখো দ্যাখো আমাকে শেষ ক'রে
চ'লে যাচ্ছে কারা, ওরা মানুষ ? নাকি তোমরা
পুরুষ বলো ওদের ? ওরা কাপুরুষের অধম,
তা নাহ'লে স্পষ্ট ক'রে চায়নি কেন, আমায়
আমার ঘুমের সুযোগ নিয়ে নষ্ট ক'রে গেছে ?'

BANGLADARSHAN.COM

একজন মৌলভী আমাকে

এ যেন গুল্মোর ডাল, আর আমি একটি বউল,
তার বেশি নই,
আমাকে বোলো না তুমি বোলো না রসুল,
আমি ফুটে উঠি আমি পথের ধূলোয় প'ড়ে রই।

আল্লা বুড়ো আল্লা এই গুল্মোরের গাছ,
তাঁর খুব উঁচু ডাল মহম্মদ পয়গম্বর,
দুজন দাঁড়িয়ে, দেখি চাঁদ আর সূর্য দুই তাজ
তাঁদের মাথায়, কিন্তু আমাকেই নিয়ে যায় ঝড়।

খোদার ইমান আমি কখনো রাখিনি,
হিসাব দিতে যে হবে, আমায় অথর্ব
ক'রে দেবে ব'লে যেন একজোট পাপের ডাইনী,
একা-একা দিনে আমি তিনবার নমাজ পড়বো।

BANGLADARSHAN.COM

দিনে তিনবার, আমি একবার দুই হাত তুলে
তাঁকে বুকে নেবো, আমি তারপর হয়ে যাবো শিশু,
তাঁর বুকে যাবো ব'লে একেবারে হয়ে যাবো নিচু,
আমি যাঁর একটি বউল, সেই একটি বউলে

তাঁর বুক ভ'রে দেবো, আমায় কী ভাবো,
আল্লা, আমি হাসিমুখে হঠাৎ কবরে চলে যাবো॥

একটি শবযাত্রা

স্পষ্ট আমি বলতে পারি ঐ
অন্তিম শয্যার শাদা আবরণী তুলে ফেলে কেউ
ভিতরে তাকাও যদি, দেখবে কোন মৃতদেহ নেই।

তবে যে একদল কান্নাকীর্তনীয়া জলজ্যাকন্ত লোক
ঈশ্বরের ডাকনাম কাদায় লুটিয়ে চ'লে যায়
আমি ব'লে দিতে পারি ওরাই ছয়টি মৃতদেহ॥

BANGLADARSHAN.COM

তিতিক্ষা

এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো। এই অনুষঙ্গিণী কুয়াশা,
পথরেখাহীন মাঠ, শূন্যা রোহী খদ্যোৎবাহিনী,
এ-মাঠেও লোক চলে, সারারাত একই লোক যেন
আসে যায় একই মাঠ পারাপার করে মনে হয়,
ভয় নেই, ভয় নেই, এরা কেউ তোমাকে চেনে না।

এ-রাত্রে কোথায় যাবে, এত রাত্রে কে তোমায় তার
ঘরে নেবে ? তাছাড়া তোমাকে যদি পলাতক বলি
এড়াতে পারবে কি সেই অভিযোগ ? এক নগরীর
অন্ধকার থেকে তুমি আরেক গ্রামীণ নগরীর
অন্ধকারে চুপিচুপি পালিয়ে এসেছো। আর, জানো
পলাতক মানে প্রতারক ? তুমি জননীর মতো
গভীর প্রতিভা পেয়েছিলে। তুমি জননীর মতো
রক্তসুধা দিয়ে যাকে আবার রচনা করেছিলে,
সে তোমায় একবার অস্বীকার ক'রে গেছে ব'লে
সে তোমায় একবার অপমান ক'রে গেছে বলে
প্রতারক, তাকে তুমি সেই নগরের অন্ধকারে
ফেলে রেখে কোন্ মুখে চ'লে এলে ? সেই প্রেমিকারও
আজ কোনো পথ নেই, চোরাগলি তার চতুর্দিকে,
বিবিধ শুভার্থী তার, তাকে নিয়ে প্রচুর জটলা।
তুমি স্বার্থপরতায় নিশ্চিন্ত, একাকী, নিশ্চেতন-
ভেবেছো নিজের পথ বিজন ক্ষমায় চ'লে যাবে !
আবার আরেকবার তুমি তাকে হৃদয়ে নেবে না ?
এখনো বুকের কাছে সে-ই আছে হৃদয়ে তোমার ;
সপ্রতিভ চেয়ে দ্যাখো সে তোমার ভিতরে এখন
আঁধারে বিদ্যুছৎ বোনে, সেই কম্প্রতড়িতের মানে
দিগন্তদীঘল পথ দুই চোখে জ্বালিয়ে একা-একা
অঙ্গনে তোমার জন্য ব'সে থাকা। একবার ভোরে

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে সে গ্রহের গতির পথে মেলে ধরেছিলো,
বাহিরধরার দিকে দিয়েছিলো ভাসিয়ে তোমাকে-
এখন অনেক রাত্রি, সে এখন তোমাকেই চায়।

এখনো ফিরবে না ? তুমি স্মৃতিনাশা নদীটির স্রোত
যতো ভালোবাসো ততো স্মরণিয়া নদীর কূলেই
ফিরে-ফিরে আসো। তুমি যেখানেই যাবে তার মুখ
নমিত উদ্ধত শান্ত রুক্ষ প্রতিহত উচ্ছ্বসিত ;
চির্‌কুণ্ডা মাঠের এই ঘাসের অভাবে সে তোমায়
প্রত্যাখ্যামন করে, ফের চির্‌কুণ্ডা মাঠের পরপারে
সে ঐ পিয়ালশ্রেণী যে তোমার পথরোধ করে।
চলো, ফিরে চলো, দ্যাখো, রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে আসে,
যেখানে তাকাও তার প্রতিদ্যুপতি- আকাশজবায়
তার ধনী অভিমান, মেঘে মেঘে শ্বেতকরবীতে
অভিমানজয়ী তার গ্রীবার আঙ্গিক তরঙ্গিত।
পথরেখাহীন মাঠে তার অশ্রুজল স্পষ্ট পথ
এঁকেছে ! সে মানুষের পাতালচক্রান্ত পায়ে ঠেলে
আকাশের দিকে গেছে, বরাকর নদীটির সাঁকো
কাঁকনের মতো তার একহাতে, অন্য হাত খালি,
তোমাকে না পেলে তার দুইহাত খালি হয়ে যাবে,
বরাকর নদীজলে হঠাৎ কাঁকন যাবে খ'সে।

রাত্রি শেষ হবে ব'লে ওপাশে কুল্‌টির কলিয়ারি
শেষবার জ্ব'লে উঠলো, তুমি আর জ্বলবে না কখনো !

BANGLADARSHAN.COM

চিহ্ন

সারাটা পৃথিবী তুমি রেখে গেছো স্মৃতিচিহ্ন ক'রে ;
আমি ভয়ে-ভয়ে থাকি, যদি কেউ ক'রে নেয় চুরি
রাত্রিদিন জেগে থাকি, দিতে যদি একটি অঙ্গুরী
যে কোনো আঙুলে বেঁধে ঘুমোতাম আমি রাত্রি ভ'রে,
কাকচক্ষু তার জ্বলে, তার শীর্ণ হীরার অক্ষরে
তুমি শুধু জেগে রইতে, তুমি আর তোমার মাধুরী
জেগে-জেগে কোনোদিন ফুরিয়ে যেতে না, ঘুমঘোরে
আমি সে-নদীর তীরে যেন এক মৌন রাজপুরী।

এখন পাহারা দিয়ে দেখি আমি প্রতি ঘাসে-ঘাসে
বিগত মাঘের যতো ভ্রমর বিশ্বাসী আছে কিনা,
এখন পাহারা দিই দূর থেকে, ভিতরে যাই না,
এ-সংহত হ্রদে সেই পদ্মের শিশুর ছায়া ভাসে,
এ-বিস্তৃত নীলিমায় সেই চন্দনার শিশু ওড়ে,
সমস্ত পৃথিবী তুমি রেখে গেছো স্মৃতিচিহ্ন ক'রে॥

BANGLADARSHAN.COM

স্বর্ণমুষ্টি

ডান হাতে এক মুঠি ছাই
তুলে নিয়ে বাঁ-হাতে রাখলাম, তারপর
ডান হাতে রাখলাম। আমি ডান হাতে
অনেক অনেকবার এঁকেছি স্বাক্ষর।
চোরের মতন কিংবা চৌর্যবাঁকা সাপের মতন
হঠাৎ পিছন ফিরে তাকালাম, শঙ্কুঋজু প্রাণে
দারুণ সাহস এল, অর্ধেক মানুষ অর্ধদেব
শিব ছাড়া এই রাত একটার শ্মশানে
কে থাকে ? চোরের মতো চৌর্যবাঁকা সাপের মতন
আমিও শ্মশানলুব্ধ, মৃতদের সত্যে র সন্ধানে।
শিরীষ-ডালটা কাঁপল, একটা ডোমকাক
উড়ে গেল, ভয়ের খোরাক
ছড়ানো রয়েছে, আমি মৃতদের জীবনের টানে
শ্মশানে এসেছি ; কিন্তু ডান হাতে এক মুঠো ছাই
তুলে নিয়ে মনে হলো আয়ুর বাগানে
পারুল-মালতী-যূথী-রঙ্গনের উতল আঘ্রাণে
ভ'রে আছি, ভেঙে গেছে অবিশ্বাসী যমের বড়াই।

আমার ডান হাত এক দীর্ঘ দীর্ঘ মালঞ্চের মতো
সুবিস্তৃত হলো, আমি দেখতে পেলাম নতোন্নত
পিয়াল-মহুয়া, আমি শুনতে পেলাম :
"পৃথিবীতে অমিতার নাম
এখন কি মনে আছে মানুষের ? একজন অন্তত
আমায় কীভাবে দ্যাখে, মাঝে-মাঝে কৌতূহলে বুক
ভ'রে ওঠে ; কিন্তু থাক, উত্তর দিয়ো না। কৌতূহল
প্রেমের চেয়েও সত্য , ভয় হয় এখনো অমল
সম্পূর্ণ অমল হয়নি। কৌতূহল আমায় ভরুক।"

BANGLADARSHAN.COM

আরেক আকণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনলাম কেঁপে-কেঁপে।
“কে তুমি ? তোমাকে আমি উর্মিমালা ভেবে
কাছে এসে দেখি তুমি উর্মিমালা নও, এমন-কি
উর্মিলার ভাই সুপ্রভাস নও, আমি একা
মানুষের জীবনের ময়ূরপঙ্খী
বেয়ে এসে দেখি, কই, এখানেও তার নেই দেখা ;
অথচ এখানে আছে উর্মিমালা ভেবে
বিরাট জীবন আমি কাটিয়েছি ভীষণ সংক্ষেপে !”

BANGLADARSHAN.COM

ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ

আমি আমার ভালোবাসা পাঠিয়েছিলাম তোমার কাছে,
হে সম্রাজ্ঞী, যেমন অশথডাল
অশথডালকে ভালোবেসে অনায়াসে দাবি জানায়-
কিন্তু তোমার সাপেক্ষ দেশকাল।

তবে আমার ভালোবাসা দেশকালাতীত ধ্যাননধারণা ?
করিনে সেই পল্লববিস্তার ;
খুব বেশি দূর যাইনি আমি, আমার শুধু সীমান্ত এই
এদিক-ওদিক বাংলা ও বিহার-

ছুটি হলে দেওঘরে যাই, তখন আমার সঙ্গে থাকেন
পথের বন্ধু চারজন পাঁচজন,
এই দেওঘর আগে ছিলো বাংলাদেশের, আজ বিহারের ;
(ছুরি চালান লর্ড কার্জন ?)

BANGLADARSHAN.COM

বাংলাদেশের মধ্যল থেকেই তোমার চিঠি এসেছে আজ,
ডাকটিকিটে বিপিন পালের মুখ,
কিন্তু তুমি চোরা চাবুক মেরেছো ঐ চিঠির মধ্যে ,
বিদেশিনীর আঙ্গিকে চাবুক।

চৌকাঠে তাই থমকে আছি, মায়ের দেয়া মোটা কাপড়
ঢেকেছে আজ আমার কঙ্কাল,
ঘরোয়া এই ঘরের ভিতর আমার পাশে স্পষ্টভাষী
ডাকটিকিটের বিপিনচন্দ্র পাল॥

ঘুম

আবার কখন ঝড়ের শেষে নিজের শরীর ফিরে পাওয়া-
সমস্তপ্রাণ বকুলবেদী বকুল-ছাওয়া,
ডিঙি নৌকোর শান্তি শান্তি দাঁড়ের শব্দ, শান্তি শান্তি,
নারিকেলের পাতায় পাতায় দীঘল হাওয়া।

তোমায় নিয়ে গিয়েছিল তিনটি পুরুষ একটি নারী
বলেছিলে : 'সবার বন্ধু হ'তে পারি' ;
তিনটি পুরুষ নারীটিকে নিয়ে গেলো খালের দিকে,
তোমায় তখন করেনি কাণ্ডারী।

আর শেষে ঐ নারীটিকে বিকেলবেলায় তোমার কাছে
রেখে গেলো তিনটি দস্যু, তোমার বুকে জায়গা আছে
মনে ক'রে বনের ভিতর তারা
দৃশ্যের রোমাঞ্চ খুঁজে চলে গেলো মাতাল আত্মহারা।

BANGLADARSHAN.COM

তুলসীতলার অঙ্গনা সেই বিবর্তিতা প্রাঙ্গণা সেই নারী
এলো তোমার বুকের ভিতর, জায়গা নিতে, জানুর উপর
কবরী তার দিলো সে সঞ্চারি',
দেহ তো নয় মোমের ক্ষরণ, রেখেছে তার একটি চরণ
অন্ধকারে, আলোর শরীর পরিপূরক তারি।

ওপারে নীল হলুদ হলো, হলুদ শেষে অবিমিশ্র কালো,
প্রসারিত ভালোবাসা শেষে দুইবার করুণা ঠিক্‌রালো ;
নিরালা বন, বনের প্রান্ত ব'লে উঠলো : 'হে অশান্ত,
কাকে তুমি ভালোবাসার আলো
দিতে চাইছো ? তুমি যাকে ভালো ক'রে কখনো জানোনি
তাকে তুমি আলিঙ্গনে বাঁধলে কেন ? তোমার আলিঙ্গনই
পাবে যে সে জানতো না, আর সেই তিনটির একজনা তার
লক্ষ্যে ছিলো ভেবেছিলো সহজ হবে নীরব নির্বাচনী ;
কিন্তু সেজন তৃষ্ণাজীবী, অন্যব দুজন তার আদর্শে গড়া

জীবন-অন্যণ-করা ;
তোমার কাছে রেখে গেছে তারা যে-ফুল ঝরিয়েছে
তোমার সমবেদনা তার বিশল্যাকরণী।’

হঠাৎ শব্দ থেমে গেল, একটু জ্যোৎস্না পাতার জানালার
মধ্যর দিয়ে এসে পড়ল, তুমি দেখলে নগ্ন শরীর কার
শিশুর মতো প’ড়ে আছে, গভীর ঘুমের কারুকাজে
চোখের দুটি নম্র নদী, ভ্রূযুগে ভৃঙ্গার।

শিশুর চেয়ে আরো সহজ কি যেন কোন কাজল পরেছে সে
সারা শরীর যেন শুধু একটি নয়ন, তোমার চোখে এসে
একটু ঘুমের ঘর বেঁধেছে মাকে ছেড়ে সকল ত্যে জে
তোমার কাছে ঘুমোতে আজ এসেছে সে মানুষ ভালোবেসে॥

BANGLADARSHAN.COM

এক-জানালা-রাত্রি আমার

এক-জানালা-রাত্রি আমার কাটল কেমন ক'রে ;
মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে বৃষ্টি নামল তোড়ে।
বৃষ্টি নামল, ভীরু ধানখেত ভালোবাসার মতো,
আলের পথে আলের পথ আলিঙ্গনরত।

এক-জানালা-রাত্রি আমার কাটল কেমন ক'রে,
বৃষ্টি থামল, সাঁকোর তলায় এই পৃথিবী ক্রোড়ে
মা জননী ব'সে আছেন, চোখের সামনে খালি
শহরে কাজ নিতে পালায় বলাই বনমালী !

বলাই বনমালী সুবল শ্রীদাম সুদাম শেষে
রমেন নরেন পরেশ হলো শহর ভালোবেসে।
মধ্য মগ্রাম হালিশহর রামপ্রসাদী সোনা
চুরির ভয়ে আব্‌জে নিলো চব্বিশ পরগণা।
'মা গো, ভীষণ ঘুম পেয়েছে, আমায় রক্ষা করো,'
বলতে বলতে সামলে নিলাম, আকাশ জড়োসড়ো,
আকাশ আমার বুকের নিচে মাথা গুঁজবার আশায়
জড়ো হলো। কে আর তবু একভিড় লোক হাসায় ?
দু-হাত থেকে ছিটকে গেলো কাঁপা হাতের কুপি,
চোখ ধাঁধাঁনো আলো ছুঁড়লো কে এক বহুরূপী,
এক আলালের ঘরের দুলাল গাড়ির মধ্যেপ জেগে
বাংলাদেশের পাতা ছিঁড়লো ভূগোলের বই থেকে॥

BANGLADARSHAN.COM

মেঘের মাথুর

দুটি মেঘ ছিল দম্পতিচুম্বনে,
আর এই দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেলো :
জন্ম নিলেন ঈশ্বর নশ্বর !

একবার তাঁকে রাধার সঙ্গে দেখলাম
বাঁশরী ওষ্ঠে, কম্প্র অসমভঙ্গে,
তারপর তাঁকে পাহাড় ভাঙতে দেখলাম
কেউ নেই তাঁর অঙ্কে।

সব মানুষের পাপের পাহাড় কাঁধের উপরে তোলা,
নীল আকাশের স্তব্ধ যমুনা সপ্ততন্ত্রী খোলা
আর্ত আর্দ্র স্বর।

এক মেঘ থেকে আরেক মেঘের সাঁকো
গাঁথতে গেলেন, কিন্তু নিথর শূন্যে
মিলিয়ে গেলেন নশ্বর ঈশ্বর॥

BANGLADARSHAN.COM

আবার জীবন

এক হাজার বছর পর জান্‌লা খুলে দেখলাম আমার টগর গাছ স্থির
দাঁড়িয়ে আছে,
আমার কবর খোঁড়া হয়নি এখনো, কোনো কবর ছিলো যে ব'লে
মনে তো হলো না ;
ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটা এক অমিত উদ্যান খুঁজে পথ ভেঙে আল ভেঙে
পথ হেঁটে যাচ্ছে,
আর কী যে রোদ কী যে রোদ্দুর কী যে রৌদ্র, মাঠের উপর মগ্ন
ঘাসের ঘটনা।
সকাল হবার আগে সকাল হয়েছে ব'লে অন্ধ স্বামীটির চোখে ঠোঁট রেখে-রেখে
হাত ধ'রে-ধ'রে তাকে চৌকাঠের বাইরে এনে একটুক্ষণের জন্য
আল্‌গা দিয়ে শেষে
ঘরে নিয়ে গেলো। ওকে দৃশদ্‌বতী নদী বলে ডেকে উঠলাম দূর থেকে।
ভগবান, আমাকেও আবার কবিতা লিখতে বসতে হলো তোমার আদেশে॥

BANGLADARSHAN.COM

জলস্থল

স্মৃতির চন্দনা ডাকে, আমি তীরে ব'সে, কিন্তু নদী
কখন গিয়েছে ঘুরে, পিয়ালের মতো ছায়া মেলে
অধর বিছাই জলে, কিন্তু শাদা মেঘের তপতী
ভালো ক'রে বুঝেছে যে তুমি যে হঠাৎ স'রে গেলে
জলের আভাস থেকে মাটির আড়ালে, সব গতি-
যেখানে নীরব, সব অগভীর চপল দরদী
প্রেমিক যেখানে ব্যির্থ সমবায়ী স্বর্ণদীপ জ্বেলে।

২

স্মৃতির চন্দনা ডাকে, দুই হাতে জলের মেখলা
আঁকড়ে ধ'রে কেঁদে উঠি ; এ আয়ুর অরণ্যে। রোদন :
এবার সমাপ্ত হলো আমার সমস্ত আয়োজন,
আর তুমি আমার নও, মগ্ন অরূপের কারুকলা
এবার নূতন রেখা এঁকে দেবে তোমার চিবুকে,
ঈশ্বর তাহলে বুঝি এইবার তোমার শিশুকে
অস্বীকার ক'রে ফের অনার্তবা হিরণ্যাভরণ
দেবেন তোমার অঙ্গে ; চেয়েছিলে অপরিবর্তন,
অটুট প্রেমের অভ্রে উদ্ভাসিত তোমার আনন-
আর নয় ম্রিয়মান নশ্বরের সঙ্গে পথ চলা,
স্রোতের ঘূর্ণিতে নয়, সুবিনীত আত্মার ঝিনুকে।

৩

স্মৃতির চন্দনা ডাকে, অক্ষয়বটের বুক থেকে
কোন ফাঁকে স'রে গেছে উত্তেজিত শ্যামকণ্ঠ পাখি ;
চিন্ময় মেঘের দাবি সঞ্চারিত অসহিষ্ণু মেঘে,
কঠিন মাটির হাড়ে অতীন্দ্রিয় উপরচালাকি
দিয়ে জিতে গেলো জল। জল তার শীতল পাখায়
ব'য়ে নিয়ে গেলো সব ; স্বপ্ন আর স্বপ্নের উদ্বেগে

BANGLADARSHAN.COM

জাগরী যন্ত্রণা যতো, খড়ের বালিশে মুখ রেখে
তৃপ্তির বিষাদ যতো, জলের পাখায় লুপ্তপ্রায়,
প্রতিজ্ঞার ফাঁকে ফাঁকে অপরূপ পাপের জোনাকি
অন্ধকারে ডুবে যায় ; কারা এসেছিলো ? কারা যায় ?
দেখেছো, প্রপিতামহ ঈশ্বর কি ভীষণ একাকী !

BANGLADARSHAN.COM

মঞ্চ থেকে

মঞ্চ থেকে মৃতদেহ সরিয়ে দাও
সরাও সরাও বীভৎস ঐ সামঞ্জস্য,
জানতে চাই না ক'জন কৃষক মরে গেছে
আমরা চাই অসামান্যস্বর্ণশস্য।

যে-মাঠে নেই ফসল, কিন্তু সবুজ গাছে
প্রাক্তনী সব কুহকিনী অটুট আছে
তাদেরো চাই, তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত
যেসব পুরুষ তাদেরো চাই এবং যতো
মরুভূমির বালির ভিতর চিরকিশোর
ভ্রূণরুদ্ধ, আমরা যাবো সবার ভিতর।

আমরা যাবো ধারাবাহিক পায়ে-পায়ে
পিতৃকল্প পাহাড়ে, ফের পাশের গাঁয়ে
মন্দিরে ক্ষীণ পুরোহিতের শরীর খুঁড়ে
লুপ্ত প্রেমিক খুঁজে আনবো, পূজারিনী
বসবে আবার পুরোহিতের হৃদয় জুড়ে ;
গাঁয়ের যত শাদা ডাইনী হলুদ ডাইনী
শান্ত হবে, ক্ষমাশুক্লা বিধবাদের
শুভ্র হৃদয় পরবে তারা, প্রথম চাঁদের
অকলঙ্ক প্রভাব নিয়ে এ-অন্ধকার
মুছবে তারা, পাহাড় চূড়ায় ঘুরে-ঘুরে
বলবে তারা 'কী অন্ধকার ? কে অন্ধকার ?'
গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে সাগরে আর
হ্রদের স্বচ্ছ সফলতার অন্তর্লীন
অন্তবিহীন যে-অন্ধকার, যে-অন্ধকার
তরুণ প্রেমিক বহন করে সমস্ত দিন ;
মধ্য দিনের, মধ্য রাতের সিংহদ্বার
খুলতে হবে, তা নাহলে আমার শরীর

BANGLADARSHAN.COM

তোমার শরীর সবার শরীর মাটির নিচে
মাটি হবে, প্রতিষ্ঠিত নীলাদ্রি যে
মেরুদণ্ড ভুলে গিয়ে আবার মাটির
নিচে গিয়ে সাপের মতো পিছল হবে,
সহজ সাপের কুটিলতায় হঠাৎ তবে
বাসুকি তার কঠিন ভিত্তি ভুলবে নিজে,
শক্ত ক'রে ধরতে হবে ভীরু পাহাড়।

রাত্রি দুটো বাজবে যখন, প্রথম অঙ্কে
নীলা, তুমি আমায় নিয়ে তোমার সঙ্গে
তোমার বাসরঘরে যাবে, তুমি যখন
ঘুমে বিবশ হয়ে পড়বে, তোমার কাঁকন
প্রতীক নিয়ে চ'লে যাবার আগে তোমায়
দিয়ে যাবো সুবিশ্বাসী দেবতাদের
দেবালয়ে। রাত তিনটের ঘণ্টা বাজলে
দ্বিতীয়াঙ্কে, অরুণাক্ষ, তোমায় আগলে
নিয়ে যাবো, তুমি আমার রুগ্ন বন্ধু,
এই জীবনে অনেক মৃত্যু অনেক জন্তু-
সবার থেকে তোমার দেহ রক্ষা করবো
এবং তোমায় আরো একটি মন্দিরে ফের
রেখে যাবো। দ্বিতীয়াঙ্কের শেষের দৃ শ্যে
আমি ভীষণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়বো।
তৃতীয়াঙ্ক সে যেন এক একাঙ্কিকা :
পাথরতলে আমার কোলে আমার নিঃস্ব
নগ্নশরীর, আলোর ছায়ায় আমার শিখা ;
শেষের অঙ্কে আমার শিখায় ছায়া আমার
দগ্ধ হবে, আমার শরীর থাকবে না আর।
কিন্তু তখন জেগে উঠবে সব নায়িকা,
পার্শ্বগামী চরিত্রদের পুরুষ ক'রে
তুলবে তারা, এই সমস্ত বালির পাহাড়

BANGLADARSHAN.COM

পিতৃকল্প পাহাড় হবে, পাহাড় ধ’রে
আমরা যাবো জলের মতো পায়ে পায়ে
পাশের গাঁয়ে, পাশের গাঁয়ে, পাশের গাঁয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

দৃশ্য-কাব্য

রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে
শরীর বিলিয়ে, বিধাতার চেয়ে শক্তিতে কিছু কম,
মানবিকতায় কিছু বেশী, তাই কিছু-কিছু বিভ্রম ;
আয়ুর শরতে রঘুবংশের দিলীপ আমার রাজা,
সূর্যের কাছে শুধু আমৃত্যু দেহত্যা গেই বাঁচা ;
মাঝে-মাঝে তবু সিঁড়ি ভেঙে নামি রুগ্ন হৃদয় নিয়ে,
রুগ্ন রূপকে ছায়া-নট সাজি : মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

আত্মহত্যাক করতে গিয়েও বারবার ফিরে আসা
নিজের বাড়িতে, নিজের বাড়ির ছাতে
চামেলি-মেঘেরা-চৌকাঠ গড়ে মৃদুল সবল হাতে,
পুরুষ কবিকে সংহত দেখে ভয় পেয়ে যায় যম,
দেয়ালে নিজের বিশেষ রক্ত : আ মরি বাংলা ভাষা।

BANGLADARSHAN.COM

রবীন্দ্রনাথ মৌলি পাহাড়, জলপ্রপাত আমি ;
দুঃখ তো আর বলি না ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কবিতায় বাঁচে প্রজ্ঞাশাসিত অসুস্থ পাগলামি,
রোদ্দুরে যাই, রোদ্দুরে যাই মিলিয়ে॥

শাদা মেঘ দাবি করে

শাদা মেঘ দাবি করে : একমাত্র আমাকেই দ্যাখো,
খুব ভালো ক'রে বোঝো আমি ছাড়া কেউ নেই তোমার,
বিমল রক্তের নিচে প্রতিশ্রুতি রাখো যে কখনো
একদিক দেখবে না, দুই দিক তিন দিক দেখবে-
কারণ সত্যের মুখ নিরপেক্ষ, আদিগন্ত, আর
তার বিকিরণ লেগে সৌন্দর্যের মুখ অপরূপ।

শাদা মেঘ দাবি করে : আমাকেই একমাত্র দ্যাখো,
শঙ্করাচার্যের কাছে রামানুজ আচার্যের কাছে
গিয়ে ফের পরক্ষণে ফিরে এসো। অভিজ্ঞতার
সব কালি মুছে দিয়ে কবিতা লিখতে জানি আমি ;
কবিতা লিখতে আর কোনো কবি জানে না, জানে না,
তারা হয় সত্যআ বলে নয়তো সুন্দর ক'রে বলে,
সত্য ও সুন্দর তারা একশব্দে বলতে পারে না।

BANGLADARSHAN.COM

শাদা মেঘ দাবি করে : শব্দ সব, শব্দই সোপান,
বাষ্পিত পুষ্পের স্তর পার হয়ে পার হয়ে সবাই
পরিণত অম্বুবাহ হয়ে যায়, প্রৌঢ় হয়ে যায়,
কারণ প্রৌঢ়তা মানে পরিণতি। দায়িত্ববিহীন
বালক বা স্থবিরের শ্লথ ব্য বহারে সুকুমারী
শব্দ মুখ ঢেকে থাকে। শব্দ নারী। নারী চিরন্তনী,
সাময়িক যুবকের অমোঘ ঝঙ্কারে সেই নারী
হঠাৎ দয়িতা হয়, সুর তার সমস্ত শরীর,
স্পর্শাতীত, অতীন্দ্রিয় : শব্দেরও ইন্দ্রিয় স্পর্শাতীত,
অতীন্দ্রিয়। পৃথিবীর অন্তর্নিহিত অরণ্যে র
সমুদ্রের স্তরে-স্তরে শহরের শহরতলির
ঘরে-ঘরে আঞ্চলিক সরস্বতী মনসামঙ্গলে
পূর্ববঙ্গগীতিকায় ; প্রেমিকের বুকের শিকড়ে
বধূর মুখের পাশে সম্মিলিত নারীর গুঞ্জনে

মাতাল বন্ধুর স্পষ্ট শুভেচ্ছার অস্পষ্ট সংলাপে
ঢেউ-লেগে-শক্ত-হওয়া বিরহীর ডাকবাংলোয়
আর ঘাস-ওঠা মাঠে সরস্বতীর পরিশ্রমে
ক্লিষ্ট পৃথিবীর ধাতু গ'লে যায়, পৃথিবীর মাটি
শব্দ হয়ে যায়, শব্দ জুঁই শাদা মেঘ হয়ে আসে॥

BANGLADARSHAN.COM

একটি কথার মৃত্যু বার্ষিকীতে

তুমি যে বলেছিলে গোধূলি হলে
সহজ হবে তুমি আমার মতো,
নৌকো হবে সব পথের কাঁটা,
কীর্তিনাশা পথে নমিতা নদী !
গোধূলি হলো।

তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে
মুখোশ খুলে দেবে বিভোর বিভা
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে !
রাত্রি হলো॥

BANGLADARSHAN.COM

বুলান মণ্ডল, বৃষ্টি

বুলান মণ্ডল, বৃষ্টি এলো,
বুলান মণ্ডল, তুমি কী ধান আমায় মেপে দেবে,
আমন না রূপশালী ?
ঝড়ে এলোমেলো

একটি উঠান থেকে আরেক উঠানে
ছুটে-ছুটে ভিজে যায় ঘরনী তোমার, মাটি লেপে
রং দিতে গিয়েছিল ঘরনী তোমার, তার মানে
সুখের শিহরগুলি চেয়েছিল ছবি ক'রে নিতে,
এখন বৃষ্টিতে একা ভিজে একাকার, এক-আষাঢ়
এক-আয়ু অকৃতার্থতার
রং শুধু লেগে আছে ছবির মাঝখানে, তর্জনীতে।

BANGLADARSHAN.COM

ঐ দ্যাখো, ভেঙে গেলো ও-কার বাড়ি লাল টালি :
বুলান মণ্ডল, তুমি এখনো কি ধান
মেপে দেবে ? এখন কী ধান
দিতে চাও ? আমন ফুরিয়ে গেছে, আছে রূপশালী !
না হয় মজুত আছে রূপশালী, কিন্তু অফুরান
যাকে তুমি মনে করো, সারাটা সকালই
সে যদি বৃষ্টিতে ভেজে, তবে
বাড়ি গিয়ে কি জানি দেখবে !

দেরি নয়, আমার দু-হাত ধ'রে তোর বাড়ি চল্,
আমারো অনেক ধান হাতে ছিলো, বুলান মণ্ডল !

কুয়োতলায়

আরবার তুমি দাঁড়াবে কুয়োতলায় ?
শহরে যাবে না
বাজি পোড়ানো দেখবে না,
বিদেশী কবির
কৌতূহলের শখ মেটাবে না।

কে যে আমায় এখনো কথা বলায়,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
ভীষণ মাঘে একান্তে
প্রখর জ্যৈষ্ঠেও
হরবোলার কর্তব্যে র ভান।

সকলি বাঁধা অটুট শৃঙ্খলায়,
একটাও খড়কুটো
নড়াতে আমি পারবো না,
একটিও চড়ুই
অধীন করা আমার সাধ্য নয় !

বুক যদিও পাহাড়, তাকে টলায়
আজানু প্রার্থনা-
অল্পকথাও ভাঙতে পারে
পাহাড় দিয়ে পাহাড়,
আর-একবার দাঁড়াবে কুয়োতলায় ?

BANGLADARSHAN.COM

বাল্মীকির ব্রতে

নিশ্চিন্ত গহনে
তুমি স্থির থাকো
সর্পিল শিকড়ে
আগাছা-পরগাছা
স্তরে-স্তরে, তবু
তুমি স্থির থাকো
নিশ্চিত গহনে।

চুম্বনের আগে
চুম্বনের পরে
যে-শূন্যে র জ্বালা,
যে-শূন্যে র জ্বালা
জন্মের জীবনে
জন্মের মরণে ;
স্বরবৃত্ত আর
ত্রিপদীর ফাঁকে
যে-শূন্যে র জ্বালা,
সম্পূর্ণ কলসে
জলের দর্পণে
যে-শূন্য নিরালা,
সমস্ত তোমার
দেশজ ভাণ্ডার,
তুমি দয়া ক'রে
বাইরে যেয়ো না।

বাইরে যেয়ো না
বুঝে নিতে শেখো
নিজের বল্কলে
বৃষ্টিজলকণা

BANGLADARSHAN.COM

মুহূর্ত মুহূর্ত
বছর বছর
মুহূর্ত বছর
সমুদ্রের জলে
বৃষ্টিজলকণা
ফুরায় ঘটনা
বাল্মীকির ব্রত
শেষ তো হয় না
সমুদ্রের জল
বৃষ্টিজলকণা॥

BANGLADARSHAN.COM

তিনভাগ জলের আগুনে

জলে গিয়ে নেমেছিলে, তুমি তার কূলহারা স্মৃতি
একভাগ স্থলের শরীরে
সযত্নে প্রয়োগ করো, শান্ত অবরোহণের রীতি
আর সেই উঠে-আসা তীরে।

অনেক জ্বেলেছো তুমি সম্মেলক মঙ্গলপ্রদীপ ;
বঁধুর নয়ন থেকে আলো
ঋণ ক'রে কয়েকটি অন্ধকার শীর্ণ অন্তরীপ
কল্পনার মতো ব্যা প্ত ভালো

ক'রে দিতে গেছো, কিন্তু কুরঙ্গের কপট আহবান ;
ঘরে ফিরে শূন্যে ঘর, সীতা
দস্যুর কবলে শূন্যে, বিদ্যুৎরুচিরা ম্রিয়মাণ :
কলঙ্কিত মেঘের আশ্রিতা।

BANGLADARSHAN.COM

অঙ্গন তোমার নয়, সসাগরা এই বসুন্ধরা
তোমার কিছু না, এই ঘর
তোমার সান্ত্বনা কিন্তু বাসা নয়, বিদীর্ণ বাসর।
বিরহ তোমার তৃপ্তজরা

দেবে ব'লে বারান্দায় প্রতিবেশিনীর মতো ব'সে,
সঙ্গে আরো শুভ অনুধ্যায়ী ;
নাছ-দুয়ার খুলে তুমি পুরোনো আঙ্গিক অনুযায়ী
পালিয়ে যেয়ো না, ক্ষিপ্ত রোষে

অনপরাধীরে দোষী কোরো না কোরো অন্ধভাবে,
বারান্দায় অনেক অতিথি,
অভ্যনর্থনা করো, তারা সবাই যখন ফিরে যাবে
তুমি একা সঞ্চয়িতা স্মৃতি

ভেঙে ভেঙে মূর্তি গড়ো, তুমি যাকে একটি সন্তান
দেবে বলেছিলে- সে তো দূর,
যেটুকু দিনান্ত বাকি, গড়ো শুধু খেল্‌না দিনমান
অলীক সে অজাত শিশুর॥

BANGLADARSHAN.COM

পিতৃপুরুষ

শান্ত সংকল্পঃ সুমনা যথা স্যাদ্ বীতমন্যুর্মগৌতমো মাভি মৃত্যো ।
-কঠোপনিষৎ। প্রথম বল্লী

এখনো দেখতে পাই রোজ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে ;
গোল পার্কের পথে যেতে গিয়ে সেই বারান্দায়
এখনো দেখতে পাই রোজ বিধুশেখর শাস্ত্রীকে,
সকাল আটটার রৌদ্র তাঁর পায়ে শিক্ষার্থীর মতো,
আজ তিনি উদাসীন সেই দিকে, একমাত্র নিজের
বুকের ভিতরে দৃষ্টি, অরণ্যেমর্নিহিতো জাতবেদা,
জিজ্ঞাসার সমাধানে গর্ভ ইব সুভৃতো গর্ভিণী
প্রচ্ছন্ন আগুন তাই শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে ;
তাঁর মুখে ছায়া কেন ? মৃত্যু কি নিজেই নচিকেতা
হয়ে তাঁকে জীবন বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করবে ?
সকাল দশটার রৌদ্র মূর্খ ছাত্রের মতো তাঁকে
অপমান করে, তিনি ঘরে ফিরে যান, মাতালের
আর্দ্র চটুলতা থেকে আশ্রমে পালান, আর আমি
স্পষ্ট বুঝতে পারি আমি এক সুভদ্র মাতাল।

আর মাঝে-মাঝে আমি কবীর রোডের রাস্তা বেয়ে
যেতে-যেতে রুগ্ন ক্ষিতিমোহন সেনকে দেখতে পাই,
বয়সবিবর্ণ তাঁর সেই কান্তি, তবু সেই মুখ
পুরোনো বটের সদ্য পাতার মতন ফুটে ওঠে,
সেই চোখ চিরন্তন অপীড়িত শান্ত শালবনে
হাওয়ায় রুদ্রাক্ষ গোনে প্রজ্ঞার ব্যেথায় কেঁদে ওঠে ;
ভাবাসঙ্গে মনে আসে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে
ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে তাঁর মন্ত্র প্রত্যুচ্চারিত :
পিতা নো বোধির স্থির সম্বোধনে ঈশ্বরের মুখ
অনুমান করা যায়। চৈতন্যেদ্বের অভিমানে
যীশুর আনন্দঘন বেদনায় বুদ্ধের নিয়মে

BANGLADARSHAN.COM

কবীর নানক দাদু তুলসীদাসের পরিশ্রমে
বহতা নির্মলা নদী। একবার, দুবার, তিনবার
আঙুল ডুবিয়ে জল ঘোলা করবার চেষ্টা করি॥

BANGLADARSHAN.COM

মাধুকরী

গেলো আমার ছবি-আঁকার সাজসরঞ্জাম,
কোথায় পটভূমি কোথায় প'ড়ে রইলো তুলি,
তুমি আঁকলে ছবি আবার তুমি রাখলে নাম,
ফকিরি সাজ নেওয়ার ছলে ভরে নিলাম ঝুলি,
শুধু নিলাম সব মাধুরী, দিতে পারলাম না।

আকাশ, আমার ক্ষমা, আমার অসীম নীহারিকা ;
প্রিয়া, আমার ক্ষমা, আমার নিরালা অঙ্গনা ;
মাগো, আমার ক্ষমা, আমার প্রদীপ অনিমিখা ;
মর্ত্যিভূমি ভরা আমার আনন্দবেদনা ;
নিয়ে গেলাম সব মাধুরী, দিতে পারলাম না॥

BANGLADARSHAN.COM

উৎসর্গ

এই মুহূর্তে যে-মানুষটি চলে যাচ্ছে আমি তাকে মন্ত্রের ভিতরে তুলে নিলাম।
তুমি এক থেকে দশ গোনো আমি তারি মধ্যে দেবো তার মাথায় মুকুট,
সূর্যের সম্মান, লক্ষ কাশফুল, আপন অস্তিত্ব থেকে প্রাত্য হিকতার অন্ন,
যে-জ্যো ৎস্না কখনো পায়নি কারো থেকে, ছেয়ে দেবো ম্রিয়মান শিরায়-শিরায়,
ছন্নছাড়া- দেবো ওর চলনবলনে ছন্দ যা থেকে কখনো কেউ ফিরতে পারে না
মৃত্যুড়সমতলে ; ক্ষমা, তা-ও দেবো, যেহেতু কখনো ক্ষমা পায়নি কখনো
তাদের কাছেও যারা ওকে শুষে নিয়েছিল বছর-বছর ;
বুঝেছি, ভেবেছো আমি ওকে শুধু নির্বস্তুক গরিমা দিয়েই ধাপ্পা দেবো ;
কেন তুমি একথা বোঝোনি আমি সবশেষে দেবো তোমাকেই
ওর খিন্ন হাতে তুলে, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তোমাকেই,
মন্ত্রের ভিতরে আমি তোমাদের দারুণ আরামে রেখে মন্ত্রের বাহিরে
শীতের উঠোনে কাঁপবো, ডেকো, ওকে ভয় করলে, সুন্দরের দরকার পড়লে॥

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বরের প্রতি

যেদিকে ফেরাও উট, যত দূরে-দূরে তুমি কীর্ণ করো তাঁবু,
মানুষের বুকের পালক নিয়ে হরেকরকম পাখি তোমার আকাশে
ওড়াও যতই, কিংবা এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গিয়ে
পরীদের খাদ্যের সংস্থান করো, প্রসন্ন হবার মন্ত্র জানো ;

যেদিকে ফেরাও তব অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ের বিবিধ কৌশল ;
যদি প'ড়ে থাকি নিষ্কাশিত-আশা খড়, ব্যাপ্ত বালির শয্যার ;
যতই রাঙাও একচক্ষু সূর্য একচক্ষু চাঁদ,
নিয়তির নীলাকাশে কৃষ্ণপতাকার রাত্রি উত্তোলন করো ;

যে-ধারেই ফেলে রাখো আমার শরীর- পুবে, পশ্চিমে, শ্মশানে ;
কেটে দিতে চাও উল্কি ডান হাতে, জোর ক'রে দীক্ষা দিতে চাও-
অথবা উচিত শিক্ষা দেবে ব'লে পাপী করো পরিতাপী করো ;
প্রেমিকের স্বাভাবিক গভীরতা নষ্ট করতে ব্রতী হও ;

BANGLADARSHAN.COM

মানুষের ঘরনীকে মধ্য রাতে টেনে নিয়ে তোমার মন্দিরে
যতই লেখাও আরো থেরীগাথা, সিঁথি 'পরে কারো অবৈধতা,
যেদিকে ফেরাও উট, এই দ্যাখো করপুটে একটি গণ্ডূষ
বিশ্বাসের জল, তুমি পান করো, আমি জল না খেয়ে মরবো॥

পথের মন্ত্র

আমরা
পান্থশালার বারান্দায়
বসবো না।

সূর্য
অরুণ বরুণ নিয়ে যখন
দিনান্ত ;

চন্দ্র
কিরণমালা নিয়ে যখন
নিভন্ত ;

আমরা
পান্থশালার বারান্দায়
বসবো না॥

BANGLADARSHAN.COM

আমরা
দ্বিতীয় চুম্বনের আশায়
থাকবো না।

খুললো
মেঘের দুয়ার, ঐ আমাদের
সিংহাসন ;

নামলো
বোশেখি ঝড়, বৃষ্টি ভেজায়
সিংহাসন ;

আমরা
দ্বিতীয় চুম্বনের আশায়
থাকবো না॥

চৌকাঠ পেরিয়ে

একবার মাঠে গিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে, একবার
বারান্দায় যেতে-যেতে নিভন্ত সূর্যকে উশ্‌কে দিয়ে
চৌকাঠ পেরিয়ে এসে উদ্বেলিত নাটকীয়তার
মধ্যে খেলা শেষ করো। অধিক বৎসর বেঁচে লাভ ?
কখনো বঁধুর কানে রোজ রাত্রে একই গোলাপ
আবৃত্তি কোরো না। শুধু মস্ত বড়ো বাগান বানিয়ে
খরগোশ আদর ক'রে ছেড়ে যাও আপন সংসার॥

BANGLADARSHAN.COM

দুর্বলতা

রেললাইনের ওপার থেকে একটি শিশু এসে
একটি শিশু আমাকে রোজ সঙ্গে ক'রে নিয়ে
ক্যা ম্পে চ'লে যায় ;
প্রথম ছাউনি পরের ছাউনি তারি সঙ্গে লাগা
আকাশসর্বস্ব ছাউনিটাতে
হিড়হিড় ক'রে সে আমায় আমন্ত্রণ ক'রে
ঢুকে গিয়ে সকল-শুভ্র জননীটির কাছে
বলে : "মাগো, দ্যাখো দ্যাখো কাকে আজ এনেছি,
আর আমাকে বকতেই পারবে না।"

BANGLADARSHAN.COM

একটি ফুলের প্রদর্শনীতে

প্রদর্শনীতে একটিই ফুল রাখা হয়েছে ;
সবাই দেখছে জিনিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা-
কেউ ডালিয়ার ব্যা সার্ধ মেপে প্রতিযোগিতার
স্বাস্থ্যোরচ্ছল বালকগোলাপ দেখে বেড়াচ্ছে, কারো
চোখের উপর গুচ্ছ-গুচ্ছ মাধবী খেলে বেড়াচ্ছে ;
কিন্তু এরা তো কেউ জানলো না এই
প্রদর্শনীতে একটিই ফুল।

নমুনা-শিকারী যারা আকর্ণ
দীঘললোচন তাদের মধ্যে
বিশেষজ্ঞেরা আঘ্রাণ আর সন্দর্শনে
কোন্‌টি জরুরি ফুলের মূল্যা য়নে
ইত্যা দি নিয়ে পর্যালোচনে মত্ত তা সত্ত্বেও
প্রদর্শনীতে একটি ফুল।

BANGLADARSHAN.COM

সে কথা এড়িয়ে প্রকাশ্য থেকে প্রকাশ্যতর
কুজ্ঝটিকায় ভাসছে
জ্ঞাতনাম্নীরা সুযোগ নিচ্ছে একটা ফুলকে
এক-একটা ফুল বানিয়ে দু'হাতে ছানছে দলছে
মেরি-গো-রাউণ্ডে প্রতিটি ঘোড়ায় দু'জন ক'রে
দু'জন-দু'জন খেলছে।

বীতশ্রদ্ধ প্রদর্শনীতে একটিই ফুল হাতে-হাতে ঘুরে
অজ্ঞাত এক অন্ধ মেয়েকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে॥

সারা শহরে কুয়াশা

সারা শহরে কুয়াশা
মস্ত বড়ো ছাউনি ফেলে
কেড়ে নিলো আমার ভাষা,
আমায় তুমি স্তব্ধ থাকতে দাওনি,
আমার হাতে কলম দিলে, প্রদীপ জ্বেলে।

পাঁচমাত্রার ছন্দে
যেই আমি কুয়াশা
ধরতে গেলাম, বাণীবিহীন মন্ত্রে
ছ'মাত্রা কুয়াশা এসে ছিঁড়লো আমার ছাউনি॥

BANGLADARSHAN.COM

শীতের আকন্দ

শীতের আকন্দ
ফুটি-ফুটি ;
ফুটে উঠলো দুটি
শীতের আকন্দ।
এবার, এইবার
দুঃখ দাও, রাত্রি দাও,
ঠাণ্ডা।
নিজের নামের বানানটা
ভোলাও, ভোলাও,
দাও ভেঙে বারান্দা ;
তবু আমার আনন্দ, আমার
আনন্দ॥

BANGLADARSHAN.COM

যে-রাখাল দূরদেশী

রাখালিয়া গীতি হাতে নিয়ে ভার্জিল
সারা বিশ্বেরে শোনালেন সেই গান,
যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের সম্মান,
রাখালের হাতে গীতিকবিতার মিল।

গোধূলি ঘনায়, মিলনে বিরহ জাগে,
সেই তো ধরণী শোণিতে আবহমান ;
কে তবু বললো ট্রামে উঠবার আগে :
“এবার কিন্তু আঙ্গিক বদ্‌লান।”

তবে শোনো, এই নগরীর সন্তান
আমিও, অথচ যে-রাখাল দূরদেশী,
আমি তার কাছে সঁপেছি মনপ্রাণ,
কেননা শহরে পাঠভেদ বড়ো বেশি॥

BANGLADARSHAN.COM

নাগরিক

কার্পেটে ঢাকো রক্তের মোজেইক,
সে যেন মাড়িয়ে যায়,
দেখতে দিস্‌নে রক্তের কারুকাজ।

ঘরে বধূ নেই, বুড়ি মহুয়ার গাছ
পুবের বারান্দায়
কেঁদে মরে যায়, ঘর ভেঙে যাবে ঠিক।

জীবনে তোমার যত ছায় বল্মীক,
গভীর জলের মাছ
বাল্মীকি এসে ততই কথা সাজায়।

বুকের ভিতরে লুকাও গন্ধরাজ
শিল্প যাকে বাঁচায়,
সব চেয়ে ভালো সুভদ্র নাগরিক॥

BANGLADARSHAN.COM

দুঃখ

তবু কি আমার কথা বুঝেছিলে, বেনেবউ পাখি ?
যদি বুঝতে পারতে
নারী হ'তে।

আমাকে বুঝতে পারা এতই সহজ ?
কারুকেই বোঝা যায় নাকি !

শুধু ব'হে যায় বেলা, ঈশ্বর নিখোঁজ ;
কিংবা বুঝি এ-দুঃখ পোশাকি,
না-হ'লে কী ক'রে আজো বেঁচে আছি রোজ,
বেনেবউ পাখি !

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়ার ভিতর

তোমার নামে যে-মেয়েটির নাম
আজ নিশীথে কপালে তার স্পষ্ট এঁকেছিলাম
চুম্বনের শুক্লা জয়টিকা।
‘এঁকেছিলাম’ বললাম, কেননা,
এরি মধ্যে সে-জয়টিকা অপসারিত
হাওয়ার ভিতর, তার পরাজয় অবধারিত।

বহির্দ্বারে তোমার বেবি ট্যাক্সি উঠলো বেজে,
শুনে আচম্বিতে তোমার প্রতিনায়িকা
হাওয়ার ভিতর সঞ্চারিত, কিন্তু ঘরের চতুষ্কোণী মেঝে
থেকে ঘরের চৌখস আকাশ
তার পরিচয় ব্যা প্ত করে, যেমন সারেঙ্গিতে
সাগিরুদ্দিন ধ’রে রাখেন লুপ্ত স্বরাভাস।

BANGLADARSHAN.COM

জল, ভূমণ্ডল, আত্মা-

“আত্মার বয়স কতো, মাঝিভাই ?” মধ্য রাতে উঠে,
রমেন জিজ্ঞাসা করে : “তুমি কি কখনো করপুটে
আত্মা রেখে তার উত্তাপ গ্রহণ করেছো ? বলো তার
বাহির শীতল কেন ? যেমন এ-নদীর কিনার,
নিঃসাড়, সহস্র দুঃখে রা কাড়ে না, তেমনি আত্মার
নম্র প্রচ্ছদপট ? সে-মলাট যদি যেতো টুটে
তবে কি রবীন্দ্রনাথ মরতেন না শমী-র মৃত্যু তে ?”

BANGLADARSHAN.COM

নারীশ্বরী

আত্মনিহত দুটি মৃতদেহ
রাঢ়ভগবতীপুরে
দুপুরবেলায় পৌঁছিয়ে গেলো
নদীর উজান ঘুরে।
একটি পুরুষ, তার চোখে তবু আক্রোশ, রুক্ষতা :
অন্য টি নারী, তার চোখেমুখে অটুট স্বর্ণলতা॥

BANGLADARSHAN.COM

ঘৃণা

তবু পুব হাওয়া না বুঝে তর্ক করে,
বোঝে না আমার উপায় ছিল না কোনো,
বোঝে না আমি যে নমিতার শেষ ঘরে
গিয়েও পারিনি দায়িত্ব নিতে, ঝড়ে
বল্লরীবাহু এবং আচ্ছাদনও
মেলেছিল, তবু নিরাপদ অন্তরে
চুম্বন করেছিলাম রক্তব্রণ।

কেননা, নমিতা প্রথম কক্ষে শুধু
উপাসনা নিতে রাজী হয়েছিলো, পূজা
তাকে করেছিলো দিগ্বধূ অতিসুদূর ;
অবশেষে কেন তিমিরে সে দশভুজা
হতে গেলো ? কেন ভুজমৃণালের উজান
কাঁপা সরসিজে ব্যাপ্ত, ওষ্ঠাধরে ?
জ্ঞানশূন্যজতা করলো নিজ অনুজা
প্রথম ঘরের নমিতাকে শেষ ঘরে॥

BANGLADARSHAN.COM

সে

এক চিল্‌তে রৌদ্র বেয়ে সে কিছু বলতে এসেছিল ;
তাকে দেখে পাড়াসুদ্ধু ঢি-ঢি পড়ে গেল, আগে যার
নিশ্বাসের চন্দনে পাড়ার
আবালবনিতাবৃদ্ধ শোভনতা শিখে নিত, তারা
তাকে দেখে ছি-ছি করছে : “কী লো
কেমন আছিস্‌ তুই ?” এই ব’লে একমুঠো ছাই
ছিটোয় নবোঢ়াবৃন্দ তার মুখে ; এক চিল্‌তে রৌদ্রের চৌকাঠে
লাথি মেরে পাড়ার প্রবীণতম ব্যিবসায়ী- টাকার পাহাড়-
বলে : “এক চিল্‌তে রৌদ্র, আমাকে দিয়ে দে মেয়েটাকে,
রাত্রে কাছে-কাছে রাখবো, আমি ওর স্ত্রী-শিক্ষার খাতে
ভালোই বরাদ্দ করবো”- কথা শেষ না হতেই কাঁখে
সুখ্যাবতির বড়ো-বড়ো কল্‌সি নিয়ে- হিন্দি ফিল্মে যথা-
ভাড়া-করা স্ত্রীলোকেরা কাছে এসে তার দেহ থেকে
অনর্গল জল ভরতে চেষ্টা করে- আর অকস্মাৎ
যতেক অজাতশ্মশ্রু ছেলে-ছোকরা সন্নিকটে গিয়ে
মেয়েটির নাক মুখ চোখ বুক হাত
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখতে চায়, এক চিল্‌তে রোদে
সামাজিক সমর্থনে সিঁধ কাটবার চেষ্টা করে ;
পৈতৃক ভোজনালয়ে তৃপ্ত যতো যুবক-বাহিনী
নিজেদেরই আঙুল কামড়ে ছেঁড়ে অক্ষম আক্রোশে ;
‘মহিলা-পকেটমার’- তাকে লক্ষ্য ক’রে ভিড় থেকে
ব’লে উঠল আপাতজননীজাত একটি সন্তান ;
বয়োভারনত পিতা যেরকম শেষবারের মতো
হাটের ভিতরে খোঁজে-যথার্থ মানুষ, অবশেষে
না পেয়ে মেয়েকে নিয়ে ক্ষতস্থানে চ’লে গিয়ে বাঁচে,
সেইমতো মেয়েটিকে বুকে নিয়ে এক চিল্‌তে রোদ
আমার সকাশে এসে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

এক বেশ্যা অনায়াসে ভিতরমন্দিরে ঢুকে যায়

বুদ্ধমন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে
এক বেশ্যা ঢুকে যায় পিছন-দুয়ার ঠেলে
দাঁড়ায় বুদ্ধের ঠিক পাশে ;
দুটি দেবদারু দেয় দ্বারপ্রান্তে সযত্ন পাহারা
কেউ যেন বুঝতে না পায়,
শ্রমণ বুঝতে পারলে যাচ্ছেতাই হবে,
এই জেনে চত্বরের মাঝখানে ভূস্পর্শমুদ্রায়
জাপানী গাছের চারা শান্ত পরিবেশ এঁকে তোলে ;
গাছ, ফুল, শ্রমণের ঘন ঘুম যাকে
ভীষণ সাহায্য করে সে-নিষিদ্ধ নারী
বুদ্ধকে কী বলেছিল প্রচলিত ভিক্ষুর বিষয়ে ?

BANGLADARSHAN.COM

পাহাড়চূড়ান্তে এসে

পাহাড়চূড়ান্তে এই শরীরহীনতা
মেনে কি নিয়েছো তুমি, ঈশ্বরী আমার ?
বাঁ-দিকে একটি চূড়া ছোরার মতন
নীল দিগন্তকে ফুঁড়ে এফোঁড়-ওফোঁড়
ক'রে দিলো। আত্মা ভালো আত্মা ভালো ব'লে
চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ, ঘাড় ফেরালেই
সে অনুপস্থিত। এই শরীরহীনতা
কৃত্রিম ভেবেছো তুমি, ঈশ্বরী আমার ?

পুরুষ সহজে যায়, আরেক সোপান
সানন্দে ডিঙিয়ে আমি চ'লে যেতে পারি,
সব পুরুষের বুকে একহংস আছে,
প'ড়ে-প'ড়ে একহংস ঘুমোয় ঘুমোয়,
তারপর অকস্মাৎ সুনীল শূন্যে র
গোপন দংশনে জেগে ভেসে চ'লে যায়,
আমিও পালাতে পারি, আরেক সোপান
লঙ্ঘন করলে আমি মুক্তি পেতে পারি,
তুমিও কি সঙ্গে যাবে, ঈশ্বরী আমার ?

আর কাকে সঙ্গে নেবে ? আমার প্রাক্তন
চিঠিগুলি, আমার তরুণ বয়সের
প্রতিকৃতি ? হা ঈশ্বর ! ঐ যে দু'হাতে
বাড়িয়ে আমাকে ডাকে সবার ঈশ্বরী,
তার কোনো তারিখের অনুষঙ্গ নেই,
প্রেমিকের চিঠি ছবি উড়িয়ে-পুড়িয়ে
বিধবা সেজেছে সেই শুক্লা সরস্বতী ;
কে পাবে আমায় শেষে ? তাই ভাবি মনে ;
আমার ঈশ্বরী, নাকি সবার ঈশ্বরী !

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নিনী

স্বপ্নী চোখের একটি মেয়ে সকলকেই স্থলপদ্ম জানে,
এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার বিবাদ বাধে, সারা দুপুর বেলা
ফেরিঅলার স্বর ছাপিয়ে কানে আসে নৃশংস আওয়াজ :
বাড়িউলির প্রাচীন রীতি।

কিন্তু তবু স্বপ্নিনী মেয়েটি
কী বুঝেছে সে-ই তা জানে, সে আমাকে বল্লভ দেখাবে,
এই ব'লে খুব নরম-নরম শাসন করে, দু'হাত ধরতে দেয়,
এমনকি, তার ঘাড়ের কাছে যখন নাসাস্ফারিত আগ্রহ,
জ্বেলে ধরি : 'আমি তোমার ? আমি কি সেই বল্লভ তোমার ?'
সে আমাকে তখনো এক নিরপেক্ষ স্থলপদ্ম জানে॥

BANGLADARSHAN.COM

বৈদেহী

প্রথম পাপ করার মতো বিবেক এল মনে,
চক্ষু বুজে সেই নারীকে নিলাম আলিঙ্গনে ;
সে কি হর্ষ, প্রাত্য হিক অপস্মারগুলি
পালিয়ে গেল পিলসুজের অঙ্গুলিহেলনে।

‘আমায় তুমি অভিজ্ঞতায় ভুক্তভোগী করো’
ব’লে আমি প্রথমে তার উরোগুঞ্জাহার
ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলাম জানালার বাহিরে :
কিন্তু তবু তার আনন্দ আকাশগঙ্গার।

‘নির্মঞ্ছন করো আমায় তোমার কালো চুলে’
বলতে গিয়ে অকস্মাৎ আমার স্বরলিপি
নিখাদ গুহায় অবরুদ্ধ ; অনর্পিত তবু
বিস্ফারিত ইন্দুলেখা ব্যসক্ত বাহুমূলে।

BANGLADARSHAN.COM

‘আমার কাছে সূর্য আছে’ কৃত্রিম শপথে
কাছে এনে দিলাম তাকে অন্তর্বেদনা,
তবু অবাক, আঁখিপদ্মে ছিল না ভর্ৎসনা,
অনুক্ত আকূতি ছিল রক্তকোকনদে।

‘তুমি আমায় এখনো কি নম্র কিশোর ভাবো ?’
এই ব’লে যেই অস্নাত মুখ বিকীর্ণ আঙুলে
স্নান করালাম, সে কি তৃপ্তি, অন্ধকারে হলো
সুবিনীত গৃহদাহ সিতকঞ্চনাভ।

‘কে তুমি ? কমলে কামিনী ? কার ঘরে বিদ্রোহ
সংঘটিত ক’রে এলে ?’ এই ব’লে ফুকারি ;
আচম্বিতে চুম্বনের বৈশ্বানরে দেখি
আমায় রেখে গিয়েছে সেই স্বাবলম্বী নারী !

একটি ঘুমের টেরাকোটা

ট্রেন থামলো সাহেবগঞ্জে, দাঁড়ালো ডান পায়ে।
ট্রেন চললো। থার্ড ক্লাসের মৃন্ময় কামরায়
দেহাতি সাতজন
একটি ঘুমে স্তব্ধ অসাড় নক্‌শার মতন ;
এ ওর কাঁধে হাত রেখেছে, এ ওর আদুল গায়ে ;
সমবেত একটি ঘুমের কমনীয়তায়
গড়েছে এক বৃত্তরেখা, দিগ্বধূর স্তন ;
পোড়ামাটির উপর দিয়ে আকাশে রথ যায়।

BANGLADARSHAN.COM

আলোর ভিতরে চোর আছে

ধিকিধিকি সন্দেহের আগুন উঠলো জ্বলে
পাড়াপড়শীর ঝাউবনে ;
শহরে আশেপাশে পাহাড়ে-পাহাড় মাথা ঘষে,
কাকে যে আহুতি দেবে কৌতূহলের হুতাশনে।

কাকে যেন কাছে পেলে বিঁধে ফেলবে দারুণ বল্লমে,
তার আগে একটি দুরূহ কথা প্রশ্ন করবে :
“কাকে তুমি ভালোবাসো ? কাকে ভালোবেসে পূর্ণোদ্যমে
রোজ রাত্রে চিঠি লেখো ছোটো-ছোটো খরোষ্ঠী হরফে ?
উত্তর পাও না ব’লে মরমে-মরমে
মরে তো আছোই তুমি, আমাদের হাতে আজ সম্পূর্ণ মরবে।

“তুমি অতিশয় মূর্খ, যার হাতে চিঠি ফেলতে দাও,
সে-কিশোর দু-তিন কাহন
পারিতোষিকের লোভে বিকিয়েই দিতে পারে গাঁও,
অথবা নিজের ছোটবোন ;
আমরা দোভাষী ডেকে তোমার সমগ্র পত্রাবলী
প’ড়ে ফেলে বসে আছি, আমাদের মত জানতে চাও ?

“তোমার বিশ্বাস যদি মেনে নিই, তবে আমাদের
মেনে নিতে হয় মৃত্যুদ, আশু অন্তর্জলি ;
কারণ, তোমার কাছে দুঃখ-আস্বাদের
অর্থ শুধু পরিশুদ্ধ হয়ে যাওয়া, শুদ্ধতার জের
টেনে তুমি নিতে চাও প্রেমে, পরিণয়ে, পুংশ্চলী
রমণীর সন্তানপ্রসবে ; এ যে উন্মাদ কাকলি।

“তাছাড়া তোমার লক্ষ্যম স’রে যায়, যায় স’রে-স’রে।
কিছুতে সন্তুষ্ট নও, নরোত্তম সাজো
ঐশ্বরিক অসন্তোষে ; তুমি আমাদের হাত ধ’রে
পার ক’রে দিতে চাও যেখানে বিরাজো,

BANGLADARSHAN.COM

অথবা যেখানে নিজে যাবে তুমি- আশ্বিনের ভোরে।
তুমি যাও, আমরা থাকি ঋতুপরিবর্তনে, নগরে”-

ধিকিধিকি সন্দেহের আগুনে শহর
জ্ব’লে যায়। স্নায়ুযুদ্ধ। বৃদ্ধনিয়োজিত
যুবসম্প্রদায় ঘোরে, আলোর ভিতরে আছে চোর,
খুঁজে হাওয়াকেই করে প্রহারে-প্রহারে জর্জরিত।

BANGLADARSHAN.COM

সুদেষ্ণা আমার

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
সকলের হৃৎকমলে হাওয়া,
রাঙা কামসূত্র ওড়ে বারান্দায়
শরীরে আনন্দ কারো ধরে না ধরে না
ঘরের জমিন ভেঙে ফেটে পড়ে উদধিমেখলা
আলিঙ্গনের মহোৎসবে।

এরি একপাশে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে সুদেষ্ণা একাকী
পোর্টিকোর নিচে ;
বোধিপর্ণের মতো এ যে বড়ো দারুণ শীর্ণতা
সুদেষ্ণার, তার
দক্ষিণ হাতের অরত্নির দীর্ঘ অনশনসহিষ্ণু দীধিতি,
কোমরের তূণে
ক্ষমার মতন স্নিগ্ধ রক্তাভ অক্রোধ কাঞ্চীদাম ;
বাঁ-পায়ের তিনটি আঙুল তূষ্ণী বৈরশূন্যাতার অন্য নাম,
কে ওকে স্পর্শ করবে ?
সুদেষ্ণার মাকে দ্যাখো, তিনি
সপ্রতিভ, ততোধিক সপ্রতিভ একটি যুবক
রোচিষ্ণু চিবুক ছুঁয়ে ললন্তিকা গলার হারের
প্রশংসায় গ'লে গিয়ে অন্য ললনার দিকে হেসে চ'লে যায়,
সুদেষ্ণার মাতা কেন একা-একা সুন্দর হবার
মন্ত্র জানে না ?
সুদেষ্ণার মাতা কেন একাবলী হার ছিঁড়ে ফেলে
হিংসুক নক্তক প'রে অন্যি যুবকের অন্য মনস্কতার
সুযোগ নিলেন অবহেলে ?

আলিঙ্গনের মহোৎসবে
রাশি-রাশি কূর্পাসক উড়ে পড়ে পঞ্চশরের মন্ত্রণায়-

BANGLADARSHAN.COM

একপ্রান্তে, একা,
একমাত্র ব্যহতিক্রম সুদেষ্ণা আমার
আলীঢ় ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে
অথৈ বৃষ্টিতে ভিজছে, বৃষ্টি এসে কৌতূহলী দাঁত
বসায় ঘাড়ের মাংসে, পীতশিখা সকরুণ তেজে,
প্রতিফলনের বস্তু অবলুপ্ত হয়ে গেছে জেনে,
জেনেও অটুট
আলীঢ় ভঙ্গিতে
এ-ঘরের উৎপীড়িত লজ্জা অপহৃত
সারি-সারি নির্যাতিত নারীদের জঙ্ঘায়-জঙ্ঘায়
বুদ্ধমূর্তি জ্বেলে ধরে, বিদ্যু তের মতো আচম্বিতে

সুদেষ্ণা আমার॥

BANGLADARSHAN.COM

পথে

তোমার কাছে যাবার সেতু জ্যো ৎস্নায় ভরেছে,
তোমার কাছে আজ আমি যাবো না,
প্রবীণ ঈশ্বরের স্মৃতি এ নদীর স্রোতে যে
এঁকে দিল স্বগত আল্‌পনা।

তোমার কাছে যাবার সেতু আনন্দে ভরেছে ;
কাশফুলের অজস্র মহিমা
পর্জন্যে র আস্ফালন অগ্রাহ্য করেছে ;
আমি আমার সীমা

অতিক্রম করেছি, আর তোমার কাছে তবে
কোনোদিন যাবো না,
কবন্ধ ঐ ঘরের মধ্যেস বিবাহ উৎসবে
স্মৃতির দুর্ভাবনা॥

BANGLADARSHAN.COM

আরোগ্যর

‘সেরে গেছ ?’ ফিরে এসে বলল আমায়। কোমল ব্য বহারে
আমি এত নিষ্ঠুরতা কখনো দেখিনি ;
যেদিন রেখে গিয়েছিল, নৃশংসী ভাবিনি ;
বরং সেদিন অধ্যুছষিত জনপদের বাঁকে
স্বরচিত ফুলের কানন প্রবল উচ্ছ্বসিত,
আমার সকল পুরুষবন্ধু আকাশ থেকে নেমে
সেই বাগানের চতুষ্কোণে পাম গাছের সারি,
একটি শিশু মেরুদণ্ডী পাহাড় থেকে নেমে
আমায় সুস্থ হতে দেখে আশ্বস্তের মতো
শিউলিবনে মিলিয়ে গিয়েছিল
আপাত সেই ভয়ংকর বিচ্ছেদের ভোরে।

BANGLADARSHAN.COM

তারপরে এই মরদেহের অসুখ দিনে-দিনে
তীব্র থেকে তীব্রতর, আত্মা তা সত্ত্বেও
আরোগ্যে আরোগ্যেদ শুধু পবিত্র হয়েছে ;
দুশ্চিকিৎস্য দেহের ব্যাধি তথাপি আত্মার
নেপথ্যে নিহিত ছিল, স্বখাতসলিলে
শ্বেত যে-পদ্ম ফুটেছিল তার ভিতরে কীট।

আত্মার ভিতরে দেহ, এই আনন্দে জেগে
আজ আমি যেই রাতের শেষে পুবের বারান্দায়
সূর্যকে হাৎড়াতে গেছি, এমন সময় তুমি
পৃষ্ঠপোষক সঙ্গে করে ঘৃণ্য দুঃসাহসে
কাছে এলে, অনুমতির অপেক্ষা না রেখে
বসলে এসে আদর-কাড়ার প্রত্ন প্রকরণে।
অনেকেই তো গা ঘেঁষে যায়, কিন্তু কোনোখানে
আমি এত অশ্লীলতা কখনো দেখিনি,
আমি এত অসৌজন্যা কখনো দেখিনি

কুশলপ্রশ্ন করার মধ্যেখ- সেরেই উঠি যদি
শবরী তোর প্রতিহিংসা জ্ব'লে উঠবে আরো ?

BANGLADARSHAN.COM

উপলক্ষ

পথে অজগর ডবল ডেকার সেই অজুহাতে
তোমাকে ধরবো দু'হাতে।

দয়িত ব্যরতীত কিছুই দেখতে পাও না দু'চোখে
কাছে টানি সেই সুযোগে।

'দৃশ্যবদল ভীষণ জরুরি, আর নিসর্গে'-
ব'লে নিয়ে যাই পার্কে।

বিনা অছিলায় আমার সঙ্গে যে-মেয়ে মিশতো
তার ঠোঁট উচ্ছিষ্ট।

মেঠো হাওয়া- তা-ও এখন ক্বচিৎ সহজলভ্য
পায় শুধু একলব্য,

যে-একলব্যও সন্ধানে থাকে, ঈশ্বর ছাড়া
যার বুকে হা-হা সাহারা

BANGLADARSHAN.COM

ব্য থায় উপুড় হয়ে পড়ে থাকে, যার উপাস্য
নয় জীবনের পাঁচশো

তরল দেবতা, যার উপাস্য মাত্র একটি
অনধিগম্যা ব্যরক্তি,

তারি 'পরে নামে মাঠের ঈষৎ বাতাস হঠাৎ
পরক্ষণেই প্রতিবাদ

ক'রে স'রে যায় ; তবে তুমি আর প্রভু পরোক্ষ...
ক'মাত্রা পার্থক্যয ?

পরোক্ষ প্রভু (ঈশ্বর), তুমি (অনীতা)- কতোটা
স্বতন্ত্র দুটি সত্তা ?

স্বতন্ত্র হলে সে প্রভু তোমার চেয়েও হাজার
গুণে উপাসনাযোগ্য -

নাকি তুমি এক দারুণ অছিলা বিধাতা পাবার
অলঙ্ঘ্যম উপলক্ষ ?

BANGLADARSHAN.COM

দাসী বলেছিলো

দাসী বলেছিলো হাঁটুর উপরে সল্‌তে রেখে :
“তারা ঝ’রে গেলো, দিদিমণি, তুমি পথে যেয়ো না,
দিদিমণি, তুমি পথে নামলেই দেখতে পাবে
পুরুষের মতো একটি পুরুষ (এ নয় তাদের
গোষ্ঠীভুক্ত যাদের ঘাড়ের সকল মাথা
ভেঙে দিয়ে তুমি আল্‌তা পরেছো পরক্ষণে ;
এ নয় তাদের দলের একটি মেয়েলি ছেলে
যার বরাদ্দ টিনের পাত্রে আলুনিরুটি) !
এই পুরুষের আরো দুটি নাম- একটি জীবন,
অন্য নামটি মৃত্যু সেকথা স্মরণে রেখো ;
দাঁড় বেয়ে সবেমাত্র নেমেছে, শিরদাঁড়াতে
ঘাম ঝরে, খাড়া গম্বুজে নামে বৃষ্টিরাশি,
এবং তোমায় আদেশ করবে মুছিয়ে দিতে
সুযোগ দেবে না চিন্তা করতে, কাঁপিয়ে দেবে
ঝোড়ো রাস্তায় ঊনবিংশতি কুন্দকলি !
তার চেয়ে আয় ঝাঁপির মতন ছোট্ট ঘরে
যে-ঘরে একলা আমি থাকি আর কেউ থাকে না,
নাগমাতা সাজি আমি নিশ্বাস বন্ধ রেখে,
যদি সাধ যায় বরং আমায় ছোবল দিবি-

দিদিমণি, তোর নাকের বেশরে আগুন কেন ?”

BANGLADARSHAN.COM

নতুন মন্দির হবে ব’লে

নতুন মন্দির হবে ব’লে
কেউ-বা মোহর দিল, কেউ-বা কাহন
যে-শিশু আপন মনে দোলে
সে তার দোলনটুকু দিয়ে দিল, আর একজন
অনিচ্ছুক দিল তার সকল অনিচ্ছা, সে যখন
সকল অনিচ্ছা তার সঁপে দিল, মন্দিরগঠন
তখনই সম্পূর্ণ হলো।

মন্দিরের দেবতাবৃন্দেরে
স্তম্ভের উপরে বহে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যক্ষ, যে দেবায়তন
যক্ষশূন্যদ আমি তাকে ছেড়ে
চ’লে যাবো এই কথা ভাবছিলাম, কিন্তু যেই চ’লে
যাচ্ছি দেখি পৃথিবীতে নতুন মন্দির হবে বলে
কেউ-বা মোহর দিল, কেউ-বা কাহন,
যে-শিশু আপন মনে উত্তরের বারান্দায় দোলে
সে তার দোলনটুকু দিয়ে দিল ; আর একজন
দারুণ অনিচ্ছা দিয়ে মন্দির সুদৃঢ় ক’রে তোলে॥

BANGLADARSHAN.COM

ঘরনী

আসলে একটা আরশোলা
তার বেশি কিছু না,
তবু একবার বারান্দায়
ভয় পেয়েছিলে তো ?

দেয়ালে একটি গোয়েন্দা
লিপ্ত দেখেছো, আর
বাড়ি ঘর দোর বিক্রয়ের
প্রতিজ্ঞা করেছো ?

উত্তরঙ্গ যুবসমাজ
শিস্ দিয়েছিলো, তা
বেশ করেছিলো, দোয়েলদের
নকল করেছিলো।

BANGLADARSHAN.COM

শ্মশানচারীর গলার স্বর
চড়েছিল ক্রমশ,
মনে তবু কেন দয়িতেরে
ছেড়েছিলে বলো তো ?

রক্তজবা আচম্‌কা আমাকে

এই শোনো, হাত ছাড়ো, মা আছেন পাশের ঘরেই,
পূজার ঘরেই,
পূজা করতে ডাকছেন আমাকে।

ঈশ্বর উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন,
হাত ছাড়ো।
সমস্ত নিসর্গ আজ মুখরিত সাজ্জাদ হোসেন,
সানাই বাজিয়ে সব ব'লে দিচ্ছেন, বিধাতাকে।

শোনো, হাত ছাড়ো, প্রেম কোরো না আমাকে ; দূরে বোসো,
বুদ্ধদেব বসু
শুনলে যে বলবেন প্রকৃতির দুলাল তোমাকে-
ঢি ঢি প'ড়ে যাবে, ত্রিজগৎ বলবে "বিগত পরশু !!!'

BANGLADARSHAN.COM

ছেলেটি

টিফিনের পয়সা জমিয়ে
ডোমপাড়ায়
পায়রা কিনতে যায়।
একবার পায়রা কিনতে গিয়ে
অন্তরায়
সারা শরীর ছায়
পায়রাগুলো, কিন্তু সে তবুও
নতুন পায়রা চায়,
ডোমপাড়ায়
যাবার পথে যতোই দুয়ো দুয়ো
রাস্তা খুলে যায়
পায়রাগুলোর ক্ষুব্ধ তম্বুরায়॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রভু আমার

আমি তোমার বড়ো সাধের ? বুকের হৃদয় নাকি
সে তো তুমিই জানো ;
প্রভু তুমি শিকার করো থির্‌থিরে জোনাকি ?
জানেন গুরু নানক ?
বালিকাদের নিজস্ব, না কুমারিকার গাঢ়
অন্তরীপে তুমি ?
আমরা খুঁজি পাড়ায়-পাড়ায়, বিপ্রতীপে রহ
কিংবা অনুভূমিক !
একটি বালক বলেছিল তোমার খবর রাখে,
কিন্তু প্রমাণ দিতে
পারে নি তাই আমার দলের সবাই মিলে তাকে
শীতার্ত রাত্রিতে...
চরমপন্থী না হলে কি তোমায় যাবে পাওয়া ?
সে তো তুমিই জানো,
সবার নিকট কথার খেলাপ ক'রে নিবিড় ভাবে
সজোরে গর্জানো,
আসন্নশেষ বৃদ্ধজনের দায়িত্ব না নিয়ে
তোমাতে ছল্‌কানো
ভুল, না ভালো ? কেঁপে ওঠে তোমার বিশাল গৃহে
আমার নগ্ন আনন।
যতোক্ষণ না তোমার মুখের পাশে আমার মুখ
এক মুখোশের তলে
রাখতে পারি, গ্রন্থ ঝিনুক সূর্য চন্দ্র মানুষ
ছড়াই খেলাচ্ছলে !

BANGLADARSHAN.COM

পান্থ

মাঝে-মাঝে স্পষ্ট ক’রে বলা দরকার
ঈশ্বর আছেন,
মগডালে-ব’সে-থাকা পাপিয়াকে আর
পর্যবসিত বস্তুপৃথিবীকে স্নান করাচ্ছেন।

মাঝে-মাঝে স্পষ্ট ক’রে বলা প্রয়োজন
তুমি যে আমার
সাধনার ধন,
তুমি চ’লে গেছো ব’লে আমাকে গাহন করাবার
কেউ নেই, যত্রতত্র সেরে নিই মধ্যাহ্নভোজন॥

BANGLADARSHAN.COM

এক চিল্‌তে রোদ

আমায় তাকিয়ে থাকতে দাও
এক চিল্‌তে রোদের দিকে :
আমি বুঝতে পারবো
তোমরা কে কী করছো ;
আমি বুঝতে পারবো কে কে
আমার রক্ত থেকে আবীর মেখে
নিজেদের নামে চালিয়ে দিচ্ছো।
আমায় তাকিয়ে থাকতে দাও
এক চিল্‌তে রোদের স্বল্প আয়োজনের দিকে
আমি বুঝতে পার্‌বো
কোন্‌ শিশুটি চিবুকের দিঘিতে ডুব দিয়ে
পান্‌কৌড়ি ধরছে ;
কোন্‌ দম্পতি পরস্পরের মধ্যে একজনকে
অনবরত এড়িয়ে গিয়ে
বিকৃত চটুল অমৃতত্ব কিনে নিচ্ছে ;
কিংবা অন্ধকার গর্তে
অনুপস্থিত বন্ধুকে টেনে নামাবে ব'লে
যারা থল্‌থলে আহলাদে এ ওকে আল্‌ঠাচ্ছে।
যাদের ভেবেছিলাম আর্দ্র চন্দনের মমতায়
সূর্যের মতন ধ্রুব
রথের চাকা ডেবে গেলেও চিরায়ত কর্ণের মতো
কবচ কুণ্ডলে ট্র্যাজিক ঋজু
তারা প্রত্যে কেই সামান্য ঘুষের বদলে
আত্মা বিকিয়ে দিল ;
বলতে আমার লজ্জা করছে
ওদের প্রত্যে কেই
নিজ-নিজ পৃথিবীর অনমনীয় বাসুকিফণা

BANGLADARSHAN.COM

প্রত্যারহার ক’রে নিয়ে পিছন থেকে গোড়ালি চেটে দিচ্ছে ;
ওরা ভেবেছে
আমি ওদের দেখতে পাবো না,
ওরা ভুল ভেবেছে-
আমার সারল্যে চাতুর্যের পরিপন্থী মোটেই নয়,
আমার উপেক্ষা দেখতে না-পাওয়ার সমার্থক নয়।

অভিজ্ঞতা তোমাদের ক্ষতবিক্ষত করে
আমায় কেন্দ্রগ শীর্ণতায় ডেকে নিয়ে আসে ;
তোমাদের মতো আমারো
আয়ুর আপেল অনিবার্য বাদুড়ের উপজীব্য ;
কিন্তু তোমরা কেউ রাতারাতি
জীবনকে সারমর্মের রুদ্রাক্ষে পরিণত করলে ;
কেউ-বা আক্রোশে রোদ্দুর অরণ্যল সাম্রাজ্য মহাদেশ
আঁকড়ে ধরলে, যদি পুষিয়ে নেওয়া যায়
নশ্বর মানবনিয়তির ক্ষতি ;
আর আমি, কুমোর যেভাবে একতাল মাটি থেকে
পৌঁছয় এতটুকু নিদ্রাকলসের নাটকীয়তায়,
সেইমতো আজ আদলসর্বস্ব এক চিল্‌তে রোদের প্রশস্ত বারান্দায়
দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখতে পাচ্ছি,
দোহাই, বড়ো-বড়ো নামজাদা রৌদ্রের সামাজিক শ্যা ওলায়
তোমরা আমার পায়ের শিকড় জড়িয়ে দিয়ো না॥

BANGLADARSHAN.COM

ঈষৎ-শিশুটি

মহিষের পিঠে চ'ড়ে ঈষৎ-শিশুটি
ঝুঁটি নেড়ে আকাশকে ব'কে দিয়েছিল ;
সদ্য-সিমেন্টের মতো মহিষ বাছুরসম আরো
নম্র, আরো নম্র হলো ; কিন্তু উঁচকপালে আকাশ
ক্রেন নামিয়ে তুলে নিলো একটার পর একটা গাছ,
একটির পর একটি ফুলের মতন শিশু, নারী,
হাটের খদ্দের থেকে ফস্‌কে যাওয়া লাল মুরগী, ভেড়া,
সবুজ শিমের মতো শিঙা-হাতে রঙ্গন বালক,
প্রায়-সবি তুলে নিলো পৃথিবীর, যা-কিছু নিলো না
শুঁকে-শুঁকে ফেলে দিলো যা-কিছু সে নিলো
নিজের গহবরে, দিলো নিজেকে বাহবা, শেষবার
মহিষের পিঠ থেকে ছিন্ন ক'রে নিলো যবে তাকে
ঈষৎ-শিশুটি খুব খিলিখিলি ব'কে দিয়েছিল॥

BANGLADARSHAN.COM

অ্যাকুয়েরিয়ামে

তুমি বুঝি ভেবেছিলে অ্যাখকুয়েরিয়ামে মৃত্যু নেই ?
ঈর্ষা ঘৃণা মাৎসর্য এসব কিছুই সেইখানে
বিন্দুমাত্র নেই, শুধু সহজাত ভদ্রতা রয়েছে ?
তুমি বুঝি ভেবেছিলে সুনির্বাচিত মীনরাশি
হীনম্মন্য হতে খুব অসমর্থ ? গৃধ্নতা অথবা
পরকাতরতা ব'লে শব্দ নেই তাদের সংসদ্-
অভিধানে ? দুধের শিশুর মতো ওদের কামড় ?
তবে সত্য কথা বলি (এক-এক সময়ে সত্য কথা
অতয সন্ত অপরিহার্য)অ্যাকুয়েরিয়ামে মাছগুলি
ভয়ানক নীচ আর স্বার্থপর, ছিন্নমূল কিছু
ধনাঢ্যন উদ্বাস্তু যথা কলকাতার প্রান্তিক পল্লীতে
মসৃণ বসতি করে, সেইমতো শহুরে গ্রামীণ
মাছগুলি কাঁচঘরে এ ওকে চুম্বন দিতে গিয়ে
বিষাক্ত দংশন করে, যখন জৃম্ভন তোলে, ভাবি,
-আমরা মানুষ যতো- সুন্দরের কাছাকাছি এসে
স্নিগ্ধ ধিক্কার করছে পৃথিবীকে, কিন্তু ততোক্ষণে
মৎস্যকুল মাৎস্যন্যা য়ে গুছিয়ে নিয়েছে নিজ-নিজ
মোটা মাইনে, স্ত্রীর জন্য নগ্ন শাড়ি, শালীর জন্য
দ্ব্যর্থক বুকের জামা। এখানে একথা বলা ভালো,
স্ত্রীরা খুব সন্নিকটে থাকা সত্ত্বেও মৎ স্যকুল
প্রধানত সহগামী, শ্যাওলা সরাতে গিয়ে তাই
শ্যাওলায় জড়িয়ে পড়ে মাছগুলি ; ভার্যার সমীপে
ভাষ্য দিতে গিয়ে বলে, "মরার সময়টুকু নেই,
এটাই ট্র্যাজেডি, দ্যাখো, তাছাড়া দু'বেলা শ্যাওলা-সাফ
শরীরে পোষায় নাকি ? কিন্তু কর্ম সে-ই তো জীবন
পুরুষের !" এর উত্তরে মহিলা-মাছেরা নথ নেড়ে
যদিও-বা কিছু বলে, বুদ্বুদের কোলাহলে সবি

BANGLADARSHAN.COM

চাপা প’ড়ে যায়...সব তিরস্কার খিলিখিলি হয়ে
অনুমোদনের মতো বেজে ওঠে। তখন সোৎসাহে
পুরুষেরা চ’লে যায় পুরুষের দিকে ; এইভাবে
পুরুষানুক্রমে কিছু ব্য ভিচার অগভীর জলে
রয়ে যায় ; মৃত্যু জমে, জ’মে ওঠে, মৃত্যু সত্ত্বেও
করোটি সুদৃশ্য আছে মাছঘরে, মাছের কঙ্কাল
চৈত্রের পাতার মতো উপশিরাবহুল গহনে
শুয়ে থাকে, এবং তখনই মাছ মৃত্যু র মাধ্য মে
শুদ্ধ হয়ে ওঠে আর বৎসর-বৎসর চলে গেলে-
স্তরপরম্পরা ঠেলে মানুষের রাজ্যেছ উঠে এসে
পুরুষের ডানহাত হয়ে যায়, পুরুষের হাতে
বিশেষত পুরুষের বোধিবিদ্ধ হাতের পাতায়
সভ্যষতার সব পাপ স্তব্ধ মানচিত্র হয়ে আছে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভ্রান্তিমুকুরের দয়া

ধনুকের বাঁকানো পিঠের মতো মাঠ ভেঙে দিবা অবসানে
আমি একটা পাথরে বসেছিলাম। সূর্য অস্তের কুজ্ঝটিতে
কারে হেরি' প্রথমে ভেবেছি বুঝি আমার জননী,
সেইমতো আকাশদুহিতা এক হৈমন্তী মহিমা,
কিন্তু পরক্ষণে দেখি তুমি, তুমি- সিঁথিতে রক্তাভ অভ্র জ্বলে,
গৌহাটির বিহু-পরবের মধ্যে কেন্দ্রগ আননে উৎসারিত
নিখিল ভরসা, শস্য যেন ফুল, ঝর্না জনপদে ;
কিন্তু না, আরেক জন, তবে কি পুরোনো সেই দাগী,
দেখেছি ভয়ের রাত্রে যাকে সেই বরানগরের বক্রপথে
যতো হেঁটে আসে যেন মহাপাতকীর মতো মুখ,
প্রতিশ্রুতিহীন, মারে বিনাদোষে শিশুদের, ছেঁড়ে
বুকের পালকগুলি, একান্ত অপ্রণোদিত ; যেই
আরো কাছে এলো দেখি আমারি চোখের ভুল, দেখি
কেউ না কেউ না এক অত্যরন্ত অজ্ঞাত নবাগত,
ঘৃণাশূন্যউ প্রেমশূন্যয চোখে সে আমাকে চেয়ে দ্যা খে,
কিন্তু ততোক্ষণে শুধু শুক্লপক্ষ বুকের নিভৃতে, নীলিমায়,
ভ্রান্তিমুকুরের দয়া : যেন সারা জগৎ আমার
গোধূলির কনকনখদর্পণে দেখা হয়ে গেছে,
মাতা যথা নিষং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
সেইমতো দিবাঅবসান জুড়ে দারুণ ভুলের
মমতায় জাগে শুধু প্রকাণ্ড প্রান্তরে একজন।

BANGLADARSHAN.COM

অ-সনাক্ত অজস্র মানুষ

এ যেন সবার ভালোবাসা
বরণডালার মতো বুকে এসে আকুল কাঁদায়,
অনুমতি করো, আমি ঈশ্বরের নাম গেয়ে উঠি ;
তুমি একা ওরকম একমাত্রতায়
ব্যিক্তিগত প্রতিষ্ঠা চেয়ো না,
তুমি বৃক্ষতলে এই আত্মমগ্ন সুখের সরসী
সর্বময়ী নদী ব'লে ধারণা কোরো না ;
আজ সন্ধ্যাবেলা সব ভালোবাসা আমার হৃদয়ে
বরণডালায় এসে একত্র হয়েছে কোনোক্রমে,
তুমি যদি দ্বিতীয় জনের মতো অন্য্ কথা বলো,
তুমি যদি যুক্তিবাদী রমণীর মতো তর্ক করো
তাহলে বরণডালা ভেঙে যাবে অপ্রস্তুত লাঞ্ছনার ভারে।
ভাগ্যেব আজ সারাদিন যূথজনতার কাছে
পথে-পথে উপেক্ষা পেয়েছি,
সজিনা গাছের পাশে উপবিষ্ট বাস্তুহীন ভিক্ষুকের কাছে
ভাগ্যেগ আজ ভর্ৎসনা পেয়েছি-
যতো অপমান যতো অবজ্ঞা সকলি, প্রিয়তমা,
যদি সন্ধ্যা বেলা তোর তরল মুকুরে
ঠেকে গিয়ে ভেঙে যেতো, কী যে হতো ভাবতে পারি না ;
তা না হয়ে এই ভালো, রূপান্তরে সবি
দু'তিন আকাশ ধ'রে চলে এলো বুকের সন্তুষ্ট মহাকাশে-
দেখেছি যে সব বৃক্ষ তাদেরো ওদিকে বৃক্ষ ছিল,
যা আজ দেখেছি সে তো খণ্ড ছিন্ন ব্যক্তির বিকৃতি,
যা দেখেছি গতকাল, কিংবা তারো আগে (মনে করো
গালুডি স্টেশনে সেই অ-সনাক্ত অসংখ্যে মানুষ
মাঙ্গলিক ভূমিকায় নিজেরাই সে কথা জানে না,
অথচ সূর্যাস্ত লেগে আমাদের উভয়ের প্রেমে

BANGLADARSHAN.COM

কী রকম শক্তিশালী উপলক্ষ্যআ !) যা দেখেছি শুধু
ধ্যা নধারণায় কবেভ্রূণভবিষ্যের মতো অস্পষ্ট অথচ নির্ধারিত
আজ সেই ভবিষ্যৎ এসেছে কি ? হয়তো এসেছে,
আজ আর ঘটনায় অতীত ভবিষ্য বর্তমান
পরিমেয় নয়, আজ ধ্যা্নধারণার পরিশ্রম
একমাত্র অধীশ্বর মানুষের, প্রেমিকেরও (প্রেমে
ঘটনা কোথায় আজ), শুভ বিবাহের লগ্ন এই
সজিনা গাছের পাশে ধারণার বিপ্লবী প্রদোষে-
তুমি আমি নির্বাসিত, তোমার আমার কেউ নেই,
পথে চ'লে যেতে-যেতে অনুষ্ঠিত মুহূর্তে বিবাহ,
পথে-পথে আমাদের অ-সনাক্ত অজস্র অতিথি !

BANGLADARSHAN.COM

তুমি কি চেয়েছো শুধু নম্র নবনীত ?

ঈশ্বরের সঙ্গে এক বিছানায় শুলে
অনাচারী নাম যদি রটে তো রটুক ;
যার পদতলে বাঁচি তার বাহুমূলে
কদম্বপরাগগন্ধ ; যে আমার বুক
ভেঙে দিয়ে চলে গেছে তার সঙ্গে যদি
তোমার তুলনা করি, কিংবা যদি তার
গভীর চুলের কাঁটা তোমার হাতে দি'
তবে তুমি ক্ষুণ্ণ হবে ? ভীষণ মিথ্যার
মূকাভিনয়ের চেয়ে সত্য্ স্বাভাবিক,
তবে কেন চাও তুমি নম্র নবনীত ?
তুমি কেন বুঝবে না স্নাতক ঋত্বিক
আগুন জেনেছে তাই এত কমনীয় ;
তুমি কেন পালকের লোভে সামগ্রিক
পাখিটি হাতের কাছে পেয়েও বিমূঢ়া
ছেড়ে দিতে চাও (করে যেমন শিশুরা)
নারী বলেই কি এত নির্বুদ্ধিতা ঠিক ?
প্রচলিত শ্বেতপদ্মে আমার ক্ষত্রিয়
ভক্তি পাবে, এ শুধুই তোমার দুরাশা,
আমি তো বিপথগামী কবিতার ভাষা
গুঁজে দেবো খুব সাধ্বী রমণীর চুলে ;
আর দয়া ক'রে তুমি কোরো না তামাশা
দৈবাৎ হঠাৎ আমি ঈশ্বরকে ছুঁলে॥

BANGLADARSHAN.COM

ওরা

আমি তোমায় স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম। ওরা প্রথম বিশ্বাস করেনি।
ওরা তোমায় একবাক্যে খুব-অসতী প্রতিপন্ন ক'রে
ভুলভাবে সমবেদনা জানাচ্ছিলো আমাকে। একজন
আমায় সবার কাঁধের উপর চড়িয়ে দিলো ; রানার্স-আপে জিতে
যেমন অধিনায়কেরে ধাঁ ক'রে নেয়- কাৎরে উঠে আমি
যতোই কেন নিষ্কৃতি চাই ততোই সবাই পালাসংকীর্তনে
আমার জয়ধ্বনি করে। এমন সময় হঠাৎ চেয়ে দেখি
তুমি, আমার মাত্র-তুমি, তুমি, আমার শত জন্মের তুমি
কাঞ্জিভরম জড়িয়ে নিয়ে বিশাল পথের প্রকাণ্ড চত্বরে
দাঁড়িয়ে আছো, দীনবন্ধু, ঝিনুকসম দর্পিত বিনয়ে !
প্রকাশ্যে দাতব্যন কোনো চিকিৎসালয় না খুলে সূর্যের
ওষধি সব তিনজগতে বিলিয়ে দিলে, স্বচক্ষে দেখেছি ;
আমার দেওয়া কাঞ্জিভরম ! একাকিত্বে বিকচ পদ্মের
বলক্ষ তনুতে শোভে রাগরাগিণীপল্লবিত শাড়ি ;
এবং সকল কবচ খুলে একটি কানে কুণ্ডল রেখেছো,
আরেক কানে পরতে যাবে এমন সময় তিনের-বি-বাসের
দশ-বারোটি ছেলে-ছোক্‌রা থুতু ফেললো তোমার মুখে, তুমি
পথের পাশের জলের কলে মুছতে গেলে, কলের নিচে পয়োষ্ণী নগ্নিকা
তোমায় দেখে সাত-আট ঘোমটা টেনে আবার নিষ্ঠীবন করে-
কিন্তু তুমি আমার মতো অনুভূতির শিখণ্ডী রাখোনি
হাজার-হাজার জনতা, আর তুমি আমায় শিখণ্ডী রাখোনি,
এবং তুমি যেহেতু আর আমায় নিছক আনন্দে রাখোনি
সেই সুযোগে- যারা তোমার ভৃত্যন হবার যোগ্য তারাই আজ
আমার দেহরক্ষী সখা- ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলো তোমার উপর
হাজার-হাজার জনতা, আর তুমি তখন তাদের সবার কাছে
স্পষ্ট, আমি তোমায় যতো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম, ওরা
আরো স্পষ্ট দেখেছিলো, চোখ-ধাঁধানো সেই স্পষ্টতার

BANGLADARSHAN.COM

কুজ্ঝটিকায় ওরা ক্রমেই অন্ধ হলো, শেষে সূর্যকেই
তুমি ভেবে বিঁধতে থাকে নর্দমার মাছ-ধরা বল্লমে !

BANGLADARSHAN.COM

সত্য

মাকে বলতে সঙ্কোচ নেই, দিন ফুরোলে আমি
তোমার কাছে গিয়েছিলাম, তোমার পায়ে মুখ
রেখে অগাধ শান্তি পেয়েছিলাম।
ভ্রূকুটিহীন সন্ধ্যায়তারা উঠল যখন,
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে অর্পিত দেহের
দায়িত্ব যে নিয়েছিলাম, সে-সব কথা মাকে
বলতে-বলতে পাগল হয়ে যাবো॥

BANGLADARSHAN.COM

নগরপ্রশ্ন ও সাঁওতালি প্রত্যুত্তর

“ইচ্ছা মিটে যাওয়ার পরেও ঘৃণিত শয়তান
কেন অমন ইচ্ছা বানায়, উত্তাল মশারি
ছিঁড়ে কেন পালিয়ে যায় সকল নক্তনারী ?”
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং॥

“একাদশী চাঁদের চোখে কৃপাদৃষ্টি ঝরে,
কোনো-কোনো গৃহীর মুখে ঈশ্বর ঝরান
কী অপরূপ আভা, তবু কে রয় নিজের ঘরে ?”
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং॥

“রুক্ষ দুপুর সে-ও কি তোদের সুন্দর কাকিমা ?
এক-একজনের স্বত্ব নাকি ধানকেয়ারির সীমা ?
মৃত্যুক বুঝি তোদের কাছে নিশীথিনীর নাম ?”
দীপির্ দাং দীপির্ দাং দীপির্ দীপির্ দাং॥

BANGLADARSHAN.COM

সময়

ঘড়িতে সূর্যাস্ত ধরে গেলো,
জন্মদিনে দিয়েছিলে ঘড়ি ;
সময়ের আঁচ থেকে দিদিমার ব্যপক্তিক দেরাজে
তুলে রেখে বাঁচাতে চেয়েছি ;
তারপর কোথাকার কে এক শ্রীহরি
প্রশ্ন ক'রে বসে যেই, "দাদাবাবু, তোমার ঘড়িতে ক'টা বাজে ?"
"দাঁড়াও দেখছি" ব'লে তরী বেয়ে দিদিমার কাছে
যেতে গিয়ে সবুর সয় না, শেষে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি
কূলের কিনারে এসে- দিদিমা যেখানে- আর ততোক্ষণে খুব
সময় চ'লে গিয়েছে, যে আমাকে প্রশ্ন করেছিল
সে-ও তার উদ্বেগের সকল কৌস্তুভ
নিয়ে চ'লে গেছে, দেখি চতুর্দিকে সময়ের স্তূপ,
ব্যেক্ত-অব্যেক্তেরমধ্যে ঘড়িতে অস্তাগ্নি ধ'রে গেলো॥

BANGLADARSHAN.COM

একটি শিশুর জন্য

এই জানালা থেকে আমি তোমার জননীকে
উদয়সূর্য দেখিয়েছিলাম চৈত্র নরারুণে,
সে আমাকে জান্‌লা খোলার বিরুদ্ধে যে-সব
যুক্তি দিয়েছিল তুমি চম্‌কে উঠবে শুনে।

এই একই জানালা থেকে তাকে বিদায় দিয়ে
আমি সুনির্মিত
দুর্গ গড়েছিলাম আমার তরুণ হৃদ্‌ভূভাগে
ভগবানের মতো।

এই একই জানালা থেকে তুমি আমার পাশে
দেখছো আমার মূর্ত স্মৃতির খনি,
ভগবান জানি না, কাকে প্রেম বলে জানি না,
মানবো তুমি যা বলবে, মা-মণি॥

BANGLADARSHAN.COM

এক-একজন

“বলো রাজি ?”
অলজ্জ একটি আধুলি তুলে শূন্যে ঝুলিয়ে লুকিয়ে নিলাম
কাঠবেরালিটাকে তা সত্ত্বেও পোষ মানানো গেলো না।

ঘর-গরজী কাঙাল, পর-ভালানি ফকির,
হাড়-জ্বালানো ফাজিল, বুক জুড়োনো ময়ূর-
একে-একে সবি তার পায়ের কাছে রাখলাম,
কোথায় পা, কোথায় কী- কাঠবেরালিটাকে ধরাই গেলো না।

“নারীর বুকের জঘন্যো জ্যোরতির্ময়তায় তোকে রাখবো,
সপ্তদশীরা তোর সুপ্তিসুখের জনয্ সমস্ত খোয়াবে,
ঈশ্বরের এক-একর জমির উপর
মেয়েদের নিয়ে তুই খেলা করবি
কোনো শুল্ক তোকে দিতে হবে না, কোনো জরিমানা”-
নিটিরপিটির কাঠবেরালিটাকে তবু কিছুতেই কিনতে পারা গেলো না॥

BANGLADARSHAN.COM

বিজয়া

যে-মুহূর্তে আমি তোমায় সন্দেহ করতে শিখছিলাম,
তোমার গ্রীবার নৌকোখানি তোমার চোখের গঞ্জশহরগুলি
বঙ্গোসংস্কৃতির মতো বেদনভরা আঙ্গিকে তাকালো ;
ঝড়বাদল শ্রাবণরাত্রে সনির্বন্ধ তীব্র অনুরোধে
আমায় তুমি ব'লে উঠলে "ভালো থেকো"- ব'লেই কেমন ক'রে
নিজের মূর্তি ডুবিয়ে দিলে। দারুণ মহান্ সেই গোধূলি থেকে
বসুন্ধরায় তোমার মতো আর কাউকেই বিশ্বাস করি না।

BANGLADARSHAN.COM

তীর্থযাত্রী

মা আমাকে নিয়ে একদিন, হাত ধ'রে,
গিরিবর্ত্মের মতো এই বাঁক পার ক'রে দিয়েছিল :
ক্ষুধার্ত পথ, পথের দুরূহ প্রান্ত ;
কাঁকন-খোয়ানো কালো এই গলি, দস্যু অধ্যু ষিত
ফাটল-স্ফারিত প্রকাণ্ড ময়দান
হাত ধ'রে পার করেছিল একদিন।

মাকে আমি আজ হাত ধ'রে ধ'রে এ পথ করাবো পার,
মা আজ আমার শিশু,
সতর্ক হাতে ঢাকি দুয়েকটি রূপালি চুলের গুছি,
আপাতত এই ক্ষুধিত পথের ক্ষুরধার চক্রান্ত
কামক্রোধমোহান্তব্যথবসায়ী
পার হয়ে যাই, মা কিছু জানে না, মা আজ আমার শিশু॥

BANGLADARSHAN.COM

ক্ষান্তি

বরবটির খেত ঘুরে রামনাথ বিশ্বাস রোদ্দুর।
তুমি খুশি হও, তুমি অভিযোগ কোরো না,
বোলো না ‘অভাব’ বলো ‘বাড়ন্ত সকলি’,
বরবটির খেত ঘুরে পর্যটন করছে রোদ্দুর।

আঙুল হেলিয়ে দোলে বরবটির সার
জননী পৃথিবী সুখী, তিনি রাজমাতা,
রত্নগর্ভা ; আপাতত আর কোনো শস্য নেই তাঁর,
আর-কোনো চাষী নেই। মনোনয়নের শস্য নেই।

তা ব’লে কী এসে যায় ? কচি-কচি বরবটির মুখে
বাতাস লেগেছে, আর রোদ্দুরের তেজে
বেড়ে উঠে তারা হেসে কুটি-কুটি নেচে-নেচে সারা ;
এবার মরতে তিনি রাজি। নৌকো খুলে দাও, মাঝি॥

BANGLADARSHAN.COM

২

আমি তো আগেই যতো সন্তাপ এনেছি রূপান্তরে
শরদচন্দসন্নিভ সরোবরে।

আমি কি দুখেরে ডরাই ? আমি তো প্রস্তুত হয়ে আসি,
রাখি কুবলয় কোকনদে বুক, বুকে মৌহারী বাঁশি।

তিনটি নিয়তি দুই বেলা আসে ছন দিয়ে ছাওয়া ঘরে,
বাঁকা চাতুরীর মরালগ্রীবায় তবু সারাদিন ভাসি
যোগীর অবোধ চিত্তের মতো নির্মল সরোবরে।

রাত্রে যখন ক্ষান্তি, বুঝেছি বাজে মৌহারী বাঁশি
ত্যা গের অগাধ সলিলে, হরিশ্চন্দ্রের সরোবরে॥

দ্বিতীয়ার্ধ

সমস্ত দিন জ্যো ৎস্না হয়ে গিয়েছিল,
দোলনচাঁপা গাছের নিচে আমার বন্ধু এসে
চিনিয়ে দিয়েছিল আবার চন্দনের রং
শিশুর মুখে নারীর অংসদেশে ;
এবং যেসব পূর্বসংস্কার
দ্রাবিড় ভারতবর্ষে ছিল : পাখির পূজা জন্তুজীবাত্মার
গন্ধনিবিড় উপাসনা, উপাস্য এবং
উপাসকের উলঙ্গ শৃঙ্গার-
সেই স্বদেশে গিয়েছিলাম বন্ধুর নির্দেশে।

তাহলে কি সমস্ত রাত তেমনি জোৎস্না হবে ?
চেয়ে দেখি চন্দ্র এসে পাপীর হাতের ছাপ
সুষুম্নার মাপ
তুলে নিয়ে আমায় দেখায় ; দিনের বেলায় তবে
বন্ধুকে আমার
দস্তানা বানিয়ে আমি বিমিশ্র বাস্তবে
কঠিন সত্যেন স্বপ্নের উত্তাপ
নিয়েছিলাম ? বন্ধুকে দস্তানা
বানিয়ে নিয়ে কেন আমি প্রচণ্ড রোদ্দুরে
টাঙিয়েছিলাম প্রকাণ্ড এক স্নিগ্ধ সামিয়ানা ?
দেবদারুডাল রোমশ হাতে ছেঁড়ে আমার সুযোগশুক্ল ডানা॥

BANGLADARSHAN.COM

সর্বস্ব

যা-কিছু নিয়ে খেলা দেখাতাম
সেই আকাশ-ছোঁয়া তাঁবু,
ঢাল নেই তরোয়াল নেই সেই অতীন্দ্রিয় নিধিরাম সর্দার
আর সর্বময়ী মানবী আমার আর
বাঁকুড়ার গোল-গোল তাসের জীবন্ত দশাবতার
তারা এখন কোথায় ? কেঁদুলির মেলায় ?
কে তাদের খাওয়ায় পরায় ?
কোনো নৌকো নেই তাদের কাছে যাবার।
তাদের মুখের আদল, কথার নকল, হাঁটার ধরন
নক্‌শি-খাতায় তুলে রাখিনি, রাখলে বরং
বাকিটা জীবন খেলা দেখিয়ে যাওয়া সহজ হতো।

BANGLADARSHAN.COM

সেবার যখন মানভূমে খেলা দেখিয়ে ফিরছি
অচেনা একজন বন্ধু রাস্তা থেকে বুকের ভিতরে উঠে এলো,
হাজার ডাকলে কথা কয় না, কানে নেয় না,
সঙ্গে থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে থাকে,
এটাই নিদারুণ গুণ তার ভয়ংকর দোষ,
কোনো একটা নতুন খেলার মহড়া তার সামনে করলে
কিছু বলে না, ফিকির-ফন্দি বাৎলে দেয় না, কিন্তু
যখন খেলা দেখাই মঞ্চের উপর সমানে থাকে ;
তাকে নিয়ে খেলা দেখালে আমার কোনো খেলাই উৎরোয় না।
সে আমার খেলার সবচেয়ে ক্ষতি মারাত্মক মুশ্‌কিল,
তবু তাকে ছাড়া আমার কোনো খেলাই দেখানো হয় না॥

করুণা

মাঝে-মাঝে মৃত্যু এসে কথা বলে পৈশাচী প্রাকৃতে,
এ ওকে সুযোগ বুঝে “বাছা আয় ছদ্মছাগশিশু”
ব’লে খুব কাছে নিয়ে সঁপে দেয় প্রজ্বলিত ঘৃতে,
সেই ঘৃত রমণীর-কানের ঝিনুকে ঢেলে কিছু
চিত্রিত করোটি হাতে বহ্ন্যুৎসব করে পৃথিবীতে ;
মাঝে-মাঝে তুমিও কেমন যেন ভীষণ অনৃজু,
ভুরুর কৌটিল্যা থেকে আরো বেশি তির্যক নিভৃতে
স’রে যেতে-যেতে শেষে ফিরে এসে অবাক করেছো।

এই কি তোমার রীতি, মুখোশের নিচে ঝর্না বয় ?
রুক্ষ উপেক্ষার তলে রুক্মল মখমল শিহরে,
শকুনি পাখিরে মেরে বহির্দ্বারে টাঙিয়ে ভিতরে
আস্তৃত করেছো আভা, যান্ত্রিক দুর্যোগে যেন ‘ক’য়ে
শোনা যাচ্ছিল না কিছু, ‘খ’য়ে চেনা নারীকণ্ঠস্বরে
গান শুনি, তুমি কি পাগল হলে হে করুণাময় ?

BANGLADARSHAN.COM

স্থগিত

কেউ কিছু মনে কোরোনা আমার সে-সব প্রতিশ্রুতি
এখনো যদি স্থগিত রয়, মনে করিয়ে দিয়ো না আমি
নিজের শক্তি বোঝার আগেই শব্দিত সেই শপথগুলি
উচ্চারণ করেছি কেন ? আমার হাতে যে-শিশু দুটি
পরিচর্যা পেয়েছিল, হঠাৎ কেন অতর্কিতে
পথের বাঁকে রেখে এলাম, কেন তাদের মালতী-পুঁথি
জলের দামে মনোজ্ঞানীর গ্রন্থাগারে দিয়ে এলাম ?
মাকে দেখলে এখন কেন গান বাঁধি না আগের মতো ?
যে গেছে তার নামের আগে 'উন্মাদিনী' কেন বসাই ?
যখন দেখি আকাশ ছেয়ে শরৎ নামে শাদা পাখির
আমার শুধু চোখের দেখা, তাছাড়া কিছু পারি না আর,
যখন দেখি বস্তি-পাড়ায় শিকার-শুয়োর বাঁচিয়ে রেখে
এক-এক ক'রে শরীরাংশ-মাংস কাটে জল্লাদেরা,
আমার শুধু চোখের দেখা, আমার শুধু কান্না-পাওয়া,
হাত-পা বাঁধা এখন আমার আলোয় এবং অন্ধকারে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভয়ানক ভালো ওরা

যে এসে তোমাকে রোজ অপমান করে,
তুমি যে-দর্জির হাতে শরীরের মাপ রাখো,
যে এসে তোমাকে রোজ ভালোবাসে,
তুমি যে-পাথরখানি প্রিয়তমা ভেবে ভালোবাসো,
যে-অসতী ফোটায় টগরফুল নিজের গরজে,
যে-অতিথি পিঠের পিছন থেকে ঘর ভাঙে,
যে-নারী শিশু ভাঙিয়ে ভিক্ষা চায়,
যে-কিশোরী চশমার ভাঁজে ভাঁজে আবির বিঁধিয়ে চলে যায়,
মূর্তিমতী যে-অবিদ্যা সাময়িক উদ্যত দয়ায়,
যে-পোকা বুকের মধ্যে চিত্রকল্প কুরে-কুরে খায়,
প্রত্যেতকে নুলিয়া ওরা সিন্ধুজলে তোমার অধ্যাযয়।

BANGLADARSHAN.COM

অহরহ সুখ

প্রত্যুহ ঘেঁষে একটি সারস অন্তত একবার
ডানা মেলে ধরে, কিছু নিতে চায় সবার রেকাবি থেকে ;
কলাবতী-লাল স্কুল-বাস থেকে ছোট্ট মেয়েটা হেসে
সাতটি হত্যার প্রতিহত করে। বিগত নারীর মুখ
অভিনেত্রীর ভঙ্গুর মুখে ভেসে ওঠে, একবার
ভাবি টেলিফোন তুলে ধরে ফের কান্নায় ভেঙে পড়ি,
সঙ্গে-সঙ্গে কোন্ পিরিয়ডে কোন্ ক্লাস মনে পড়ে ;
বোকা বেয়ারার সাইকেলে সেই বেতের ঝাঁপিতে রাখা
সারাটা দিনের টুকিটাকি সব, আমি যেই কাছে গিয়ে
বোকা বেয়ারাকে তাদের পাড়ার রামনবমীর চাঁদা
দিতে যাই দেখি তার অভাবের মরুভূমি ছেয়ে ফেলে
যথাযথ এক রজত সারস নিচু হয়ে উড়ে যায়

BANGLADARSHAN.COM

স্নিগ্ধ প্রতিশোধ

আমি সূর্যের জন্যস পানীয় ঢেলে দিচ্ছিলাম
আমার বেতের চেয়ারে ব'সে ;
তুমি পড়োশির ছোটো মেয়ের জন্যপ কার্ডিগান
বুনছিলে এক অনিন্দ্যয় সন্তোষে ;
বলা ভালো, সূর্যের উদ্দেশে আমার আতিথ্য
প্রতিবেশীর প্রতি তোমার দায়িত্ব
অনন্তকাল সমান্তরাল চলার পর
চেয়ে দেখছি তুমিবিহীন আমার ঘর।

সূর্য জানেন তাঁকে সাদরসম্ভাষণে
আমি কেমন সপ্রতিভ, একই ধরনে
এগিয়ে তাঁকে বসতে বলি, এটা বা ওটা
দেখতে দিই, তিনিও জানেন আতিথেয়তা
প্রতিশোধের শিল্প আমার ; সমস্ত দিন অন্তহীন
খেলিয়ে তাঁকে বিকেলবেলায় ডাঙায় তুলে বলবো : 'মীন,
কোথায় তুমি রেখেছো তাকে ?' সদুত্তর না পেলে তবু
উষ্ণ চায়ে পাত্র ভরে বলবো : 'গলা ভিজিয়ে নিন্।'

BANGLADARSHAN.COM

নারীর নিজস্ব

একমাথা চুল নিয়ে ভালোবাসতে এলে
পুরুষ আমার,
মুহূর্তে ভেবেছি আমি চারদিকে দেয়াল তুলে দেবো
ভালোবাসবার
অবকাশ পাবে তুমি। খয়েরি রঙের সূর্য জ্ব'লে উঠে জ্ব'লে
গলে গেলে তবু
টালির ছাতের রাঙা চৌকো বেয়ে তর্‌তরে চাঁদ
ছেলেমানুষের মতো নেমে গেলে তবু
একমাথা চুল নিয়ে ভালোবাসবে যুবন্ আমার
সারাদিন সারারাত দিন সারারাত
হীরের চিরুনী দিয়ে ওরা যদি তোমার চুলের
পরিচর্যা করতে আসে, তুমি, শুভ্র দুর্নীতি আমার,
প্রকাশ্যে আমার বুকে মাথা রেখে দাউদাউ কাঁদো।

BANGLADARSHAN.COM

অতীন্দ্রিয় মাকড়সার মতো

আমার ঘরের দেয়ালে পনেরো শতকের গির্জের একটা লাতিন স্বরলিপি আছে
বড়ো-বড়ো হরফে লেখা, কিন্তু আমি তার এক অক্ষরও বুঝতে পারি না ;
এবং সেজন্যদ কোনো অনুতাপ নেই। আমি মাকড়সার মতো ঐ গান
ঘিরে থাকি ; উপমেয়-উপমান ভুলে যদি সত্যি আমি ঊর্ণনাভ হয়ে যাই তবে
কেউ এসে হাতে নিলে মৃত্যুপ তার প্রজ্ঞার মুহূর্ত হবে।

BANGLADARSHAN.COM

দম্পতি

ওদের মধ্যেত একটা গাছের দূরত্ব বেশ ভালো

ওদের মধ্যেত অন্তত দুই ঘর
দেশান্তর ভালো।

ওদের মধ্যেত দশটি দিগন্তের
শোভন অন্তরালও।

কিংবা আরো যোজন সুদূর, কৌম সভ্য তার
পার্বণের শেষে যেমন ভীষণ কাছে এসে দুজন
জল্লাদের খড়্গে শুয়ে মৃত্যুমিথুনমশাল ঝল্‌মলালো।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিদান

তিব্বতী বণিকসংঘ পশম চমরীপুচ্ছ লবণ সোহাগা
মৃগনাভি এনেছিল, যাবার সময় নিয়ে গেছে
তামাক ওষুধ চিনি ধাতুপাত্র ; এবং সেদিনও
তিব্বতের তুলো দিয়ে কাংগ্রা কিংবা কুলু উপত্যগকা
বিনিময়ে কতো জামা বুনে দিতো, সেই কথা ভাবি।

ভয়াল দুপুরে আমি বুঝেছি প্রাণীর কাছে তৃণ
চাইলেও হতে হবে বণিকের মতন মেধাবী।

BANGLADARSHAN.COM

পাখির সঙ্গে পটুয়ার খিটিমিটি

বেগুনি দুর্গাটুনটুনি জানে কী পর্যন্ত
মুহূর্ত দিয়ে ছবি আঁকা চলে মহানিম গাছে,
আমাকে বললো : ‘আপনি একটা ছবি আঁকুন তো
শুধু মুহূর্ত জড়ো ক’রে ?’ আমি শিল্পস্বরাজে
তার কথা শুনে ছবি এঁকে নিতে হন্তদন্ত ;
শয়তান পাখি বিদ্রূপ ক’রে বলে ‘ভদন্ত,
মিছেমিছি কেন কিচিরমিচির আনাচে-কানাচে ?’

দেখি মুহূর্ত নিজে অহেতুক ছবি হয়ে আছে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভুক্তভোগী

হুবহু-বিবাহিত তিনটি লোক
অবিবাহিত থাকে দিনে
জীবিকা নির্বাহ করে নিছক
দখিনা বাতাসের ঋণে।

অথচ প্রৎযহ্ দেখি তাদের
পাখা গজায় রাত্তিরে,
নিমজ্জিত করে সধবাদের
ভোগবতীর কালো নীরে।

তবুও পূজা করি আমি তাদের
শেষরাতের সুপ্তিকে,
বিবশ হাতগুলি কৃশ চাঁদের
খেয়া ভাসায় পুবদিকে।

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে তবু তুমি অবিশ্বাসী হতে বোলো না

টেডি-বালক জামার পিঠে বুক-সাঁতারু বারুদ-নারীর ছবি
পোষণ করে ; পূষণ তুমি রাগ কোরো না ;
আমার ঘরে যারা আসে কেউ প্রিয়া কেউ অবান্ধবী
পূষণ তুমি রাগ কোরো না, লক্ষ্মী সোনা।

ওরা সবাই মশাল জ্বেলে দুপুর বেলায়
এ ওর মুখে নানা রকম মুকুর হেলায়
এ ওর উপর খেয়ালখুশির কুকুর লেলায়,
মেয়ে তো নয় কয়েক গুচ্ছ প্রবঞ্চনা...

একটি নারী আমাকে খুব ভিতর থেকে
টান দিয়েছে, আমার গহন শিকড় দেখে
খুব পছন্দ হয়েছে তার দ্রুতবেগে,
কবুল করছি সব ঘটনা :
উঠোন-ভরা জলের উপর নৌকো ছেড়ে
তোমায় খেলা দেখাচ্ছিলাম, কপালফেরে
আমায় ছেড়ে তোমার কাছে গিয়েছে সে-
পূষণ তুমি রাগ কোরো না॥

BANGLADARSHAN.COM

আত্মনিবেদন

তোমায় ঘিরে হাজার লক্ষবার
বলবো, গৃহস্বামি,
যত্তে, রূপং কল্যাণতমং
তত্তে পশ্যামি।

আমি একজন দারুণ মূর্খ লোক
বাঁচতে গিয়ে শেষে
দেখি অঢেল অশেষ দুর্ভোগ
নিজের নির্দেশে।

ছুটতে গিয়ে দেখেছি রেললাইন
কল্যা ণসঙ্কেতে
মিশে আছে, হঠাৎ প'ড়ে গেছি
বিলুপ্ত ফিশ্-প্লেটে।

BANGLADARSHAN.COM

আমি একজন বোকার হদ্দ বোকা
তা সত্ত্বেও জোরে
ব'লে উঠি তুমি আমার দলে
খেলতে আসবে ভোরে॥

উৎসর্গ

মারাঠি প্রজাপতি আমার, ঘুরে-ঘুরে ঈশ্বরের পায়ের কাছে
অভঙ্গ শোনাও,
বাঙালি ভালোবাসা আমার, কবিওয়ালার ধরনে তুমি কিছু
হাফ-আখড়াই গাও-

দেখতে-দেখতে আমি কেমন প্রিয়তমার বুকের নিচে
আলোর প্রজাপতির পাশেই স্পর্ণপ্রবল পুতুল শোয়াই,
কতো সহজে আমার শরৎ চৈতালির আষাঢ়ে ভিজে
দিগ্বিদিকে ফেরার হলো। এবং ভগবানের দোহাই
চিত্রিত কাঁচুলি জুড়ে বিশ্বভুবন দেখতে-দেখতে
আমি সেদিন বলেছিলাম ‘আল্লা মেঘ দে’ ‘আল্লা মেঘ দে’ ;
তোমার দয়ায় আজকে আমার ঘরে হাজার মেঘের মজুত,
আমি সেসব মেঘের ধারায় অবিশ্বাসের সকল খোয়াই
মুছে দিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াবো খুব অপ্রস্তুত !

BANGLADARSHAN.COM

জেরা

তুমি তাকে দেখেছিলে ?

দেখেছি বলেই মনে পড়ে।

প্রথমে কোথায় ?

সেই সুবিমল চৌধুরীর ঘরে।

কোন্ অবস্থায় ?

আমি এ-প্রশ্ন আপত্তিকর, বলি।

কেমন গায়ের রং, শুধু শুভ্র ?

শুধুই কজ্জলী।

তার সঙ্গে আর কারা লিপ্ত ছিল ?

বলতে পারি না।

তার সঙ্গিনীরা ?

নীলা, শকুন্তলা, ক্লারা ব্যা লেরিনা।

তার গতিবিধি জানো ?

পরিব্যাবপ্তগ্রামে ও নগরে।

এখন কোথায় ?

কেন, সে আমার ভিতরের ঘরে॥

BANGLADARSHAN.COM

নির্বাসন

আমি যতো গ্রাম দেখি
মনে হয়
মায়ের শৈশব।

আমি যতো গ্রামে যতো মুক্তক পাহাড়শ্রেণী দেখি
মনে হয়
প্রিয়ার শৈশব।

পাহাড়ের হৃদয়ে যতো নীলচে হলুদ ঝর্না দেখি
মনে হয়
দেশগাঁয়ে ছিল কিন্তু ছেড়ে-আসা প্রতিটি মানুষ।

ঝর্নার পরেই নদী, নদীর শিয়রে
বাঁশের সাঁকোর অভিমান
যেই দেখি, মনে হয়
নোয়াখালি, শীর্ণ সেতু, আর সে-নাছোড় ভগবান।

BANGLADARSHAN.COM

শুধু সবুজ

সারা দুপুর শুধু একটা সবুজ আমলকি
নম্র হল নম্র হল আরো,
দু-ধারে তার দারুণ দুপুর শিউরে-শিউরে গেল
এমন কি সেই পারুল।

সারা দুপুর শুধু একটা সবুজ আমলকি
নম্র হল নম্র হল বুকে,
ওদিকে এক প্রেমিক তখন মালঞ্চের মাঠে
ডরাচ্ছিল জীবনকে, মৃত্যু কে॥

BANGLADARSHAN.COM

নর্তকী

পিঠের জামার বোতাম এঁটে নিয়ে
যেটুকু সময়
লেগেছিল, তারি মধ্যে দেহশরীরময়
লহর তুলেছিলে তুমি ; আমার মৃত্যুশভয়
চূর্ণ করে দেবে বলে নিম্নগ বেণীতে
অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছিলে ; চূর্ণ করে দিতে
আরো একটু সময় লাগলে কী আর কালক্ষয়
হতো বলো ? কিন্তু তুমি লাস্রের চকিতে
বশ করেছো মৃত্যুগকে, হে মৈত্রেয়ী প্রলয় !

BANGLADARSHAN.COM

মাঝরাত্রি

সে আমায় পূজা করে যেতে
এসেছিল। আমার তখন
মাঝরাত্রি, ঘুমে কাদা। জতু
গড়িয়ে পড়েছে মুখ থেকে
বালিশে। জিহবাগ্র লেলিহান
সর্পিষ্ণু, স্বপ্নের স্নিগ্ধ তৃণ
জল্লাদের মতো ছিন্ন করে
নগ্ন দাঁতে, তবু সেই ফণা
উদ্যত আবার। সে আমায়
এরি মধ্যে পূজা ক'রে যেতে
এসেছিল ! তখন আমার
সাময়িক শব পড়ে আছে
বিছানায়, অসভ্য অলস
মস্তিষ্ক তখন শয়তানের
গবেষণাগার, বিচক্ষণ
বাক্‌পটুত্বের মুখচ্ছদ
অপসৃত বিলক্ষণ। তবে
পূজা করতে কেন এসেছিল,
বিশেষত যখন আমার
পায়ের কাপড় সরে গেছে !

BANGLADARSHAN.COM

পুরুষ

তুমি কোন্ রন্ধ্র খুঁজে বিদ্যু তের প্রায়
তৃণের অরণ্যে গেলে ঢুকে,
অন্যর-অন্যে রমণীরা অঞ্জনার মতো অসহায় :
বর্বর বায়ুদেবতা তাদের কাপড় দূরে ফেলে
নরক গুলজার করে একা-একা ; আমি পাপ করা যায় কিনা
এই মর্মে অভিধান থেকে অভিধানে
নুড়ির মতন ছুটে নিজ করোটির অভিমানে
ফিরে আসি- কাজ না হাঁসিল ক'রে- আর তীব্র বীণা
তৃণের অরণ্যে বাজে, যে বাজায়, গায় যথারীতি :
'কিছুতেই কেনা যাবে না খুঁতখুঁতে পুরুষের সিঁথি।

২

BANGLADARSHAN.COM

উদ্ভট,
সমস্ত শিখেও খুব অশিক্ষিত রয়ে যায় বলে
কোনো ভদ্রলোক রাত্রে থাকতে দেয় না ;
একবার কোনো-এক ভদ্রঘরের সুনয়না
তাকে জননীর মতো কোলে
টেনে নিয়েছিল, কিন্তু সে চেয়েছে নির্গুণ ব্রহ্মের মতো বট
একরাশ ফুলের জঙ্গলে।

৩

ভীষণ একটা শাস্তি দাও আমাকে,
একেবারে শিকড়ে দাও টান,
নতুন শিকড় হতেও সময় লাগে,
দয়া করে আমাকে তার আগে
নির্বিচারে করো ছত্রখান।
আমি একবার পলিথিনের পরীর
শব্দ পেয়ে সমস্ত বাগান

খুঁজে এলাম : সকলি সুন্‌সান ;
নক্‌শা তোমার কেমন তৈরি থাকে !
এই আসনে শুকাও আমার শরীর।

৪

পেট্রোল পুড়িয়ে চলল ফিস্‌ফাস্‌-চক্রান্তে মফঃস্বলে,
সাত খুন মাপ জেনে তারা শালবনের অন্দরে
সাড়ে-ছ'টি খুন ক'রে দেহগুলি চিন্ময় বল্কলে
ঢেকে উপহার দিল পাড়ার মোড়লকে লগ্ন ধ'রে-
আমি সবি জানতাম ! আমাকে পুরুষ বলা চলে ?

৫

নিরপেক্ষ মধ্যমপথের হিরণতৃপ্তি বুকে আঁকড়ে
চলতে যাবো এমন সময় তুমি আদিম রক্তহ্রদে
নেয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে খুব তলায় হাৎড়ে
খনিজ কোন্‌ প্রদীপ আনলে, তারপরে সেই প্রদীপ ভাঙলে
আছড়ে ফেলে পাড়ের উপর ; অন্ধকারে আমার খ-ধূপ
জ্বলছিল-যেই তুমি তখন হাসছিলে খুব একতলাতে।

BANGLADARSHAN.COM

ধাঁধা

একটা শালিখ অমাঙ্গলিক, দুটো শালিখ ভালো,
তিনটে শালিখ শুধু চিঠির ডাকঘর বসালো।

‘চিঠি, শুধুই চিঠি ?’
কোটর থেকে তক্ষকটা হক্‌চকিয়ে কেশে
অবশেষে হাসল মিটিমিটি।

একটি নামের বানান ভেঙে সাতটা প্রজাপতি
বানাতাম, আর বানাতাম গাথাসপ্তশতী।

‘গান, শুধুই গান ?’
দোজবরে এক ফাজিল বুড়ো আমারি উদ্দেশে
সকৌতুকে করল মদ্যপান।

BANGLADARSHAN.COM

পিতার প্রতিমা

মালীর অভাবে পিতা বাগানের ভার নিয়েছেন।
এমন সন্দেহ নিয়ে প্রতিটি বৃক্ষের দিকে যেতে
কাউকে দেখিনি আমি।
‘লতানে জুঁইয়ের নাম করে ওরা ঠকিয়ে আমাকে
ভুল গাছ দিয়ে গেছে’ শুনি তাঁর দারুণ চীৎকার,
যেন মৃদু পাপে গুরু শাস্তি দেবেন ;
আমি ভয়ে-ভয়ে ঘুরি ঝুল-বারান্দায়
‘এনেছি লতানে জুঁই’ এই বলে চালিয়ে দিয়েছি
আমিও, এ-পর্যন্ত, ফেরার মালীর মতো পাপী,
যদি দণ্ড পাই সেই তীব্র ভয়ে দূরে-দূরে ঘুরি,
কর্মরত পিতার প্রতিমা তবু দেখা চাই, তাই
চতুর সামীপ্যেপ থাকি যেখানে পিতাকে দেখা যায়
অথচ আমাকে পিতা দেখতে না পান, সেইখানে ;
কিন্তু কে দেখেছে কবে কর্মরত পিতার প্রতিমা
তাঁর ঠিক পাশাপাশি না দাঁড়িয়ে ? আমি সুতরাং
পিতাকে অংশত দেখি, আপাতত দেখি
খুর্‌পি কেঁপে যায় তাঁর ডানহাতে, খুর্‌পিটা কেমন
অবাধ্য ছোকরার মতো শিস্‌ দিচ্ছে, তবু তাকে তিনি
বেত্রাঘাত না করেই গভীর সৌজন্য্‌ শেখাচ্ছেন,
স্পর্ধিত-বিনীত খুর্‌পি কেঁপে-কেঁপে যায় ডানহাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

পুরোহিতের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর

বিকিনি-পরা বিদেশিনীর সহজ বিকিকিনি
চেনো কি তুমি ? ‘চিনি।’

ধানি শাড়িতে ধনী যখন তাকায় ভীরু-ভীরু
জানো কি তাকে ? ‘আমার দিকে ফিরুক।’
যদি না ফেরে, যদি শুধুই নিরপেক্ষ রহে ?
‘দধীচিসম ধৈর্য বুক দহে।’

তাহলে তুমি দুঃখ জানো ? ‘বিলক্ষণ জানি।’
তাহলে কেন আত্মার বনানী
পিছনে ফেলে টেব্‌ল্‌টেনিস খেলতে গিয়ে শেষে
নাগরিকের চলস্রোতে হঠাৎ যাও ভেসে ?

‘কী বোঝো তুমি, ঈশ্বরের ভাড়াটে সন্ন্যায়সী ?
দেখোনি বুঝি আমি যখন ভাসি
কোথাও কোনো বৃক্ষ গড়ে কোন্ সে-চিরায়ত,
আত্মা গড়ে কে কারিগর, আর সে দ্বিতীয়ত
বাঙালি কোনো মেয়ের মতো বিদেশিনীর মতো !’

BANGLADARSHAN.COM

ধ্যানধারণার ভিড়ে

কলকাতা-সময় অনুযায়ী

সে আমাকে আত্মার আঁচলে নিল তখন রাত্রি দশটা।

এদিকে তোমরাই-তার অশুভানু ধ্যায়ী-

মধুপুরে দেখেছিলে আমার অভাবে ঘুরছে শ্মশানে মশানে ছিন্নমস্তা।

যশিডি-সময় অনুযায়ী

ওঁরাও নারীর গুচ্ছে, রাত একটা, সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা।

ওদিকে উৎসাহী

তরুণ কবির ভিড়ে, ভবানীপুরে, রাত্রি দুটোয় তুমি আহুর মজদা।

এতগুলি ধারণার চড়াই-উৎরাই

ভেঙে যেতে-যেতে আমি অভিমানে ভাবি তুমি পিতৃকুলায়ে স্নেহে নষ্টা

অনাত্মপুত্তলী ; তুমি জেনেছো বিলীয়মান সব ধারণাই,

জঙ্ঘায় ত্রিশূল-চিহ্ন সহজ বিবেকে আঁকবে কোন্ শাস্তিদাতা ?

BANGLADARSHAN.COM

তিন সঙ্গী

বাগনানে যাবার পথে তিনটে বাচাল সঙ্গে নেবো,
সারা রাস্তা কথা বলবে।
বাগনানে যাবার পথে কাদা ছুঁড়বে যে-কেউ আমাকে
তল্পিতল্পা থেকে অমনি তিনটে বাচাল কলকলাবে,
কথায়-কথায় তারা লোফালুফি করবে কলকাতাকে,
তাদের বাদিত্র জানি বড়ো জোর আম আঁটির ভেঁপু।

তাদের গোলমাল কিছু ভিন্ন ধরনের, থেকে-থেকে
শোনাবে ছড়ার ছন্দ।
স্টেশনে লোক্যাল থামলে তালে-তালে বলে উঠবে : “কে কে
দজ্জালতা করবে এসো ঢেলে দেবো মালতীর গন্ধ”-
ট্রেন চলতে শুরু করলে চোখা-চোখা শব্দের চেরাগে
এমন জ্বলবে যেন জোনাকি জ্বলেনি এর আগে।

BANGLADARSHAN.COM

বাগনানে পৌঁছবো যেই আমার চৌহদ্দি সারা হবে,
বাচাল তিনটেকে ডেকে পয়সা দেবো, এক মুহূর্তে ওরা
থেমে যাবে, সব পাগলাঝোরা
থামিয়ে এ ওর দিকে তাকাবে অকূল পরাভবে ;
কেননা আমি তো যাবো ঘরনীর কাছে বাড়িতেই,
তিনটে বাচাল জানে তাদের কোথাও বাড়ি নেই।

চামুণ্ডা

আহত পশুকে পাখির মতন দেখতে ;
পেলব নীল পালক
আহত পশুর রক্তে,
সুতরাং তাকে পাখি বলে ধরা হোক।

আহত পাখিটি মানুষের মতো টাস্‌টাস্‌
প্রজ্ঞা বলছে, স্পষ্ট শুনেছি। সে-পাখি
নয় বিধাতার ক্রীতদাস,
জ্ঞানের ব্যকথায় একাকী।

আহত মানুষ পশুর মতন, নখরে
আদিম পাথর, যতোই টগর করবী
তাকে দাও, সে যে হাঙরের মতো গিলবে সে ফুল হাঁ করে,
আমার অভিজ্ঞতায় সে এক মানবী॥

BANGLADARSHAN.COM

রক্তাক্ত ঝরোখা

আমার বিষয়বস্তু : ‘ঈশ্বর’, এভাবে যদি বলি
অঙ্কুরিত হতে পারে অনুযোগ তোমাদের মনে,
অথবা আমারি রক্তে, যে কথাই বলি, মনস্থলী
বিরুদ্ধ আবেগে কিংবা অনুষঙ্গের অনুরণনে
কেঁপে ওঠে ; তাই ভাবি, ‘ঈশ্বর’ বললেই ক্ষণে-ক্ষণে
বিদ্যুওতের মহিমায় অনীশ্বর নরকের গলি
হঠাৎ ফুটে বেরোয়, শয়তানের ললাটে ত্রিবলি,
সন্ন্যাঠসীরূনশ্যাম বিশ্বাস রহে না ত্রিভুবনে।

আমার মন্দিরে তবে পশ্চিমি গির্জার দেখাদেখি
কাচের ঝরোখা গড়ি, স্টেইন্ড গ্লাস, নক্শার উল্লেখে
এঁকে তুলি দাগী দস্যু , পুণ্য লতা, কুরূপা সুরেখী,-
এঁকে তুলি বৈরাগী আভোগী পাপী অথবা নিজেকে,
এসব চরিত্রছবি আমার হৃদয়রক্ত লেগে
ঘূর্ণিযোগে অবশেষে ঈশ্বরে পরিগণিত...একি...

BANGLADARSHAN.COM

২

দিনভর শ্রমিকতা ঈশ্বরের আঙুরবাগানে
সেই ভালো, তার মতো ভালো নেই, তার চেয়ে ভালো
আমার ভালো না। তবে ওরা কেন আমায় সাজালো
আতুর-সংঘের বক্তা, রিষড়ায় বালীতে বাগনানে
বন্যাভর্তের তহবিলে চাঁদা তুলতে টেনে নিয়ে গেল-

চাঁদা তোলা হয়ে গেল। এমন সময় চেয়ে দেখি
আতুর-সংঘের স্ফূর্তি, প্রতিটি সদস্য পিছলে পড়ে
পার্কের মসৃণ শ্লিপে, একটি সদস্য-হয়েছে কি-
আমার মুখের ’পরে এই মর্মে মুষ্ট্যাঘাত করে
‘তালব্য শ-য়ে আ-কার, তুই মেকি, আমরাও মেকি’-

ব’লে অস্থিমাংস থেকে আমার শরীর একটানে
খুলে দিল, ‘শীত করছে’ বলতেই সেই সংঘাতুর
কাদাপায়ে হাতির দাঁতের গড়া আত্মার আঙুর
দ’লে গেল, যেটুকু গড়েছিলাম ভোরের বাগানে।

৩

হেমন্ত বুদ্ধের ঋতু, জৈন সন্ন্যা সীর ঋতু শীত,
কার ধর্ম বেছে নেবো ? যজুর্মন্ত্রের উচ্চারণে
শরৎ সম্মোহ রচে অধ্বর্যু, অন্যমত্র দুইজনে
ঘনায় শাঙনমেহ গৃহকোণে, মাধবীকাননে,
আমি ভাবি সবচেয়ে ভালো নাকি হেমন্তনিশীথ
পথের ল্যাসম্পপোস্ট যবে কুয়াশার দোলানো চামরে
সদ্য অতিথির মতো অপ্রতিভ, অসহায়, বোকা ;
আকাশের ওষ্ ঝ’রে ভিখারীর জটার কোটরে
অমিতাভ হিমবাহ গ’ড়ে তোলে, হঠাৎ কী ক’রে
তরী হয়ে ভেসে যায় সারি-সারি হিমানীকরকা,-
হরিণ, সুন্দর পাখি, যে-পাপী অনপনেয় চোরে
নিয়ে গেছে যে-নারীর বহিরঙ্গ, তীব্র একরোখা
ক্ষুধার্ত বালক ভাসে নির্বাণের সুনীল সাগরে,
বাতিঘরে হেমন্তনিশীথসূর্য রক্তাক্ত ঝরোখা।

৪

আমাকে দেখিয়ে কেন সারা জগতের নীল শিশু
পশম বিলিয়ে চ’লে যায় ;
ঐ শিশুদের মতো সৃজনবিলাসী কোনোদিন
দেখিনি কোথাও ;
-‘তোমরা কোথায় যাও ?’ ‘সৃষ্টির সভায়।’

প্রতিযোগিতায় নেমে পরমুহূর্তেই স’রে আসি ;
কী ক’রে পারবো আমি ? ওরা বড়ো নিপুণ বিলাসী,
পদ্মের উপরে খুব অনায়াসে নগর বসিয়ে

BANGLADARSHAN.COM

ছড়ায় দেদার দাসদাসী ;
-‘তোমাদের কোন্ রাশি ?’ মিথুন অথবা মেষরাশি।’

ওরা কি এখন থেকে যে যার বঁধুকে বেছে নেবে ?
ওরা বেছে নেয়, আমাদের মতো সে খবর ছেপে
পয়সা করে না ;
ওদের বয়স হ’লে ওরাও কি গ্রাহকের কেনা ?
-‘কী হবে তোদের ভালে ?’ ‘আমরা চলি না ভাগ্য মেপে।’

লুকিয়ে বিবাহ করে, মনে হয়, তবু খুব উদার উঠোনে
শিশুদের শিশু খেলা করে,
পাশাপাশি ভালোবাসে, ভালোবাসা হয়ে গেলে পরে
শীত জড়োসড়ো হয়ে এ ওর শরীর উল বোনে-
-‘কোন্ ঘরে ভালোবাসো ?’ ‘টেনিসের খেলার চত্বরে।’

ওদের সকলি জানি, মনে হয়, কে কেমন শৌখিন শৌখিনা,
এক-এক সময় ভাবি সব ফাঁস ক’রে দেবো কিনা ;
শেষে খুব দয়া হয়, বিশেষত মাঝরাতে যেই
চেয়ে দেখি বিছানায় আমার ঘরের শিশু নেই,
টেনিসের মাঠে জ্যোৎস্না, মুখ ফুটে কিছুই বলি না।

BANGLADARSHAN.COM

৫

ধানখেতে এসেছিল বেড়াতে দু-জন,
ধানখেতে শিশু রেখে পালাচ্ছে দু-জন ;

‘এবার স্টেশনে চলো’ বললো একজন ;
‘এবার স্টেশনে চলো’ বললো একজন।

‘সাঁকো বেয়ে নিচে এসো’ এ ওকে বললো,
‘সাঁকো বেয়ে নিচে এসো’ এ ওকে বললো।

আর নেমে এসে দ্যাখে সুন্দর কাঁথায়
রক্তমাখা শিশু নিয়ে ধানী নৌকো যায়।

৬

-অনিরুদ্ধ অনিরুদ্ধ !

-কে ডাকছো, কে আমায় ডাকছো ?

-আমি তোমার প্রাচীন বন্ধু।

-ওহো সুহাস ? ওরে সুহাস !

তমাল ডালে পল্লবিত মেরুন রঙের রোদ্দুর।

-সুহাস তুমি কেমন আছো ?

কৃষ্ণনগর ছাড়লে কবে ?

ন-দশ বছর পরে দেখা,

বয়স ভীষণ বুড়ো বানায় !

তমাল ডালে পল্লবিত মেরুন রঙের রোদ্দুর।

-অনিরুদ্ধ, তোমার মেয়ের

বয়স এখন কতো, উনিশ ?

-সুহাস, তুমি বলতে পারো

মৃত্যুহতে কি বয়স বাড়ে ?

তমাল ডালে পল্লবিত মেরুন রঙের রোদ্দুর।

BANGLADARSHAN.COM

৭

পড়োশিধরনে হেঁটে যাচ্ছিলাম, শুনতে পেলাম

দর্‌মা বেড়া দেওয়া ঘরে কে কাকে বলছে :

‘পূর্ণেন্দু আমাকে তুমি বাগানের মধ্যে নিয়ে চলো

পূর্ণেন্দু, চুম্বন দাও আমাকে, সন্তান না দিয়ে।’

৮

মুখের একদিক লুপ্ত, তবু সে-নারীর

অনির্বচনীয় এক অভ্রের প্রাচীর।

৯

আমার বিশ্বাসের উপর ঈষৎ চাপ দিয়ে
গড়ে তুলতে পারি আমি তরুণ তমাল,
সদাগরী ডিঙা, রাত্রি উজিয়ারা, ভীষণ কানাল,
কিংবা কমনীয় পাখি না-ডানা ঝাপটিয়ে ;

বিশ্বাসে আরেকটু চাপ দিয়ে
ঊষার মনস্বী চক্রবাল
গড়ে তুলতে পারি হয়তো- কিন্তু দু-পা গিয়ে
পাথরের কোণে জ্বালি শালীন মশাল।

না হলে ব্যা ঘাত হবে, হাওয়ায় হেরুকবজ্রবীণা
বেজে উঠে মহাকেলেঙ্কারি,
পাছে আমি ওঝা ব'লে রটে যেতে পারি
আমার বিশ্বাস ভেঙে কিছুই করি না।

BANGLADARSHAN.COM

১০

বাটিকে-আঁকা আকাশে দিনশেষে
তুমি আমার প্রিয়,
রয়েছে যারা তোমার পরিবেশে
তারাও ঈশ্বরীয় ;

তোমাকে সব দিলাম ভালোবেসে
তুমি ওদের দিয়ো।
বাটিকে-আঁকা তোমার মুখে মেশে
বিষম রাত্রিও॥

একা

পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা,
ত্রিজগৎ রুষ্ট যখন ভ্রূকুঞ্চিত
পাতাহীন শিউলি ডালে একলা-একা
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা।

চারিদিক ঘুরিয়ে মরে একই ঘানি
আবেগের অনাবেগের, এমন-কি আজ
বাসনা বাসনা নয়, আশ্লেষেও
নতুনের আস্বাদ নেই, উঞ্ছ প্রথা,
প্রজনন প্রজাপালন যুদ্ধ এবং
সনাতন যুদ্ধরতি অন্যনভাষা ;
পাতাহীন শিউলি গাছের খিন্নশাখে
পাখিটির মাতৃভাষা চেয়ে থাকা॥

BANGLADARSHAN.COM

মাস্তুলতোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নিচে রবীন্দ্রনাথ

মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল, এদিকে প্রবল
বৃষ্টি, স্রোত ক্রমাগত নৌকো ঠেলছে দ্রুতবেগে,
মাস্তুল মড়্‌মড়্‌ ক'রে ভাঙবার উপক্রম, জল...
লোহার সেতুটা যদি এ-সময় লোহার অটল
ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট উপরে ওঠে, মাত্র এক ফুট,
অথবা মাস্তুল যদি কাঠের অটুট
ধর্ম ছেড়ে এক ফুট মাথা নিচু করে কিংবা নদী যদি নদীত্বের থেকে
সামান্যস স্খলিত হয়ে নৌকোখানা ছেড়ে দেয়, খুব ভালো হয়।

তা হবার জো নেই, লোহা সে তো লোহা,
কাঠ সে-ও কাঠ, জল সে-ও জল, সবাই মন্ময়
নিজ গুণে, বিশেষত্বে, ব্য ক্তিবিশেষের কাছে বেঁকে
লোহা কাঠ জল কিংবা তুমি আমি দু-জনার কাছে দোঁহা
নোয়াবো না খোয়াবো না। আর তাই লোহা কাঠ জল
জানা চাই, ইন্দ্রিয়বিদারী আখণ্ডল
পৃথিবীতে জানা চাই, তাই শিল্প। যে-আমি নিজের
গহবরে লুকাই মুখ, যে-তুমি চিবুক রাখো পুবদিকে, বুলবুলিদের
আঘাত করো না, শুধু কাছে এলে স্পর্শ করো, ফুল আর ফল
পাতার বিন্যা স আর পাতার বিনাশে অবিরল
নিজের বিনুনি নিয়ে অণোরণীয়ান্‌ ব্যলস্ততায়
আমাকে জাগাও, তাই প্রেম ; কিন্তু কাল স'রে যায়
দু-দিকে বয়স চলে অসম্পন্ন খেজুরের সার,
দু-দিকে বয়স চলে : আমাদের পথ মাঝখানে,
অন্যো ন্যয় অধরে কিংবা বিশ্লিষ্ট বাহুর হীনযানে
রুক্ষ আমাদের পথ, যা প্রেম তাই তো শিল্প, আর
জীবন সেখানে। শীর্ণ এ জীবন মাত্র কয়বার
স্পর্শ কোরো কাছে এলে কুমারী সিঁথির অভিমানে॥

BANGLADARSHAN.COM

পূর্বাভাস

কেউ আমাকে ব'লে দেয়নি ;
আমার গভীর ঝাউ-সেনানী
আমার সরল সন্ধ্যা তারা
সে-ও বলেনি, ছন্নছাড়া
স্বার্থশূন্যও পাড়ার ছেলে
যে শুধু দেয় রক্ত ঢেলে
সে-ও বোঝেনি, বুঝলে ঠিকই
আমায় বলত, জোড়াদিঘি
জল সরিয়ে দৈববাণী
করতো জানি, ঝাউ-সেনানী
স্বচ্ছতারার বর্শা তুলে
জানান দিত, বাউণ্ডুলে
পাড়ার ছেলে নিশান তুলে
জানান দিত খবর জানলে
চোখের জলের হোমানলে ;
আমিই শুধু বোবার মতো
আমার বুকের উরঃক্ষত
পরখ ক'রে জেনেছিলাম
তোমার মহান মুখের সুঠাম
কলস নিয়ে পথের উপর
নেমে আসবে, আমি উপুড়
সায়রঝুরি পথের মতো
পড়েছিলাম, মাথা নত ;
কিন্তু তুমি সবার কাছে
আমার নিবেদনের কথা
শুনেছিলে, ঝাউয়ের গাছে,
পাড়াতুতো ভাইয়ের কাছে ;

BANGLADARSHAN.COM

অভদ্রতা অভদ্রতা
বলতে বলতে তুমি হঠাৎ
বেঁকে গেলে শাঁকের করাত
চালিয়ে দিয়ে গেলে বেঁকে
অমানুষিক অস্তমেঘে॥

BANGLADARSHAN.COM

অভাবশোভা

ও গেল যখন, পড়োশি মাঠের একটিও ঘন ঘাস
কোনো শিশিরের আর্শিতে তার মুখ
দেখতে যায়নি, ঝাউয়ের খোঁপায় অজস্র বিশ্বাস,
ঝর্নার জল সরল, অকৌতুক।

কেউ কি কখনো যেতে পারে এই বাহিরের ঘরদোর
উপেক্ষা ক'রে, কারো বুঝি কৈশোর
ভেসে যেতে পারে ? পাহাড়ের বাহুযুগ
ঘুমের ভিতরে বুঝতে চায়নি কিশোরের সন্ন্যাস।

ও যখন গেল, পোড়ো মন্দির থেকে
বাঁকা পথ সেই আগের মতোই বেঁকে
চুম্বন নিতে চ'লে গেল তার পাহাড়ী নদীর কাছে।
দু-ধারে গোরুর গলার ঘণ্টা জলতরঙ্গে বাজে॥

BANGLADARSHAN.COM

রুনার জন্যে শীতের কবিতা

বয়সোচিত
শীত

এল আমার
আর

তোমার পাশে
হাসে

কী সুন্দর
ঘর ;

ঘর ছেয়েছে
মেঝে

BANGLADARSHAN.COM

আর কিছু না,
রুনা,

শেষ প্রহরে
ঘরে

উপকরণ
মন॥

তারা দেবী, তোমার মন্দিরে

তারা দেবী, তোমার মন্দির কেন অতো তীব্র উদারায় বেঁধেছো ?
তোমার মন্দির কোন জৈন দেবতার তানপুরা ?
পরক্ষণে, উত্তর শুনতে না পেয়ে, দেখি খুব তুষার জমেছে
চত্বরে, তুষারে খুব ধাতুমূর্তি ঢেকে দিতে জানে,
তুষারে তোমার মুখ সুলতার মতন দেখালো।

সুলতাকে বললাম
‘এসো একেবারে নেমে পড়া যাক :
ধস
যেমন গভীর পরবশ ;
স্কি ক’রে, বেঘোরে, কিংবা কুইজ খেলতে খেলতে
নতজানু অথবা আনাক-
রথবর্ত্ম ঢালু ক’রে ঈগল বা কাক
যে-রকম সরাসরি ঢুকে যায় ঈথারের স্রোতে,
আমাকে জড়িয়ে ধ’রে চলো যাই অবরোহ-ব্রতে’

BANGLADARSHAN.COM

সুলতা আমার কথা বিশ্বাস করে না।

কথাটা আরেকবার সুলতার কানে
সন্ধ্যারয় তুলবো এই ভেবে
বাগানের শৌখিন সংরক্ত ফুলগুলি
নখের নিখাদে ছুঁই, ওরা কেঁপে-কেঁপে
ভদ্রতা দেখাতে গিয়ে নিরংশুক নাচে
মেতে ওঠে, আমি প্রত্যা হার করি স্পর্শক অঙ্গুলি।

আমি কি ইন্দ্রিয়গুলি তোমার গচ্ছিত রেখে যাবো ?
পাঁচজন-ছ’জন ওরা আমাকে নানান্ দিগ্বিদিকে
নিয়ে গিয়েছিল নানা বহির্জীবনের অনুষ্ঠানে ;
এখনো, পুরনো বন্ধু যেইমতো, ওরা খুব জানে

কী ক'রে জুড়োনো যায় ক্ষতচিহ্ন, কী ক'রে রুদ্রাভ
আগুন জ্বালানো যায় মাঘ যবে ছায় পৃথিবীকে।

এইবারে সুলতাকে বলা যায় কিনা
ভেবে দেখি, তারা দেবী, তোমার চেয়েও
স্থৈর্য আছে সুলতার, আছে পরিমেয়
নির্বেদ, তথাপি সুলতা তারা-দেবী না,
যদিও আমাকে খুব সুযোগ দিয়েছে সুদক্ষিণা-
আমি যদি কথা বলি, দেহ
ধ'রে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তবুও সে নয় মনোহীনা।

অথচ বলতে গেলে আরো স্বাভাবিক হতে হবে,
অন্ত্যতমিল ছুঁড়ে ফেলি উদ্যত গহবরে গহবরে,
সমস্ত গহবর থেকে কারা যেন হা-হা হেসে উঠে
অন্ত্যগমিল ফিরিয়ে দেয়, আমি সুটকেশ খুলে দাক্ষিণাত্য থেকে নিয়ে-আসা
ব্রোঞ্জের নটরাজের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ি, সম্মেলক একটি ধিক্কারে
মূর্তি ফেটে যায়, আমি সুলতা কোথায় ব'লে ঝাঁপ দিতে চাই চরাচরে।

BANGLADARSHAN.COM

'সুলতা, তোমাকে কাছে পেলে
বলা যেত, আমার বক্তব্যপ
অত্যযন্ত বিশদ, ঐ গহবরে গহবরে
মানবসংসার আছে, 'পুঞ্জপুঞ্জ প্রাণ
আলোকমালার মতো জ্বলছে দেখছো ?
আমরা তাহলে কেন কিন্নরের মতো
ঝুলে থাকি মধ্য লোকে ? আমাদের সকল সুকৃতি
এইখানে থেমে গেছে, মন্দিরের ওদিকে যাওয়া যাবে না আর,
বরঞ্চ ওখানে চলো নামা যাক।'

সুলতা আমার কথা বিশ্বাস করে না।

'তুমি আগে শিখরিণীদের দলে ছিলে,
অণিমা সেনগুপ্ত যেবার কী-একটা শিবির থেকে প্রাণ হারালেন
তুমি সেই দলে ছিলে। ফিরে এলে যেদিন, তোমাকে

সংঘ থেকে ছিঁড়ে নিলাম গোষ্ঠী থেকে তুলে নিলাম
চার দেয়ালে বেঁধে নিলাম ; তোমাকে খুব জীবনে যেতে দিলে
তুমি আরো মৃত্যুর অধীন হবে, এই ভেবে তোমাকে আমি এমন-কি কখনো
পর্বতভ্রমণ বিষয়ে লেখা নাটকের মহড়ার অংশ নিতে অনুমতি দিইনি ;
তুমি যেন আমার বাড়িতে চৌদিকে মালঞ্চের বেড়ায়
ভালো থাকো, তুমি যেন মণ্ডলে অঙ্কিত থাকো-
এবার, বিয়ের অন্তত ছ'বছর পর আমরা বেড়াতে এসেছি
হিল-স্টেশনে, তোমার তো এর আগে ওঠা-নামার অভ্যা স ছিলই,
তুমি কেন আমার হাত ধ'রেও নামতে পারছ না ঐ মানবসংসারে।'

সুলতা নিস্পদ চেয়ে থাকে।

'তাড়াতাড়ি চলো নেমে পড়া যাক,
ধর্ষকামুক ধস
যেমন উরগ, গহবরপরবশ,
স্কি ক'রে, বেঘোরে, কুইজ খেলতে খেলতে,
আজানু আনাক-
রথবর্ত্মের দর্প নিভিয়ে ঈগল বা কাক
হঠাৎ যেমন সরাসরি যায় ঈথারের স্রোতে
আমাকে জড়িয়ে ধরো, চলো যাই অবরোহ-ব্রতে।'

যতো বলি, নিজের কানেই
দারুণ বেখাপ্পা লাগে, ঘন মাত্রাবৃত্তে কিংবা দীর্ঘ কবিতার মতো ছেদ
টেনে টেনে
যতো বলি, কোনো মানে নেই
মনে হয়, তারা দেবী, তোমার উঁচু মন্দিরেও কথা নেই জেনে
লজ্জায় আমার খুব ঘৃণা করে, সুলতাকে কথা বলতেও ঘৃণা করে,
কেননা, কোনোভাবেই একজনের অভীপ্সা কখনো
আরেকজনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে না, জানানো
যাবে না, এখন শুধু জেনে-নেওয়া। তাহলে গহবরে
নিজে নেমে গিয়ে দেখা যাক॥

BANGLADARSHAN.COM

শ্রমণ

তবে আমার এখন থেকে জেগে-থাকার আমৃত্যু-ভূমিকা-
নিসর্গের যেমন জাগরণ
সন্তাপের ভিতরে জ্ব'লে শ্রাবণী মেলার ধারায় ভিজে
মাঘের তুষারতুষানলে জ্ব'লে-ভিজে
যাত্রাকাল, সারা জীবন ;
যেন একাই অনেক হয়ে যোজন-যোজন চলতে থাকা,
আকাঙ্ক্ষা যেই বিভক্ত হয় অম্নি ভীষণ অনাসক্ত
পাংশু মোমের মিছিল থেকে অতর্কিতে শিখাসংঘ
প্রতিষ্ঠিত আকাশ ব্যেপে ;
রুক্ষ-রিক্ত ভিখারীদের জড়ো-করা শুক্নো পাতায়
হিরণ্যহোম :
ভিখারীদের মধ্য থেকে ফেরা যেমন বাতুলতা,
ফিরিয়ে নিতে এল আমায় প্রিয়জনতা, তবুও আমি
কী-নির্বোধ, জন্মাবো না জন্মাবো না বলতে-বলতে
মাত্রা ভুলে আলোর কেন্দ্রে টলতে থাকি,
যেন একবার আলো জ্বাললে আলোর দলে নাম লেখালে
কিছুতে আর ফেরা যায় না- ব'লে আমার বোনের হাতে
ফিরিয়ে দিই হল্‌দে পাখি॥

BANGLADARSHAN.COM

অর্জিত নিয়তি

বাণ্টির জন্যল যেদিন থেকে আমি ট্রামের টিকিট জমাতে আরম্ভ করলাম সেদিন থেকে বাণ্টি ট্রামের টিকিট জমানো ছেড়ে দিয়েছিল। আমি ভালোবাসার সমস্ত চিঠিগুলি নিয়ে যখন উপন্যাস লিখতে শুরু ক'রে দিয়েছিলাম ভালোবাসা সেদিন থেকে আমায় ছেড়ে নবেন্দুর কাছে চলে গিয়েছিল।

ভালোবাসা ঘুড়ি ওড়ানোর ধরনে টেনে গুটিয়ে আনা যায় না। কিন্তু আমি পাড়ার পিসিমার পরামর্শে ঠিক সেরকমই একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলাম ব'লে আমার আকাশ সেদিন থেকে সম্পূর্ণতা খুইয়েছিল। ক্ষতিপূরণের লোভ ছিলো ; একটি বৃদ্ধকে সাড়ে-ছ' আনার গাড়ির নিচে ঠেলে ফেলে দিয়ে আমি তাঁকে আবার রাস্তার মাঝখানে সেবা করতে বসলাম। এগারো বছরের মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়েও গর্হণীয় এই পাপ বাণ্টি লক্ষ করেছিল। কিন্তু সেজন্যা নয়, আমাকে পুরোপুরি পাবার জন্য ই বাণ্টি যখন আকাশের দিকে একফোঁটা লোভী ফকিরের ভঙ্গিতে হাত তুলেছিল আমি তাকে চুমু খেতে গেলাম : তাতে সেই মুহূর্ত আর আমার-চিরন্তনের অন্তর্লীন খাদ ছিল। বাণ্টি চীৎকার করতে-করতে পরিচর্যাভারাতুর সেই বৃদ্ধে রূপান্তরিত হলো। এই পারস্পর্যের ফলে কোনোদিন আমি আর সুখী হতে পারব না।

BANGLADARSHAN.COM

কালো বেরি

বাভারিয়ার জঙ্গলে আমি সংগ্রহ করেছি কালো বেরি
তুমি ফুল চাও আমি ফল এনে দিয়েছি
আমার শ্রদ্ধার দান উপেক্ষা কোরো না
রৌদ্র থেকে বাদামি নেবার ছলে মাঠের ঢালুতে
পড়ে আছো তুমি
তোমার প্রসাধনের ঝাঁপি আমি হারিয়ে ফেলেছি
অরণ্যেপর অন্ধকারে পেয়ে গেছি দেশজ খালুই
ভরে এনেছি আমার গোপন সুন্দরবন
কালো বেরির ভিতরে কথার বরখেলাপ
আমার মধ্যে লুকিয়ে আছে দু-চারজন
দিই নি তোমায় বিযক্তগত অধরতাপ
আমি তবু অবিশ্বাসী নই যদি মিটিয়ে দিতাম
তোমার সহজ দাবি সেটাই বিশ্বাসঘাতকতা
যা এনেছি তোমার ভিতরে তার বাসনার ডালপালা ছিল
প্রৌঢ়কে প্রেমিক বলে স্বীকৃতি দেবে না ?

BANGLADARSHAN.COM

নিসর্গনার্সারি

তালগাছের ছায়ায় আছে বেহুঁশ ছেলেমেয়েরা
লুডোখেলার চতুরঙ্গে মেতে,
ওরা সবাই তোমার শিশু ? আহা-হা তুমি রাগ কোরো না
ওদের ক-জন তোমার নিজের ক-জন তোমার মেজো জায়ের
জানতে গিয়ে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেছে।
বলো তুমি আমায় দেখে খুশি হও নি ? তোমায় দেখে
চলতি ট্রামের আরাম থেকে নেমে পড়েছি
ভেবেছি আগে প্রশ্ন করি : 'তোমার এত সাহস কেন
একলা আসো অতো অনেক শিশুকে নিয়ে বেড়াতে ?
আয়া রাখতে পারো না এত মধ্যনবিত্ত ? বিশ্বাস করি না-'
কী কথা দ্যাখো বলতে চাই মুখ ফস্‌কে আরেক কথা,
তালগাছের ছায়ায় ঐ ছেলেমেয়েরা লুডোখেলার
কিনারে এসে গেছে এখন হাতে এখনো মিনিট দেড়েক
এরি মধ্যেও এক চক্কর পার্কটাকে ঘুরবে চলো,
ওরা ভীষণ ঘৃণা করছে- মানে শিশুরা- তোমাকে, ওরা
আমার সঙ্গে একদা তুমি যা ছিলে তাই হতে বলছে !

BANGLADARSHAN.COM

গুণিন্

জিপ্‌সি মেয়ের হাতে মন্দিরা
আমার দু-হাতে অসিত জাদুর পুঁথি

তোমাদের কেনা আমরা ডেকেছ বলেই এসেছি
ঘটাবো না কোনো বিশ্বাসবিচ্যুইতি

আমরা দু-জন দু-জনার তাই আমরা সবার
হুতাশনে ঢালি স্বেচ্ছা-আত্মাহুতি

সর্দার তবু ওকে যদি কাড়ো অথবা আমাকে
বাকি-একজন বহাবে আপন রুধির

সে রক্ত জেনো তোমারও শোণিত সর্দার শোনো
খুন করে তুমি পাবে না অব্যাসহতি॥

BANGLADARSHAN.COM

দাম্পত্য

সূর্যেরও শিকড় আছে স্থানকালে। আর তুমি যদি
আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমি তো সূর্যের মূর্ছাতুর
গরিব দাসানুদাস, কী ক'রে তোমাকে ছেড়ে আঁচলে গেরো দি'

কিন্তু তুমি সে প্রশ্ন আনো না এত সৌগতসুদূর,
'হৃদয়ের কত অব্‌দি পড়েছো' জানতে চাইলে হেসে
নিরপেক্ষ সৌন্দর্যের অন্তঃপুরে আত্মস্থ অক্লেশে

ছাড়াও চুলের জট। কিংবা সেই প্রশ্নের উত্তরে
নিপুণ আদেশ করো 'শুনছো ওরা মিনিদির দুই
মিষ্টি মেয়ে রুবা রুমা দু-জনেই গ্রুপ টু-তে পড়ে

যাও পৌঁছে দিয়ে এসো স্কুলবাস আসেনি যাও প্লীজ'
আমি পরক্ষণে রাজী, তুমি ফের কাঠের কাঁকুই
তুলে নিয়ে লক্ষ্যস করো রুবা রুমা আমাকে তেত্রিশ

BANGLADARSHAN.COM

বাসে উঠে যেতে। শেষে জানো না জানো না তুমি তিন
চরিত্র- যেখানে নামি- চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরে
আমাদের, বলে 'তোরা তিনজনেই চরিত্রবিহীন

এসেছিলি নবদ্বীপে রসের কীর্তনে তবে আয়
তোদের সে সাধ পূর্ণ করে দিই, এ দুটি পিশাচী
আমাদের সঙ্গে যাবে'...সুযোগ না দিয়ে ক্ষিপ্র-কাছে

সরে আসি, কাকুতিমিনতি করে বাঁচাই ওদের-
আর তা না হ'লে ধরো ওদের বাঁচাতে গিয়ে শেষে
আমার ঐহিক লীলা সাঙ্গ হতো যদি ঐ দল

অতীব কৌতুকে সেই বার্তা নিয়ে তোমার নিকটে
পৌঁছে দিতো, তুমিও কি হেসে উঠে আবার অন্তত
চিরুনিতে চেপে যেতে সেই কথা, পাছে নিন্দা রটে ?

বাসাবদল

এইভাবে আমাদের পৌঁছনোর কথা ছিল :

বাণ্টির দু হাত ভরে বাণ্টির খেলনা

তোমার খোঁপায় ফুল, হাতে অন্তরঙ্গ সরঞ্জাম

-পুরুষের গোচরতাহীন-

আমার দক্ষিণ হাতে বাড়ির যকৃত- যতো দরবারি দ্রব্য ও দলিল

অথচ এখন দ্যাখো আমরা পৌঁচেছি অন্য ধাঁচে :

বাণ্টির বাঁ-হাতে স্তব্ধ তোমার গোপন অন্তর্বাস,

আমার শরীরে বন্যাফুল, আমি কাঁখে শুধু জড়ো করি ছেলেবেলাকার

নির্দোষ খেলেনা ;

তুমি গোটা বাড়ি বও ভয়াবহ ভামিনী হে নাকি এক দানবী যক্ষিণী-

আমরা কি সত্যিই পৌঁচেছি ?

BANGLADARSHAN.COM

এমিল নোল্‌ডের আঁকা চায়ের টেবিলে

টেবিল, না ঢিপি ?
ওরা বসে আছে, আমরাও বসে আছি,
আমরা কি এভাবেই বসে থাকবো ?
অপরাহ্ণ চতুর্দিকে আরামহারামপ্রিয় খরগোশপরগণা
না, আমরা এভাবে আর বসে থাকতে পারি না,
আমাদের হাতে খুব বেশি-একটা সময় নেই, আর কিছু না পারি
অন্তত এই টেবিল আমরা উল্টে দেবো ঐ মহামাত্যাবর্গের মুখের উপর
আমাদের রক্তের রঙের প্রহারে ওদের যেন সত্যিাকারের সঙ দেখায়॥

BANGLADARSHAN.COM

দশম সিম্ফনি

ম্যা গ্তোলিন থেকে ঠিক্‌রে-পড়া এই হৈমন্তীপার্বণ :
সকলেই লেগে আছে প্রপঞ্চসফল ব্রতে, তিনটি প্রেমিক
প্রতিজ্ঞা নিয়েছে তিন দুঃখের শিকড় ওরা শিকার করবেই
বিঁধে আনবে জ্যাভেলিনে ঢেলে দেবে জল্লাদের পায়ে ;
এদিকে জল্লাদ সে-ও অবসর চায়, এক মায়াবী যুক্তিতে অভিনব
পরস্পরবিরোধিতা জন্ম নেয় সুরসংগতির গূঢ় অতুলপ্রসাদে-
আমি এই ফাঁকে বলি টমাস তোমার পায়ে পড়ি
তোমার এ ম্যা গ্তোলিন চালিয়ে যাও যতক্ষণ না
মুখ থেকে ফেনা ওঠে। তা না হলে করাল বিপাক :
এ ওকে হত্যান করবে, সংগীত মৃত্যু র চেয়ে ভালো !

BANGLADARSHAN.COM

জাপানি ট্যুরিস্ট, আমি এবং শিলার

-ক্যা মেরা উঁচিয়ে আছি, আপনি মশাই
ওখানে উঠে পড়ুন মূর্তির শরীর থেকে লতাপাতা সরিয়ে দিতে থাকুন

“কী করে উঠবো মশাই দেখাছেন না
দারোয়ান আপনার ঠিক পিছনেই উঁচিয়ে আছে সত্য কাম বন্দুক”

-ওর নিশানা আকাশে, আপনি আমি খুদে মানুষ
উঠে পড়ুন মশাই, ও দেখতেও পাবে না

অগত্যা আমি উঠে যেতে থাকি, এবং এক আসঙ্গ-মুহূর্তে
শিলারের পাশে এসে দাঁড়াই, তাঁর কাঁধের উপর হেলে-পড়া
বার্চের শিকড়বাকড় সরাতে থাকি বীভৎস আনন্দে

-আরে আরে করছেন কী, ঐ পাতাটা
কাঁধের ঠিক পিছনে মুকুটধরনে তুলে ধরুন।
সাবধান, আপনার হাত যেন দেখা না যায়।

BANGLADARSHAN.COM

ইকেবানা-অনুজ্ঞা পালন করে নেমে এসে দেখি
সবগুলি ছবিতেই আমি, আমি এবং আমি
শিলারমূর্তির পাথর একটা ছবিতে আমারই মুকুটের বিচিত্র মোটিফ

‘সায়োনারা’ ব’লে আমার ট্যুরিস্ট আরেকটি মৃত মানুষের দিকে
হেঁটে গেলেন॥

ফ্রেস্কো

এখন সমস্তটাই একটি বিন্যা স, আঁকা-ছবি আর ছবির প্রস্তুতি
একাকার, কোনো-এক অংশ ছেড়ে উঠে আসা নেই তাকে লিরিকের দ্রুতি
দিয়ে আর চিহ্নিত করার কোনো মানে আছে ? দ্যাখো আমি
দেবদারুচ্ছায়ে
প্রসঙ্গের চেয়ে আরো ক্ষুদ্র পরিসর নিয়ে ঊষাকাল থেকে
ব্যসস্ত আছি : কোন অংশ বর্জন করলে শিল্প এসব ধারণা
মানি না, বিশ্বাস করো। কিন্তু কাকে, কাকে এইমাত্র বললাম
‘মানি না বিশ্বাস করো ?’ যাকে আমি বলেছি সে নিজেও আমার
পরিবেশের অন্তর্গত, আমি নিজে যে-রকম অন্তর্গত, যে আমাকে তার
অন্তর্নিহিত করে সে আমার অন্তর্গত। আমি এককোণে প’ড়ে থেকে
দেখি কাঠ ফেড়ে নিল প্রাণী, এক আদিম দেবতা
চক্‌মকি পাথর ঠুকে আগুন ধরালো তাকে পরিমিত ক’রে
রান্না চড়িয়ে দিল মা এসে সবার জন্যা, বঁটির উপর
নারকেল-কোড়ানি ঢেউ দেখি আমি সৈকতে চিকন পুঞ্জফেনা...
নারকেল কোড়ানো হলে কোনখানে খোলা ফেলে দেবো,
ভাবি, আর অতিশয় মূর্খ মানি, কেননা কোথাও কিছু লুকোনো যাবে না :
আমরা কয়েকজন আমার মায়ের দেবতার
এলোমেলো তত্ত্বাবধানের মধ্যো আজ ভয়ানক ভালো আছি
সকলের অনতন্যরতা অচ্ছিন্নপ্রবাহ এক জীবনানীচ্ছায়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

ধর্‌না

বাবুই পাখির বাসার যেমন গোল দরোজা
সেইভাবে নয়
চৈত্যবদখল ক'রে হঠাৎ সেইখানে বাস
ঐভাবে নয়
লাইব্রেরির অ্যা ল্‌কভে এক চৌকো টেবিল
বৈধ বিনয়
জানায়, তোমায় থাকতে বলে, নির্মিত সেই
বৈভবে নয়।
কোথাও তবু থাকতে হবেই বাঁচতে গেলে
বাঁচতে হবেই
কিন্তু সেটা স্থির না করুক অধিবেশন-
রাজ্যসভাই
রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে-থাকার এই বাসাটাও
মন্দ না তাই
সিজিলমিছিল চল্‌তি বাড়ির নক্‌শা আঁকছি
আমরা সবাই॥

BANGLADARSHAN.COM

অনুবাদ।

তেয়োফিল গোতিয়ে

শিল্প

শিল্পকর্মে বাড়ে মাধুর্য
শ্রম দিয়ে করো সৃষ্টি যদি তা,
এবং ধৈর্য-
মিনা, মর্মর, মণি ও কবিতা।

বাধা-বিপত্তি সবই অনিত্য !
যদি যেতে চাও দুর্মরগতি
দৃঢ়পিনদ্ধ
উপানৎ আঁটো, হে সরস্বতী।

চুলোয় যাক না সরল ছন্দ
ঢিলেঢালা জুতো, যে-কোনো চাষাড়ে
যাতে আনন্দে
পা ঢুকিয়ে ফের তুলে নিতে পারে।

BANGLADARSHAN.COM

ভাস্কর, করো পরিবর্জন
সেই কর্দম, যা অঙ্গুষ্ঠ
করে না ধারণ,
অথবা যখন নও ধ্যা নস্থ।

বিরল কারারা-ধাতুমর্মর
এবং দুরূহ পারিয়া-পাথরে
হও তৎপর
রেখার শুদ্ধি যারা রাখো ধরে ;

সাইরাকিউস খ্যাত সে ব্রোঞ্জে
আছে যে ধাতব বর্ণাভা, হোক
তারি মতন যে
তোমার গরিমা তোমার আলোক।

কমনীয়তার, নিবিড় ধেয়ানী
এঁকে তোলো তুমি পর্যুৎসুক
দামি সোলেমানি
পাথরের গায়ে অ্যাপোলোর মুখ।

জল-জল রঙ চেয়ো না শিল্পী,
কিংবা যে রঙ পালায় চকিতে,
আগুনে গলাবি
এনামেল তোর মহাচুল্লিতে।

রচো নীল-নীল কুহকিনী যত,
শতধা তাদের পুচ্ছবাহার
করো পুঞ্জিত,
গড়ো জলসার মাতাল হাজার।

ত্রিস্তর সেই জ্যোতি অদৃশ্য
সুকুমারী মাতা এবং যীশুর,
গড়ো সে বিশ্ব
ক্রুশকাঠ সুব্যাবপ্ত সুদূর।

সবই মুছে যায়। শুধু কালসীমা
পেরিয়ে সুঠাম শিল্প অমর
একটি প্রতিমা
পার হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ নগর।

মজুর হঠাৎ রাস্তা চলতে
পেয়ে যায় বহুমূল্যচ মোহর
মাটির মধ্যে
নৃপতি মহান্ যাতে সুগোচর।

মরে এমন-কি সুরবৃন্দ,
তবু পিত্তল যথা, ততোধিক

BANGLADARSHAN.COM

দৃঢ় অতীন্দ্র
পদাবলী, তার ঋজু আঙ্গিক।

বিঁধে তোলো, গাঁথো, তক্ষণে মাতো
যেন অস্ফুট স্বপ্ন তোমার
ফোটে অবদাত
কঠিন পাষাণে দীপ্ত সাকার।

BANGLADARSHAN.COM

জুলে সুপেরভিএল্

সারা আকাশ

ছিল একটা ঘোড়া আমার
আকাশের এক মাঠে, আমি
লাগাম খুলে দিতাম যে তার
দারুণ ভরাট দিনের আলোয়।
কেউ থামাতে পারতো না সেই
গরঠিকানি দৌড় আমার,
সেই ঘোড়াটা ঘোড়া তো নয়,
সে যেন এক সোনার তরী,
সেই ঘোড়াটা ঘোড়া তো নয়,
যেন সে এক ইচ্ছা আমার,
ঠিক সে-রকম দেখোনি কেউ
মাথাটা তার এমনি ঘোড়ার
গায়ের ঢাকনা খেয়াল-বোনা ;
আর যেন তার কণ্ঠকুহর
হাওয়ার মতন আত্মত্যা গী।
আমার অফুরন্ত চলায়
দিতাম আমি এই ইশারা
“ইচ্ছা যদি হয় তাহলে
চলো আমার সঙ্গে চলো
আমার পথিক বন্ধুরা সব,
রাস্তা যখন খোলা, যখন
সারা আকাশ স্বচ্ছশাদা।
কিন্তু কে এই কথা বলছে ?
আমি খোয়াই আত্মদৃষ্টি
এমন উঁচু আকাশচূড়ায়,

BANGLADARSHAN.COM

কে বলবে কে আসল-আমি ?
যে-আমি এক পলক আগে
কিছু কথা বলেছি, আর
যে-আমি এই কথা বলছি
দুজনে কি একই মানুষ ?
পথিক বন্ধু তোমরা সবাই
তোমরাও কি একই মানুষ ?
এক মুছে দেয় আরেকজনকে,
অশ্বারোহীর লহর চলে।”

BANGLADARSHAN.COM

ফ্রিডরীশ হ্যেল্ডারলীন

নিয়তির গান : হাইপেরিঅন

তোমরা আলোয় ঊর্ধ্ববিহার করো
প্রান্তর রহে নিম্নে নম্র, যতেক ভাগ্য বান।
ঈথারীয় হাওয়া তোমাদের
অঙ্গ জুড়ায় আদরে,
যেন কুমারীর অঙ্গুলিতলে
স্বর্গীয় বীণা কাঁপে অণোরণীয়ান্।

নিয়তিবিহীন, যেন ঘুমন্ত
স্তন্যিপ শিশু, তোমরা সৌরপ্রাণ
তেমনি চিন্ময়তার আস্তরণে
অপ্রতিহত পাপড়িতে যেন
প্রস্ফুট করো ক্লান্তিশূন্য
সতেজ মনোবিতান,
দীপ্র নেত্রে যতেক দেবতা
তাকাও শান্ত, সুচিরন্তন
দৃষ্টিতে অম্লান।

অথচ কেবল আমরা পাইনি
জুড়োবার মতো, হায়, এতোটুকু স্থান,
পতননিয়তি নিয়ে মুছে যাই,
সন্তাপে জ্বলি, নশ্বর- তাই
প্রহরের পর প্রহর অন্ধ
অজ্ঞান ধাবমান,
যেমন গড়ায় জল
পাথরে পাথরে অবিবেকী, অবিরাম,
আমরাও ছুটি বছরে বছরে, জানি না দিব্য ধাম।

BANGLADARSHAN.COM

রাইনে মারিয়া রিল্‌কে

এপিটাফ

পরিশুদ্ধ অসংগতি, হে গোলাপ, সবাকার চোখের পাতায়
বিরাজো অথচ নও কারো নিদ্রা নও, সেই সুখ।

BANGLADARSHAN.COM

বের্টোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌

কিন্তু আমিও

কিন্তু আমিও, সবশেষ নৌকোতে
দেখতে পেলাম রশারশি ছেয়ে ভোরের হর্ষরাশি,
আর আচম্‌কা ধূসরবর্ণ শুশুকের পিঠ দেখা
জাপানি সাগর থেকে।
ছোটো ছোটো ছোটো ঘোড়ার গাড়িতে গিল্টি-করা বাহার
পাটল রঙের ঝোলা আস্তিন বউরানীদের জামার,
শাপভ্রষ্ট ম্যা নিলা শহরে পোড়ো সেই গলিটাতে
দেশত্যাগীর চোখে এ-দৃশ্য অপরূপ ঠেকেছিল।
তৈলভারোত্তোলন যন্ত্র তৃষিত বালিকা লস্‌এঞ্জেল্‌স্‌-এ
সন্ধ্যাতবেলায় পাহাড়িয়া পথে ক্যাসলিফোর্নিয়া আর সে ফলের বাজার
ভগ্নহৃদয় ভাগ্যাহীনকে স্পর্শ না করে পারেনি, স্বীকার করি।

BANGLADARSHAN.COM

আন্তনিও মাচাদো

কবিতা

কে বলেছে তোকে চিনেছি, চোখের মণি,
মঙ্গল রাজে তোর পিছনের পটে,
তুমি অভিজাত নির্জনে রহো, ধনি,
নৌকো ডোবে না ঝড়ে, গ্রহদুর্ঘটে।

আশ্রয়চ্যু ত কুকুর যেমন-ঘোরে,
শিকারীর মতো বিকারে, গন্ধ শুঁকে,
রাস্তা না পেয়ে, দৌড়োয় প'ড়ে-প'ড়ে ;
অথবা যেমন গাজনমেলায় ঢুকে

ভিড়ের মধ্যো শিশুটি হারিয়ে যায় ;
আঁধিঝড়ে, কম্পিত ঝাড়লণ্ঠনে
হারিয়ে গিয়েও নেশাভরে থম্‌কায়
চাপা কান্নার ভাঙা-ভাঙা কীর্তনে ;

তেমনি আমিও মাতাল, দুঃখশোকে,
উন্মাদ কবি ঘুরছি গীটার হাতে,
স্বপ্নে কি পাব পরশপাথর ? একা
ঈশ্বর খুঁজি ঘন কুজ্ঝটিরাতে॥

BANGLADARSHAN.COM

ডব্লু. বি. ইয়েট্‌স

লিডা ও মিথুনহংস

আচম্বিতে বহে পবমান : পরাক্রমী পক্ষপুটে
অবলা বেপথুমতী, পদনখজালের সোহাগে
জঙ্ঘা তার নির্যাতিত, গ্রীবাখানি গৃহীত চঞ্চুতে,
নিরুপায় স্তনযুগ স্থির ধরে আছে বক্ষোভাগে।

কী করে এড়াবে ওর অনির্ণীত ভয়ার্ত আঙুলে
শ্লথ ঊরু দুটি থেকে প্রবল পক্ষ্মল উদ্দীপন ?
তাছাড়া কী করে, আশ্রিত যে সিত উত্তেজনা মূলে
তনুরুহে লভে সেই হৃদয়ের রহঃস্পন্দন ?

চকিত শিহর লাগে, শ্রোণিতটে তথায় জন্মায়
বিভগ্ন প্রাকার, গড়, জ্বলন্ত খিলান, কবেকার
মৃত অ্যা গামেম্নন।

এভাবে বিধৃত ব্যূ হজালে
এইভাবে বাতাসের পৈশাচী রক্তের মন্ত্রণায়,
ওকি ধরেছিল সেই মহাজ্ঞান, সে-পৌরুষ তার
উদাসীন চঞ্চু ওকে পরিত্যা গ করার প্রাক্কালে ?

BANGLADARSHAN.COM

ডব্লু. এইচ্. অডেন

ওকে ধরে ধরে

ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাও সৈকতে,
আর সযত্নে বসাও বৃক্ষতলে,
যেখানে শুধুই শাদা পারাবত সারাদিন সারারাত
দিগ্বিদিকের বাতাসের সহবতে
গায় মনে-লাগা মনে-মনে লাগা পূর্বরাগের গান।

কনকাঙ্গুরী পরাও আঙুলে তার-
বক্ষের কাছে আশ্লেষে আনো বুক
সরসীর যত শফরী সে-ছবি তুলুক এক নজরে,
অপিচ ধ্রুপদী কলাকার মণ্ডূক,
গায় মনে-লাগা মনে-মনে লাগা পূর্বরাগের গান।

BANGLADARSHAN.COM

যত পথ ঝেঁকে আসবে তোমার মিলনের মণ্ডপে,
যত বাড়ি বাড়ি তাকিয়ে দেখবে ঘুরে,
টেবিল চেয়ার ঠিক লাগসই মন্তর পড়বেই,
তোমার বাহন ঘোড়াগুলো গান গাবে
সেই মনে-লাগা মনে-মনে লাগা পূর্বরাগের গান॥

রবার্ট ফ্রস্ট

শীতসন্ধ্যাসয় বনের কিনারে থেমে

মনে হয় জানি, জানি এ বনানী কার।
হতে পারে তার গাঁয়েতেই আস্তানা ;
সে তো দেখল না আমি যে দেখছি তার
বনে আর বনে ছেয়েছে হিমতুষার।

ছোট্ট ঘোড়াটা ভাবে এটা কী-ব্যা পার
গোলাঘর ছাড়া দাঁড়ানো কী-দরকার
হিমার্দ্র হ্রদ-আর বনানীর মাঝে
এ সাঁঝেই যত আঁধার বছরকার।

নির্ঘাৎ কোনো গল্‌তি হয়েছে ভেবে
ঘণ্টিগুলোতে কাঁপায় সে কেঁপে-কেঁপে
ঝিরিঝিরি হাওয়া পাৎলা বরফকুচি
ছড় টেনে যায় আরেক স্বরক্ষেপে।

বনানী গভীর শ্যামসুন্দর নাকি,
তবু তো কথায় দিতে পারব না ফাঁকি,
ঘুমোবার আগে আযোজন পথ বাকি,
ঘুমোবার আগে আযোজন পথ বাকি।

BANGLADARSHAN.COM

কার্ল শাপিরো

বিরোধাভাস : পাখিরা

ভুল রয়ে গেছে পাখির বিষয়ে মূল্যা য়নে
দ্রুত, পোষমানা, যন্ত্রসুলভ উচ্চারণে
বলতে পারি না আয় রে চলে যা আয়
পালন করতে, খাওয়াতে, মেলাতে, হায়
সুন্দর স্বপ্নকে।
হা রে সুন্দর, কবিরা ভ্রান্তিমান্
তোমাকে যখন ভালোবাসে, ধায়, ছলকায়, গায় গান
বায়ুচারী জীব, নেক্‌ড়ে- বৃক্ষে থাকো
গোলন্দাজের নাড়ির খবর রাখো
শুধু ওঠে আর পড়ে, ওঠে আর পড়ে,
বুকে হাত রেখে বলিনে গাঢ়স্বরে
স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

হা রে স্বাধীনতা, কবিরা ভ্রান্তিমান্
তোমাকে যখন ভালোবাসে, ধায়, ছলকায়, গায় গান॥

BANGLADARSHAN.COM

পি. এন. ফান আইক

মৃত্যু এবং ফুলবাগানের মালি

পারস্যের এক গণ্যগমান্য্ লোকের কাছে শোনা :

তখন সকাল, ত্রস্ত আমার ফুলবাগানের মালি,
ছুটে এসে বললে, ‘দায়ী এই পোড়া কপালই !

গোলাপের ঐ কেয়ারিটা বানাচ্ছি আন্‌মনে,
এমন সময় মৃত্যুর এসে তাকায় চোখের কোণে।

দেখে আমি ভয়েই সারা, ছুটছে কালঘাম,
মৃত্যুম আরো ভয় দেখাল, দৌড়ে পালালাম।

ঘোড়াটা দিন আমায়, হুজুর, বাঁচান আমার জান,
রাত্রি হবার আগেই যাব পৌঁছে ইস্পাহান।’

BANGLADARSHAN.COM

এই বলে সে উধাও। দেখি সন্ধেটা না-যেতে
মৃত্যু আনাগোনা করছে দেওদার পার্কেতে।

নিজে থেকে কয় না কিছু, শুধাই আমি তারে,
কেন অমন ভয় দেখালে আমার মালিটারে ?

হেসে উঠে বললে : ‘ও কি ভয় দেখানোর ধরন ?
না কি আমি নিজেই অবাক হয়েছিলাম, কারণ

কী করে সে ব্যেস্ত থাকে ভোরবেলা বাগানে
নির্ঘাৎ রাত হলেই যাকে ধরব ইস্পাহানে !’

গ্যুণ্টার আইশ্

স্বপ্ন

আমি ঈর্ষা করি তাদের যারা ভুলে যেতে পারে,
তোফা নিরুদ্বেগে যারা ঘুমোতে যায়, যাদের কোনো স্বপ্নই নেই,
আমি তো নিজেকেই ঈর্ষা করি আমার চরিতার্থ অন্ধ
মুহূর্তগুলির জন্য্ :
উশুল-করা ছুটি উজাড়, নর্থ-সীতে স্নান, নত্র্ দাম,
গেলাসে ভরা লাল বুর্গন মদ, মাইনে-পাবার দিন।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু মনে হয় নিশ্চিন্ত স্বস্তিতে থাকাটাই যথেষ্ট নয়,
যে-ঘুমের দোলনে আমরা স্পন্দমান তার ধরনধারন বিষয়েও
আমি সন্দিহান,
বিশুদ্ধ সৌভাগ্যে ব'লে কিছু নেই (ছিল নাকি কোনো কালে ?)
বড়ো ইচ্ছে করে কোনো একজন কি অন্য জন ঘুমন্ত মানুষকে জাগিয়ে
বলে উঠি, হ্যাঁ , সেই তো ভালো।

BANGLADARSHAN.COM

তুমিও কি প্রেমের আগল থেকে আচম্কা জেগে ওঠোনি,
কেননা সে-কান্না ঠিকই পৌঁচেছে তোমার কানে,
যে-কান্না মৃত্তিকা কাঁদে নিরন্তর,
যা তোমার মনে হতে পারে
বৃষ্টি কিংবা বাতাসের স্বর।

চোখ খুলে দ্যাখো, কী ওখানে আছে : কারাগার, অত্যা চার
এবং অন্ধতা আর খঞ্জদশা, মৃত্যু ছড়িয়ে আছে
নানাভাবে, বিদেহ যন্ত্রণা আর
ভয় যার অর্থ এ জীবন।
মাটি নানা কণ্ঠ থেকে দীর্ঘশ্বাস জড়ো করে,
আর তুমি যতো

মানুষকে ভালোবাসো সবার চোখেই এই বাঁচার বিভ্রম।

যা-কিছু যেখানে ঘটে, তুমি তার সাক্ষী মনে রেখো।

BANGLADARSHAN.COM